বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২৪-২০২৫

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সহযোগিতা

বাণিজ্য নীতি

বাণিজ্য প্রতিবিধান

বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন

Bangladesh Trade and Tariff Commission

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২৪-২০২৫

বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন

১ম ১২ তলা সরকারি অফিস ভবন (১০ ও ১২ তলা)
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
www.btc.gov.bd

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২৪-২০২৫

বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন

উপদেষ্টা পর্ষদ

মোঃ আব্দুল গফুর, সদস্য (বাণিজ্য নীতি) ও চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত দায়িত্ব), বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন
মোঃ এনামুল হক, সদস্য(বাণিজ্য প্রতিবিধান), বাংলাদেশ টেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন
মুশাররাত জেবীন, সদস্য (আন্তর্জাতিক সহযোগিতা), বাংলাদেশ টেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন

সম্পাদনা পর্ষদ

মোঃ মামুন-উর-রশীদ আসকারী, যুগ্মপ্রধান, বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন	আহ্বায়ক
মোঃ মাহমুদুল হাসান, উপপ্রধান, বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন	সদস্য
এস. এম. সুমাইয়া জাবীন, উপপ্রধান, বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন	সদস্য
মো: আশফাক জামিল খান, সিস্টেম এনালিস্ট, বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন	সদস্য
মহিনুল করিম খন্দকার, সহকারী প্রধান, বাংলাদেশ টেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন	সদস্য
এইচ.এম.শরিফুল ইসলাম, পিআর এন্ড পিও, বাংলাদেশ ট্রেড এক ট্যারিফ কমিশন	সদস্য
মিশন ভূঁইয়া, গবেষণা কর্মকর্তা, বাংলাদেশ ট্রেড এক ট্যারিফ কমিশন	সদস্য
মোঃ ময়েন উদ্দিন মোল্লা, গ্রন্থাগারিক, বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন	সদস্য সচিব

মুদ্রাক্ষর ব্যবস্থাপনা

মোঃ খায়রুল হক, কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন

প্রকাশকাল

এপ্রিল ২০২৬

প্রকাশক

বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন

মুদ্রণ

পানগুছি কালার গ্রাফিক্স
১৩১ ডিআইটি এক্স. রোড ফকিরাপুল, ঢাকা-১০০০
মোবাইল: ০১৭১৬-৮৩৯৩৯৬

চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন

মুখবন্ধ

দেশীয় শিল্পের স্বার্থ সংরক্ষণের লক্ষ্যে Protective Duties Act, 1950 (Act no. LXI of 1950) মোতাবেক ২৮ জুলাই ১৯৭৩ সালে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের একটি সরকারি দপ্তর হিসেবে 'ট্যারিফ কমিশন' প্রতিষ্ঠা পরবর্তী সময় হতে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের গতিশীলতা বৃদ্ধিতে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণে কাজ করছে। পরবর্তীতে ৬ নভেম্বর ১৯৯২ তারিখে 'ট্যারিফ কমিশন' বিলুপ্ত করে একটি বিধিবদ্ধ সংস্থারূপে (Statutory Public Authority) 'বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন' প্রতিষ্ঠা করা হয়। একটি স্বাধীন ও কার্যকর প্রতিষ্ঠান হিসেবে কমিশনের কার্যক্রম গতিশীল করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন (সংশোধন) আইন, ২০২০ এর মাধ্যমে কমিশনের নাম পরিবর্তন করে 'বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন' করা হয়। বস্তুনিষ্ঠ ও প্রায়োগিক পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে দেশীয় শিল্পের স্বার্থ সুরক্ষা এবং বিশ্ব বাণিজ্যে বাংলাদেশের অবস্থান সুদৃঢ়করণে সরকারের বাণিজ্য সম্পর্কিত একমাত্র গবেষণাধর্মী এ প্রতিষ্ঠান অনন্য ভূমিকা পালন করে চলেছে।

স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণ পরবর্তী সময় বহির্বিশ্বের সাথে বাংলাদেশকে আরো প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হবে। সে আলোকে প্রাপ্ত শুল্ক সুবিধার বিকল্প হিসেবে বিভিন্ন দেশের সাথে অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি এবং মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদন করা অপরিহার্য হয়ে পড়বে। এক্ষেত্রে কমিশন দেশীয় শিল্পের স্বার্থ সুরক্ষায় অগ্রাধিকারমূলক/মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির সম্ভাব্যতা যাচাইসহ নেগোশিয়েশনে সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে।

কমিশন আইনের ১৮(১) ধারা অনুযায়ী নিয়মিত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় কমিশনের সার্বিক কার্যক্রমের তথ্যাদি সন্নিবেশ করে ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হওয়ায় আমি অত্যান্ত আনন্দিত। এ বার্ষিক প্রতিবেদনের মাধ্যমে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে কমিশনের গঠন কাঠামো, কর্মপরিধি এবং কর্মবিন্যাসসহ কমিশন কর্তৃক সম্পাদিত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমের তথ্যাদি সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করা যাবে বলে আমি মনে করি।

বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক বিশ্ব বাণিজ্য ব্যবস্থার গতি-প্রকৃতি পর্যালোচনা করে দেশীয় শিল্পের স্বার্থরক্ষা ও রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য যুগোপযোগী কৌশল নির্ধারণ একটি সমীক্ষা বা গবেষণাধর্মী বিষয়। কমিশন তার সীমিত সম্পদ, জনবল ও প্রাপ্ত দক্ষতা দিয়ে আন্তরিকতার সাথে এ চ্যালেঞ্জিং দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন, পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ ও জনবলের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে কমিশনকে অধিকতর শক্তিশালী করা গেলে ভবিষ্যতে কমিশন অর্পিত দায়িত্ব আরও গতিশীল ও কার্যকরভাবে পালনে সমর্থ হবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। কমিশনের এ অনন্য প্রচেষ্টায় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও সংস্থা, বিভিন্ন শিল্প ও বনিক সমিতি, অগ্রণী শিল্প প্রতিষ্ঠানসহ সকল অংশীজনের সহযোগিতা একান্তভাবে কাম্য।

এ বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়নের সাথে সম্পৃক্ত কমিশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও অশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

মোঃ আব্দুল গফুর

যুগ্মপ্রধান (আন্তর্জাতিক সহযোগিতা)
বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন

আহ্বায়কের কথা

দেশীয় শিল্পের স্বার্থ সুরক্ষার পটভূমিতে প্রতিষ্ঠিত 'বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন' বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের একটি বিধিবদ্ধ সংস্থা হিসেবে আইনানুগভাবে অর্পিত সকল দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করে আসছে। বিদ্যমান আইনের শর্তানুযায়ী কমিশন নিয়মিতভাবে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় এ বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে যাতে মূলতঃ কমিশনের ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের সম্পাদিত কার্যাবলী বিধৃত হয়েছে এবং পরবর্তী ২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরের কর্মপরিকল্পনার একটি রূপরেখাও প্রদান করা হয়েছে।

দ্রুত শিল্পায়ন ও রপ্তানি বৃদ্ধির মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে সরকারের অগ্রাধিকার কৌশলকে সামনে রেখে দেশীয় শিল্পের স্বার্থহানিকর অসাধু বৈদেশিক বাণিজ্য প্রতিরোধ, দেশীয় শিল্প বিকাশে শুল্কহার হ্রাস-বৃদ্ধির মাধ্যমে যৌক্তিকীকরণ এবং রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে দ্বি-পাক্ষিক, আঞ্চলিক ও বহুপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনের সম্ভাব্যতা যাচাইসহ বিদ্যমান চুক্তির আওতায় শুল্ক সুবিধা আদায় ও অশুল্ক বাধা দূরীকরণের নিমিত্ত নেগোশিয়েশন কৌশল নির্ধারণে কমিশন সরকারকে কার্যকর সুপারিশ প্রদান করেছে। কমিশন মূলত বিদ্যমান আইনের আওতায় বিশ্লেণাত্মাক ও গবেষণাধর্মী কার্যক্রমের মাধ্যমে সরকারকে শুল্ক ও বাণিজ্য বিষয়ক কৌশলগত ও প্রায়োগিক পরামর্শ প্রদান করে থাকে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রসার, বৈশ্বিক বাণিজ্য অনিশ্চয়তা, নতুন শুল্ক আরোপ এবং সর্বোপরি স্বল্পোন্নত দেশ হতে বাংলাদেশের উত্তরণের বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার প্রেক্ষিতে বিভিন্ন দেশের সাথে চলমান নেগোশিয়েসনে বাংলাদেশের অবস্থানপত্র প্রস্তুতকরণ ইত্যাদির মাধ্যমেই কমিশনের কার্যক্রমে অধিকতর গতিশীলতা পরিলক্ষিত হয়। অধিকন্তু, অসাধু বাণিজ্য প্রতিরোধে বাণিজ্য প্রতিবিধান ব্যবস্থা (এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং ও সেইফগার্ড মেজার্স) গ্রহণের মাধ্যমে দেশীয় শিল্পের স্বার্থ সুরক্ষায় কমিশন নিয়মিত কাজ করছে।

বিশ্ব বাণিজ্য ব্যবস্থার ক্রমপরিবর্তনশীলতার কারণে সৃষ্ট প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশে দেশীয় শিল্পের সুরক্ষা নিশ্চিত করা এবং রপ্তানি সক্ষমতা জোরদার করা একটি সময়োপযোগী ও গবেষণাভিত্তিক উদ্যোগ। এ প্রেক্ষাপটে কমিশন তার সীমিত জনবল, অবকাঠামো ও সম্পদের মধ্যেই নিষ্ঠা ও পেশাদারিত্বের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। এছাড়াও, তথ্যভিত্তিক বিশ্লেষণ, গবেষণা ও আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে কমিশনের নীতিনির্ধারণী বিষয়ে পরামর্শ প্রদানের সক্ষমতা আরও সুদৃঢ় করা যেতে পারে। আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার ও প্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয় জোরদার করা হলে কমিশনের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও গতিশীলতা বৃদ্ধি পাবে। একই সঙ্গে অংশীজনদের নিয়মিত সম্পৃক্ততা ও পরামর্শ গ্রহণের মাধ্যমে দেশীয় শিল্পের বাস্তবভিত্তিক চাহিদা প্রতিফলিত হবে, যা টেকসই শিল্পায়ন ও দীর্ঘমেয়াদি রপ্তানি প্রবৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমি মনে করি।

সর্বোপরি, এ বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়নে কমিশনের যেসব কর্মকর্তা ও কর্মচারী অক্লান্ত পরিশ্রম ও নিষ্ঠা প্রদর্শন করেছেন, তাঁদের প্রতি আমি আন্তরিক ধন্যবাদ ও গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

মোঃ মামুন-উর-রশীদ আসকারী

সুচিপত্র

ক্র. নং.	শিরোনাম	পৃষ্ঠা নম্বর
প্রথম অধ্যায়	কমিশনের গঠন, দায়িত্ব ও প্রশাসনিক কাঠামো	১১-২২
দ্বিতীয় অধ্যায়	প্রশাসন উইং এর কার্যক্রম	২৩-৩৫
তৃতীয় অধ্যায়	কমিশনের প্রাতিষ্ঠানিক ও মানব সম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রম	৩৬-৪৩
চতুর্থ অধ্যায়	আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বিভাগের কার্যক্রম	৪৪-৫৯
পঞ্চম অধ্যায়	বাণিজ্য প্রতিবিধান বিভাগের কার্যক্রম	৬০-৬৩
ষষ্ঠ অধ্যায়	বাণিজ্য নীতি বিভাগের কার্যক্রম	৬৪-৮২
সপ্তম অধ্যায়	প্রকল্প সংক্রান্ত কার্যক্রম	৮৩-৮৪
অষ্টম অধ্যায়	কমিশনের সাফল্য ও চ্যালেঞ্জসমূহ	৮৫-৮৯

সারণি: ০১	স্থায়ী কমিটি	১৩
সারণি: ০২	জনবল কাঠামো	১৪
সারণি: ০৩	শ্রেণীভিত্তিক কর্মরত জনবল এবং শূন্য পদের বিবরণী	১৫
সারণি: ০৪	কমিশনের চেয়ারম্যান মহোদয়গণের কার্যকাল সংক্রান্ত বিবরণী	১৬
সারণি: ০৫	কমিশনের কর্মকর্তাবৃন্দের তালিকা	১৮
সারণি: ০৬	তথ্য প্রদানে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিস্তারিত বিবরণ	২৭
সারণি: ০৭	বিকল্প দায়ত্বিপ্রাপ্ত র্কমর্কতার বিস্তারিত তথ্য	২৭
সারণি: ০৮	আপিল কর্তৃপক্ষের তথ্য	২৭
সারণি: ০৯	বাংলাদেশ ও মরিশাসের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য পরিস্থিতি	৪৭
সারণি: ১০	বাংলাদেশ ও মরিশাসের শুল্ক ব্যবস্থার তুলনামূলক চিত্র	৪৭
সারণি: ১১	বাংলাদেশ ও দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য পরিস্থিতি	৪৭
সারণি: ১২	২০২৪ সালে বাংলাদেশ ও দক্ষিণ কোরিয়ার শুল্ক ব্যবস্থার তুলনামূলক চিত্র	৪৮
সারণি: ১৩	বাংলাদেশ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য	৪৮
সারণি: ১৪	বাংলাদেশ ও ভিয়েতনামের দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য	৫০
সারণি: ১৫	বাংলাদেশ ও সিঙ্গাপুরের দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য (পণ্য)	৫০
সারণি: ১৬	বাংলাদেশ ও সিঙ্গাপুরের দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য (সেবা)	৫১
সারণি: ১৭	বাংলাদেশ ও গাম্বিয়ার দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য	৫৬
সারণি: ১৮	বিভিন্ন কৃষিপণ্যে রপ্তানি প্রনোদনা/নগদ সহায়তা ক্রমান্বয়ে হ্রাসের চিত্র	৫৭
সারণি: ১৯	কমিশন কর্তৃক সম্পাদিত PTA/FTA/CEPA বিষয়ক Feasibility Study-এর তালিকা	৫৮
সারণি: ২০	বর্তমানে চলমান এন্টি-ডাম্পিং কেসসমূহ	৬২
সারণি: ২১	ভারত ও পাকিস্তানে প্রতি বর্গফুট গরুর কাঁচা চামড়ার মূল্য	৬৫
সারণি: ২২	কমিশন কর্তৃক কাঁচা চামড়ার সম্ভাব্য মূল্য	৬৫

ক্র. নং.	শিরোনাম	পৃষ্ঠা নম্বর
সারণি: ২৩	সাইজ অনুযায়ী কোরবানিদাতা পর্যায়ে লবণ বিহীন (প্রাথমিক বিক্রয়) কাঁচা চামড়ার সম্ভাব্য মূল্য	৬৫
সারণি: ২৪	ভোজ্যতেলের বর্তমান দাম ও কমিশনের সুপারিশ	৬৭
সারণি: ২৫	আমদানির শুল্ক- করহার নির্ধারণে কমিশনের সুপারিশ	৬৮
সারণি: ২৬	স্কিন কেয়ার এন্ড কালার কসমেটিকভূক্ত পণ্যের বিবরণ	৭১
সারণি: ২৭	ফ্রি হুইল আমদানিতে বিদ্যমান শুল্ক	৭৭
সারণি: ২৮	সানফ্লাওয়ার ও ক্যানোলা তেলের আমদানি ও রাজস্ব আহরণের তুলনামূলক চিত্র	৭৯
সারণি: ২৯	ভোজ্যতেলের সমহারে শুল্ক-কর নির্ধারণের সুপারিশ নিম্নবর্ণিত হারে শুল্কারোপ করা যেতে পারে	৭৯

পরিশিষ্ট: ০১	The Protective Duties Act, 1950	৯০-৯১
পরিশিষ্ট: ০২	বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন (সংশোধন) আইন, ২০২৪	৯২-৯৩
পরিশিষ্ট: ০৩	বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের সাধারণ কার্যনির্বাহের পদ্ধতিমূলক প্রবিধানমালা, ১৯৯২	৯৪-১০১
পরিশিষ্ট: ০৪	অর্থ ও সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের সম্মতিক্রমে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের প্রশাসন-২ শাখা হতে ০৪/০২/১৯৯৩ তারিখের বাম/প্র-২/টিসি/৫(৬)/১০ (অংশ-১) নম্বর স্মারক মূলে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের জন্য ১১৫ (একশত পনের) জন জনবলের মঞ্জুরি আদেশ	১০২-১০৪
পরিশিষ্ট: ০৫	ন্যাশনাল ট্যারিফ পলিসি, ২০২৩	১০৫-১১৯
পরিশিষ্ট: ০৬	সাংগঠনিক কাঠামো	১২০

প্রথম অধ্যায়

কমিশনের গঠন, দায়িত্ব ও প্রশাসনিক কাঠামো

১.১ কমিশনের গঠন

দেশীয় শিল্পের বিকাশ ও স্বার্থ সুরক্ষা এবং রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সরকারকে বস্তুনিষ্ঠ ও প্রায়োগিক পরামর্শ প্রদানের উদ্দেশ্যে Protective Duties Act, 1950 (Act No. LXI of 1950) মোতাবেক ১৯৭৩ সালে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের একটি দপ্তর হিসেবে 'ট্যারিফ কমিশন' কাজ শুরু করে। পরবর্তীতে ৬ নভেম্বর, ১৯৯২ তারিখে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন আইন, ১৯৯২ অনুযায়ী ট্যারিফ কমিশনকে পুনর্গঠন করে একটি বিধিবদ্ধ সংস্থা (Statutory Public Authority) হিসেবে 'বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন' প্রতিষ্ঠা করা হয়। বিশ্ব বাণিজ্য ব্যবস্থার পরিবর্তন, কমিশনের কার্যপরিধিতে ব্যাপ্তি এবং কমিশন কর্তৃক সম্পাদিত কার্যাবলি সুনির্দিষ্টকরণের লক্ষ্যে ২৮ জানুয়ারি ২০২০ কমিশনের ১৯৯২ সালের বিদ্যমান আইন সংশোধন করা হয়। এছাড়াও এ সংশোধনীর মাধ্যমে কমিশনের নাম পরিবর্তন করে 'বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন' করা হয়। দেশীয় শিল্পের স্বার্থ সংরক্ষণের মৌলিক দায়িত্ব নিয়ে যাত্রা শুরু করলেও পরবর্তীতে কমিশন বহুপাক্ষিক, আঞ্চলিক ও দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য ও বাণিজ্য সংক্রান্ত চুক্তি, নেগোশিয়েসনের কৌশলপত্র এবং শুল্ক সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পর্যালোচনাপূর্বক সরকারকে প্রায়োগিক পরামর্শ প্রদান করে আসছে। এছাড়া, বহির্বিশ্বে বাংলাদেশী পণ্যের শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার ও অবাধ সেবা-বাণিজ্য নিশ্চিতকল্পে কর্মপন্থা প্রণয়নে বাণিজ্য সংক্রান্ত একমাত্র গবেষণাধর্মী প্রতিষ্ঠান হিসেবে কমিশন সরকারকে নিয়মিত সহায়তা দিয়ে যাচ্ছে।

১.২ ভিশন

বস্তুনিষ্ঠ ও প্রয়োগিক পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে দেশীয় শিল্পের স্বার্থ সুরক্ষা এবং বিশ্ব বাণিজ্যে বাংলাদেশের অবস্থান সুদৃঢ়করণ।

১.৩ মিশন

সরকারকে কৌশলগত পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে শুল্কহার যৌক্তিকীকরণ (Tariff Rationalization), দেশীয় শিল্পের ন্যায়সঙ্গত স্বার্থ সংরক্ষণ, দ্বি-পাক্ষিক, আঞ্চলিক ও বহুপাক্ষিক চুক্তির আওতায় দেশীয় পণ্যের বাজার সম্প্রসারণ, নিয়মিত বাজার পরিবিক্ষণের মাধ্যমে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের বাজারদর স্থিতিশীল রাখার ক্ষেত্রে সরকারকে সহযোগিতা প্রদান।

১.৪ কমিশনের দায়িত্ব

কমিশন সরকারের চাহিদা এবং বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের আবেদনের প্রেক্ষিতে অথবা স্ব-উদ্যোগে শুল্কহার যৌক্তিকীকরণ ও বাণিজ্য নীতি বিষয়ে সরকারকে বস্তুনিষ্ঠ ও প্রায়োগিক পরামর্শ প্রদান করে। নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের বাজারদর স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে কমিশন নিয়মিতভাবে পণ্যের আন্তর্জাতিক বাজারদর সংক্রান্ত প্রতিবেদন সরকারের নিকট প্রেরণ করে। তাছাড়া, আপদকালীন সংকট মোকাবেলায় পণ্যের মজুদ, সরবরাহ, ইত্যাদির হালনাগাদ তথ্য সরকারকে সরবরাহ করে। বিভিন্ন দ্বি-পাক্ষিক, আঞ্চলিক ও বহুপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তির আওতায় বাণিজ্য সুবিধা আদায় ও প্রদানের বিষয়ে বাংলাদেশের অবস্থান নির্ধারণে কমিশন সরকারকে বস্তুনিষ্ঠ ও প্রায়োগিক পরামর্শ প্রদান করে। বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন (সংশোধন) আইন ২০২০ (পরিশিষ্ট-০১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে কমিশন মুক্ত বাণিজ্য এলাকা সম্পর্কিত চুক্তির সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের সমীক্ষা পরিচালনা করে থাকে। কাস্টমস আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৯ (কাউন্টারভেইলিং শুল্ক আরোপ), ধারা ২০ (অ্যান্টি- ডাম্পিং শুল্ক আরোপ), ধারা ২৩ (সেইফগার্ড শুল্ক আরোপ)-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে অসাধু বাণিজ্যের হাত থেকে দেশীয় শিল্পকে সুরক্ষা প্রদানের নিমিত্ত এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং ও সেইফগার্ড শুল্কারোপ সংক্রান্ত তদন্ত ও সুপারিশ প্রদান করার বিষয়েও কমিশন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ (Designated Authority) হিসেবে কাজ করে আসছে।

বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন (সংশোধিত) আইন, ২০২০ এর ৭ ধারা অনুযায়ী কমিশন দেশীয় পণ্য ও সেবা রপ্তানি বৃদ্ধিকল্পে দেশীয় শিল্পের স্বার্থ সংরক্ষণ ও বিকাশে শিল্পপণ্য উৎপাদন ও বিপণনে দক্ষতাবৃদ্ধি, প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ সৃষ্টি এবং আমদানি ও রপ্তানির ক্ষেত্রে তুলনামূলক সুবিধা (comparative advantage) নিরূপণকল্পে নিম্নবর্ণিত বিষয়ে কমিশন সরকারকে পরামর্শ প্রদান করে:

(ক) শুল্কনীতি পর্যালোচনাক্রমে শুল্কহার যৌক্তিকীকরণ;

(খ) আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক ও বহু-পাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি;

(গ) ট্রানজিট ও ট্রান্সশিপমেন্ট ট্রেড, জিএসপি (Generalized system of Preference), রুলস অব অরিজিন (Rules of Origin) ও অন্যান্য অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য;

(ঙ) শিল্প, বাণিজ্য, বিনিয়োগ ও শুল্ক নীতি প্রণয়ন;

(চ) বৈদেশিক বাণিজ্য বিষয়ে উদ্ভূত যে কোন সমস্যা সমাধানে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ছ) Protective Duties Act, 1950 (Act No. LXI of 1950) (পরিশিষ্ট-০২) এর আলোকে সুনির্দিষ্ট মেয়াদে সংরক্ষণমূলক আমদানি শুল্ক (Protective Duties of Customs) আরোপ;

(জ) শিল্প সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণপূর্বক দেশীয় পণ্য ও সেবার রপ্তানি বৃদ্ধি;

(ঝ) আমদানি ও রপ্তানিযোগ্য পণ্য বা সেবাসমূহের হারমোনাইজড সিস্টেম কোড;

(ঞ) বৈদেশিক বাণিজ্য পরিবীক্ষণ; এবং

(ট) আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক বাণিজ্য ব্যবস্থায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাব বিস্তারকারী নীতিমালা ও রীতিনীতি। উপর্যুক্ত বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ প্রদান ছাড়াও কমিশন নিম্নোক্ত কার্যাবলি পরিচালনা করে থাকে:

(ক) এন্টি-সারকামভেনশন সংক্রান্ত তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনা;

(খ) বাংলাদেশ হইতে রপ্তানিকৃত পণ্য ও বাণিজ্যের উপর অন্য দেশ কর্তৃক গৃহীত বাণিজ্য প্রতিবিধান সংক্রান্ত পদক্ষেপ (এন্টি ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং, সেইফগার্ড মেজার্স ও এন্টি সারকামভেনশন) এর পরিপ্রেক্ষিতে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত দেশীয় রপ্তানিকারকগণকে সহায়তা প্রদান;

(গ) নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ বাজারদর নিরীক্ষণ ও পর্যালোচনা;

(ঘ) বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার আওতায় বিভিন্ন বাণিজ্য চুক্তি সম্পর্কিত বিরোধ নিষ্পত্তিতে সরকারকে সহায়তা প্রদান;

(ঙ) বৈদেশিক বাণিজ্য সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ, ডাটাবেজ সংরক্ষণ, পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ এবং জনস্বার্থে উক্ত তথ্যসমূহ সরকার ও স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে সরবরাহ;

(চ) অন্যান্য দেশের সহিত বাংলাদেশের অগ্রাধিকারমূলক বা মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনের সম্ভাব্যতা যাচাই এবং এতদসংক্রান্ত চুক্তির ফলে বৈদেশিক বাণিজ্যের উপর সম্ভাব্য প্রভাব মূল্যায়ন;

(ছ) সম্ভাব্য ক্ষতিগ্রস্ত শিল্প, ভোক্তা ও জনসাধারণের স্বার্থ বিবেচনার উদ্দেশ্যে গণ শুনানির মাধ্যমে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপসমূহ চিহ্নিতকরণ;

(জ) দেশিয় শিল্প ও বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অংশীজনদের দক্ষতা ও সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ; এবং

(ঝ) দেশিয় শিল্প ও বাণিজ্যের স্বার্থ সংক্রান্ত বিষয়ে গবেষণা বা সমীক্ষা পরিচালনা

১.৫ বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন এর প্রশাসনিক কাঠামো

বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন আইন, ১৯৯২ (৪৩ নং আইন) এর ধারা-৫ অনুসারে একজন চেয়ারম্যান এবং অনূর্ধ্ব তিনজন সদস্য সমন্বয়ে কমিশন গঠিত। চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হন এবং তাদের চাকুরীর শর্তাবলী সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হয়। বর্ণিত আইন এর ধারা- ৬ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে চেয়ারম্যান কমিশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে কাজ করেন এবং কমিশনের সদস্যদের মধ্যে দায়িত্ব বণ্টন করেন। কমিশনের চেয়ারম্যান সরকারের সচিব পদমর্যাদার এবং সদস্যগণ সরকারের অতিরিক্ত সচিব/যুগ্ম সচিব পদমর্যাদার কর্মকর্তা। তাছাড়া, উক্ত আইনের ধারা-১১ মতে কমিশনের একজন 'সচিব'-এর উল্লেখ রয়েছে যিনি সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হন এবং তাঁর চাকুরির শর্তাবলি সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হয়। সম্প্রতি বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন (সংশোধন) আইন, ২০২৪ (পরিশিষ্ট-০৩) এ কমিশনের 'সচিব' পদটির নাম পরিবর্তন করে 'পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)' করা হয়েছে।

১.৫.১ কমিশনের বিভাগসমূহ

কমিশনের কাজে কাঙ্খিত গতিশীলতা আনয়ন ও প্রাত্যহিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে কমিশনকে তিনটি ফাংশনাল বিভাগে বিন্যস্ত করা হয়েছে। প্রত্যেক বিভাগে একজন করে সদস্য বিভাগীয় প্রধান হিসাবে কাজ করেন। এ তিন বিভাগের কাজ সুচারুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে প্রতিটি বিভাগের দায়িত্ব সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা আছে। অধিকন্তু কমিশনের প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একজন পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) এর তত্ত্বাবধানে প্রশাসন উইং রয়েছে।

এছাড়াও, বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন আইন, ১৯৯২ এর ১৩ ধারা এবং বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের সাধারণ কার্য নির্বাহের পদ্ধতিমূলক প্রবিধানমালা, ১৯৯২ (পরিশিষ্ট-০৪) এর বিধি-৬ (২) অনুযায়ী নির্ধারিত ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কমিশনকে আলোচনাভিত্তিক, পর্যবেক্ষণমূলক বা বিশ্লেষণাত্বক সহায়তা প্রদান করার লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে একটি স্থায়ী কমিটি (সারণি-০১) গঠনের বিধান রয়েছে।

সারণি-০১: স্থায়ী কমিটি

ক্রমিক নং	সদস্যগণের পদমর্যাদা	কমিটিতে দায়িত্ব
০১	কমিশনের চেয়ারম্যান	চেয়ারম্যান
০২	কমিশনের সদস্যগণ	সদস্য
০৩	জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সদস্য (শুল্ক)	সদস্য
০৪	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা	সদস্য
০৫	শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা	সদস্য
০৬	অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ কর্তৃক মনোনীত যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা	সদস্য
০৭	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা	সদস্য
০৮	বিনিয়োগ বোর্ড কর্তৃক মনোনীত সদস্য	সদস্য
০৯	কমিশনের পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)	সদস্য-সচিব

১.৫.২ কমিশনের সাংগঠনিক কাঠামো

অর্থ ও সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের সম্মতিক্রমে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের প্রশাসন-২ শাখা হতে ০৪/০২/১৯৯৩ তারিখের বাম/প্র-২/টিসি/৫(৬)/১০(অংশ-১) নম্বর স্মারক মূলে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের জন্য ১১৫ (একশত পনের) জন জনবলের মঞ্জুরি আদেশ জারি করা হয় (পরিশিষ্ট-০৫)। কমিশনের জন্য অনুমোদিত ১১৫ জন জনবলের মধ্যে সরকারের সচিব পদমর্যাদা সম্পন্ন একজন চেয়ারম্যান এবং অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব পদমর্যাদায় তিন জন সদস্যসহ মোট ৩৯ টি পদে কর্মকর্তা এবং অবশিষ্ট ৭৬ টি পদে কর্মচারীর পদ সৃজন করা হয়েছে (সারণি-০২)। বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) চাকুরী বিধিমালা, ১৯৯৩ অনুযায়ী যুগ্মপ্রধান ও উপপ্রধান পর্যায়ে ৫০% পদে সরকার প্রেষণে কর্মকর্তা নিয়োগ করে থাকেন এবং কমিশনের অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারী সরাসরি/পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে থাকেন। কমিশনের মঞ্জুরীকৃত পদসমূহের বিপরীতে ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে কর্মরত জনবল এবং শূন্য পদের বিবরণী (সারণি-০৩) এবং সাংগঠনিক কাঠামো (পরিশিষ্ট-০৬) এ দেখানো হলো:

সারণি-০২: জনবল কাঠামো

ক্রমিক নং	পদের নাম	অনুমোদিত পদের সংখ্যা	কর্মরত
০১।	চেয়ারম্যান (সরকারের সচিব পদমর্যাদা)	১	১
০২।	সদস্য (অতিরিক্ত/যুগ্মসচিব পদমর্যাদা)	৩	৩
০৩।	যুগ্মপ্রধান	৪	৩
০৪।	পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)	১	-
০৫।	সিস্টেম এনালিস্ট	১	১
০৬।	উপপ্রধান	৮	৪
০৭।	সহকারী প্রধান	৮	৪
০৮।	গবেষণা কর্মকর্তা	৮	৮
০৯।	একান্ত সচিব	১	১
১০।	সহকারী সচিব (প্রশাসন)	১	১
১১।	হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	১	১
১২।	লাইব্রেরিয়ান	১	১
১৩।	পাবলিক রিলেশন এন্ড পাবলিকেশন অফিসার	১	১
১৪।	প্রধান সহকারী	১	১
১৫।	একান্ত সহকারী	৪	৩
১৬।	সাঁটলিপিকার কাম কম্পিউটার অপারেটর	৫	৪
১৭।	সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর	৪	৪
১৮।	উচ্চমান সহকারী	২	২
১৯।	উচ্চমান সহকারী কাম হিসাবরক্ষক	১	০
২০।	ক্যাশিয়ার/কোষাধ্যক্ষ	১	১
২১।	কেয়ারটেকার	১	০
২২।	অভ্যর্থনাকারী	১	১
২৩।	হিসাব সহকারী	২	২
২৪।	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	৯	৪
২৫।	কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	৪	৪
২৬।	গাড়িচালক	৮	৫
২৭।	ডেসপ্যাচ রাইডার	১	১
২৮।	অফিস সহায়ক	২৬	২৩
২৯।	নিরাপত্তা প্রহরী	৪	৩
৩০।	পরিচ্ছন্নতা কর্মী	২	১
	সর্বমোট	১১৫	৯২

সারণি-০৩: শ্রেণীভিত্তিক কর্মরত জনবল এবং শূন্য পদের বিবরণী

শ্রেণী বিন্যাস	অনুমোদিত পদসংখ্যা	কর্মরত জনবল	শূন্য পদের সংখ্যা
১ম শ্রেণী	৩৯	২৯	১০
২য় শ্রেণী	--	--	--
৩য় শ্রেণী	৪৩	৩১	১২
৪র্থ শ্রেণী	৩৩	২৮	০৫
মোট	১১৫	৮৮	২৭

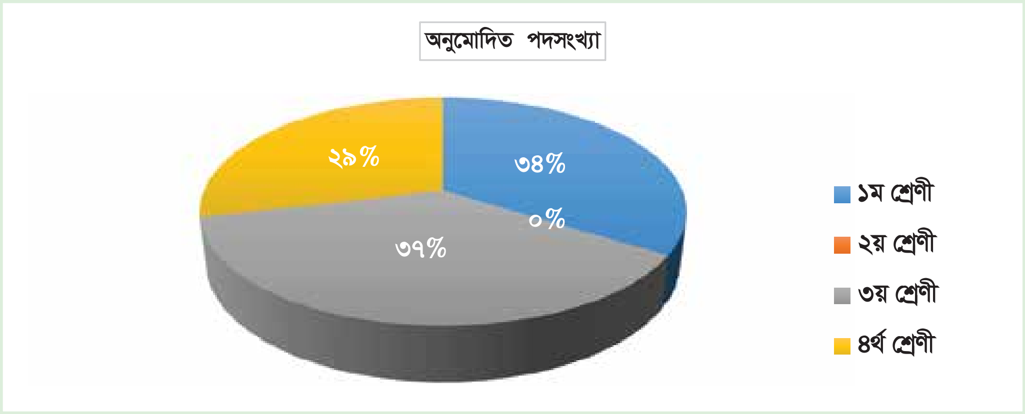

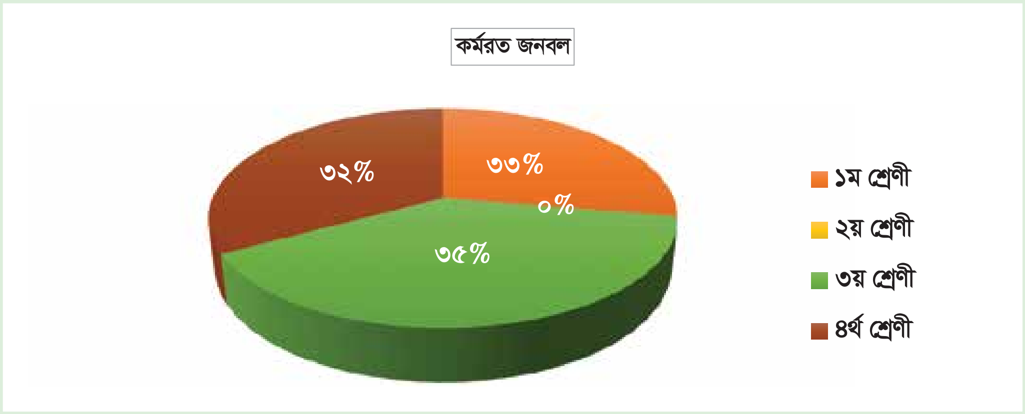

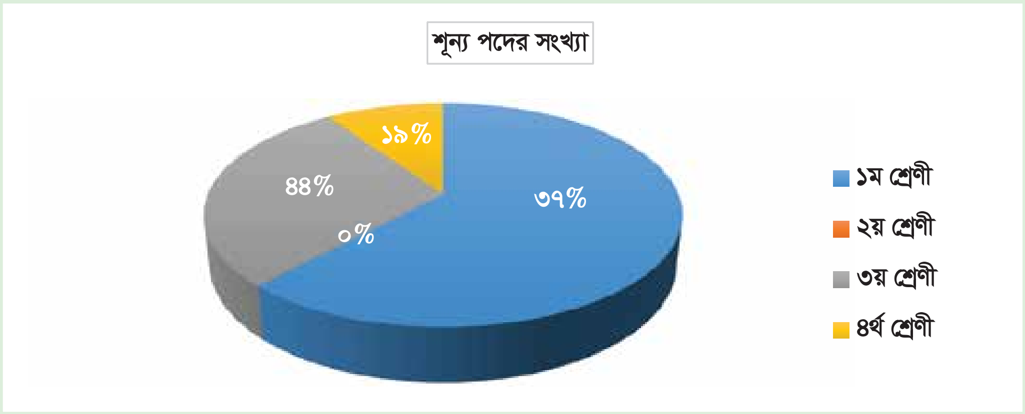

সারণি-০৪: কমিশনের চেয়ারম্যান মহোদয়গণের কার্যকাল বিবরণী

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার নাম	কার্যকাল	
		হতে	পর্যন্ত
১.	আনোয়ারুল হক খান	৩০.১২.১৯৭২	১৫.০৩.১৯৭৬
২.	আব্দুস সামাদ	১৯.০৭.১৯৭৬	২৫.১০.১৯৭৬
৩.	এ. এম. আনিসুজ্জামান	২৬.১০.১৯৭৬	১৯.০১.১৯৭৭
৪.	এ. এম. হায়দার হোসাইন	২০.০১.১৯৭৭	১৪.০২.১৯৮০
৫.	কাজী মোশাররফ হোসেন	১৫.০২.১৯৮০	২৬.১০.১৯৮০
৬.	কমোডর এম. এ রহমান (অবসর প্রাপ্ত)	২৭.১০.১৯৮০	৩০.০১.১৯৮৪
৭.	খঃ মোঃ নূরুল ইসলাম (ভারপ্রাপ্ত)	৩০.০১.১৯৮৪	০৬.০৬.১৯৮৪
৮.	মঞ্জুর মোর্শেদ	০৬.০৬.১৯৮৪	৩১.১০.১৯৮৫
৯.	নাসিম উদ্দীন আহমেদ	০২.১১.১৯৮৫	০৮.০৭.১৯৮৬
১০.	মুসলেহ উদ্দীন আহমদ	০৮.০৭.১৯৮৬	২৯.১১.১৯৮৯
১১.	এম. এ. মালিক	১০.০১.১৯৯০	১৫.১২.১৯৯০
১২.	হাসান আহমদ	১৫.১২.১৯৯০	১৯.০৬.১৯৯১
১৩.	আমিনুল ইসলাম	১৯.০৬.১৯৯১	২৩.১০.১৯৯১
১৪.	ড. মহীউদ্দীন খান আলমগীর	২৩.১০.১৯৯১	০৫.১০.১৯৯৪
১৫.	আবদুল হামিদ চৌধুরী	০৫.১০.১৯৯৪	২২.০৪.১৯৯৬
১৬.	মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম	২৬.০৫.১৯৯৬	২৩.০৭.১৯৯৬
১৭.	এম. এ. এম. জিয়াউদ্দিন	২২.০৮.১৯৯৬	২৩.০২.১৯৯৭
১৮.	আজাদ রুহুল আমিন	০১.০৩.১৯৯৭	০৭.১০.১৯৯৭
১৯.	শামসুজ্জামান চৌধুরী	১৫.১০.১৯৯৭	০৯.১২.১৯৯৭
২০.	মো: মোরশেদ হোসেন	১৮.০২.১৯৯৮	০৪.০১.১৯৯৯
২১.	ড. মোঃ ওসমান আলী	১৫.০২.১৯৯৯	২৬.১০.১৯৯৯
২২.	মোঃ মোরশেদ হোসেন	১৫.১১.১৯৯৯	২৯.০৫.২০০০
২৩.	এ.ওয়াই.বি.আই.সিদ্দিকি	০৭.০৬.২০০০	২২.০৪.২০০১
২৪.	এম আই চৌধুরী	০৭.০৫.২০০১	০৮.০৮.২০০১
২৫.	দেলোয়ার হোসেন (অতিঃ দায়িত্ব)	১১.০৯.২০০১	১৪.১১.২০০১
২৬.	কাজী হুমায়ূন আজাদ বকস্ (অতিঃ দায়িত্ব)	১৫.১১.২০০১	২৩.০৬.২০০২
২৭.	অধ্যাপক মোহাম্মদ আলী তসলিম	২৩.০৬.২০০২	২২.০৬.২০০৪
২৮.	কাজী মহুমায়ুন আজাদ বকস্ (অতিঃ দায়িত্ব)	২৪.০৬.২০০৪	২৮.১২.২০০৪

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার নাম	কার্যকাল	
		হতে	পর্যন্ত
২৯.	এ.এস.এম. সারওয়ার উদ-দীন (অতিঃ দায়িত্ব)	২৯.১২.২০০৪	০৫.০১.২০০৫
৩০.	জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম ভুঁইয়া	০৫.০১.২০০৫	১২.০৯.২০০৫
৩১.	সৈয়দ সুজাউদ্দিন আহম্মদ	১২.০৯.২০০৫	২৭.০৪.২০০৬
৩২.	মোঃ সিরাজুল ইসলাম	০৩.০৫.২০০৬	০৩.০৭.২০০৬
৩৩.	এ. এফ. এম. সাইফুল ইসলাম (অতিঃ দায়িত্ব)	২৪.০৭.২০০৬	২০.০৮.২০০৬
৩৪.	এবিএম আবদুল হক চৌধুরী	২০.০৮.২০০৬	১৯.০৯.২০০৬
৩৫.	মোঃ আবদুল ওয়াহাব	০৮.১০.২০০৬	২৬.১২.২০০৬
৩৬.	মোঃ শফিকুল ইসলাম	০৯.০১.২০০৭	০৩.০২.২০০৮
৩৭.	ড. সৈয়দ নকীব মুসলিম	১২.০২.২০০৮	১৭.১২.২০০৮
৩৮.	এ.কে.এম আজিজুল হক	১৮.০১.২০০৯	১৯.০৭.২০০৯
৩৯.	ড. মোঃ মজিবুর রহমান	২০.০৭.২০০৯	১৯.০৭.২০১২
৪০.	মোঃ সাহাব উল্লাহ	২২.০৭.২০১২	০৬.০৩.২০১৪
৪১.	মোঃ ইকবাল খান চৌধুরী	০৪.০৩.২০১৪	২৮.০৯.২০১৪
৪২.	ড. মোঃ আজিজুর রহমান	২৮.০৯.২০১৪	১৩.০৯.২০১৫
৪৩.	এটিএম মুর্তজা রেজা চৌধুরী, এনডিসি	১৪.০৯.২০১৫	১২.০১.২০১৬
৪৪.	মুশফেকা ইকফাৎ	২৪.০২.২০১৬	২৬.১০.২০১৭
৪৫.	জহির উদ্দিন আহমেদ, এনডিসি	২৬.১০.২০১৭	২৬.১২.২০১৮
৪৬.	জ্যোতির্ময় দত্ত	২৬.১২.২০১৮	২৬.০৯.২০১৯
৪৭.	মোঃ নূর-উর-রহমান	২৬.০৯.২০১৯	০৮.১২.২০১৯
৪৮.	তপন কান্তি ঘোষ	০৮.১২.২০১৯	০৭.০৭.২০২০
৪৯.	মুনশী শাহাবুদ্দীন আহমেদ	০৭.০৭.২০২০	০৪.১১.২০২১
৫০.	মোঃ আফজাল হোসেন	০৪.১১.২০২১	১৮.০৫.২০২২
৫১.	মাহফুজা আখতার	১৯.০৫.২০২২	২০.০২.২০২৩
৫২.	মোঃ ফয়জুল ইসলাম	২২.০২.২০২৩	৩১.১২.২০২৩
৫৩.	ড. আহমেদ মুনিরুছ সালেহীন	০১.০১.২০২৪	২৭.০৮.২০২৪
৫৪.	ড. মইনুল খান	২৮.০৮.২০২৪	২৯.১০.২০২৫
৫৫.	মোঃ আব্দুল গফুর (অতিরিক্ত দায়িত্ব)		আদ্যাবদি

সারণি-০৫: কমিশনের কর্মকর্তাবৃন্দের তালিকা (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবি	টেলিফোন, মোবাইল ও ই-মেইল	ছবি
১	**মোঃ আব্দুল গফুর** চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত দায়িত্ব)	ফোন : +৮৮০২২২২২২০২০৯ ফ্যাক্স : +৮৮ ০২ ৯৩৪০২৪৫ মোবাইল : ০১৭৮৭৬৬২৮৯৯ ইমেইল : chairman@btc.gov.bd	
২	**মোঃ আব্দুল গফুর** সদস্য (বাণিজ্য নীতি)	ফোন : +৮৮-০২-৫৮৩১০৪৯৬ মোবাইল : ০১৭১৫১৪৬১৪৪ ইমেইল : member_tpd@btc.gov.bd	
৩	**মোঃ এনামুল হক** সদস্য (বাণিজ্য প্রতিবিধান)	ফোন : +৮৮-০২-৫৮৩১০৪৯৯ মোবাইল : ০১৭২৬৭৫৯৩৮৩ ইমেইল : member_trd@btc.gov.bd	
৪	**মুশাররাত জেবীন** সদস্য (আন্তর্জাতিক সহযোগিতা)	ফোন : +৮৮-০২-৪৮৩১৩৫৬৫ মোবাইল : ০১৮১৯২২৫৫৯৪ ইমেইল : member_icd@btc.gov.bd	
৫	**এ কে এম মকসুদুল আরেফীন** যুগ্মপ্রধান (বাণিজ্য নীতি)	ফোন : +৮৮-০২-৫৮৩১০৪৯৯ মোবাইল : ০১৭১১৭৮০৬২৬ ইমেইল : arefin4600@gmail.com	
৬	**মোঃ মশিউল আলম** যুগ্মপ্রধান (আন্তর্জাতিক সহযোগিতা)	ফোন : +৮৮-০২- ৫৮৩১০৩৪১ মোবাইল : ০১৭১১২৪২৮২৩ ইমেইল : moshiul.alam@btc.gov.bd	
৭	**মোঃ মামুন-উর-রশীদ আসকারী** যুগ্মপ্রধান (আন্তর্জাতিক সহযোগিতা)	ফোন : +৮৮-০২-৫৮৩১১৭৬৭ মোবাইল : ০১৭১২১৬৯৮৫৫ ইমেইল : mamun.askari@btc.gov.bd	

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবি	টেলিফোন, মোবাইল ও ই-মেইল	ছবি
৮	**মোঃ মামুন-উর-রশীদ আসকারী** যুগ্মপ্রধান (অতিঃ দায়িত্ব) (বাণিজ্য প্রতিবিধান)	ফোন : +৮৮-০২-৫৮৩১১৭৬৭ মোবাইল : ০১৭১২১৬৯৮৫৫ ইমেইল : mamun.askari@btc.gov.bd	
৯	**মোঃ সফিকুল ইসলাম** পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) (উপসচিব)	ফোন : +৮৮-০২-৫৮৩১০৩৩২ মোবাইল : ০১৩১২৭৩২৭৬২ ইমেইল : director@btc.gov.bd	
১০	**মোঃ রায়হান উবায়দুল্লাহ** উপপ্রধান (বাণিজ্য নীতি)	ফোন : +৮৮-০২-৫৮৩১০৩৩৫ মোবাইল : ০১৯১১২৩৩৬৪১ ইমেইল : raihan.ubaidullah@btc.gov.bd	
১১	**মোঃ মাহমুদুল হাসান** উপপ্রধান (বাণিজ্য নীতি)	ফোন : +৮৮-০২-৪৮৩২০৩৮৯ মোবাইল : ০১৭১২২৮৪৬৯১ ইমেইল : mahmodul.hasan@btc.gov.bd	
১২	**এস. এম. সুমাইয়া জাবীন** উপপ্রধান (আন্তর্জাতিক সহযোগিতা)	ফোন : +৮৮-০২-৫৮৩১০৫১৯ মোবাইল : ০১৭৫২৫২৯৭৬৫ ইমেইল : sumaiya.zabeen@btc.gov.bd	
১৩	**মোঃ আব্দুল লতিফ** উপপ্রধান (বাণিজ্য প্রতিবিধান)	ফোন : +৮৮-০২-৫৮৩১০৫০৫ মোবাইল : ০১৭১৭৪০৮৭৬৫ ইমেইল : abdul.latif@btc.gov.bd	
১৪	**মো: আশফাক জামিল খান** সিস্টেম এনালিষ্ট	ফোন : +৮৮-০২-৪৮৩১০৮০৪ মোবাইল : ০১৮১৯৪২৫১৫১ ইমেইল : systemanalyst@btc.gov.bd	

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবি	টেলিফোন, মোবাইল ও ই-মেইল	ছবি
১৫	চেয়ারম্যানের একান্ত সচিব	ফোন : +৮৮-০২-২২২২২০২৫ মোবাইল : ০১৭২৩৬০৯৯৯২ ইমেইল : pschairman@btc.gov.bd	
১৬	**মির্জা আবুল ফজল মোঃ তৌহীদুর রহমান** সহকারী প্রধান (আন্তর্জাতিক সহযোগিতা)	ফোন : +৮৮-০২-৪৮৩১৬১০৪ মোবাইল : ০১৯৩৭৮৫৯৮৪৩ ইমেইল : mirza.rahman@btc.gov.bd	
১৭	**মহিনুল করিম খন্দকার** সহকারী প্রধান (আন্তর্জাতিক সহযোগিতা)	ফোন : +৮৮-০২-৪৮৩১৬১০৪ মোবাইল : ০১৬৮৬২৬৭৩৯৬ ইমেইল : mohinul.karim@gmail.com	
১৮	**কাজী মনির উদ্দীন** সহকারী প্রধান (আন্তর্জাতিক সহযোগিতা)	ফোন : +৮৮-০২-৪৮৩১৬১০৪ মোবাইল : ০১৯১১৭২১৮৯৮ ইমেইল : kazi.monir@btc.gov.bd	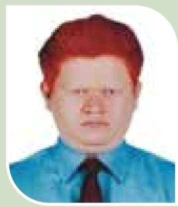
১৯	**লোকমান হোসেন** সহকারী প্রধান (বাণিজ্য নীতি)	ফোন : +৮৮-০২-৫৮৩১০৩২৩ মোবাইল : ০১৭১৭৩৪৪৮৯৩ ইমেইল : lokman.hossain@btc.gov.bd	
২০	**মোঃ ময়েন উদ্দিন মোল্লা** গ্রন্থাগারিক	ফোন : +৮৮-০২-৪৮৩১৬১০৪ মোবাইল : ০১৯১২০২৩৫৫২ ইমেইল : mayen.molla@btc.gov.bd	
২১	**এইচ. এম. শরিফুল ইসলাম** পিআর এন্ড পিও	ফোন : +৮৮-০২-৪৮৩১৬১০৪ মোবাইল : ০১৭২৪৮৯৪০৩৬ ইমেইল : prandpo@btc.gov.bd	

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবি	টেলিফোন, মোবাইল ও ই-মেইল	ছবি
২২	**মোহাম্মদ রায়হান** গবেষণা কর্মকর্তা (আন্তর্জাতিক সহযোগিতা)	ফোন : +৮৮-০২-৪৮৩১৬১০৪ মোবাইল : ০১৫৩৪৬৫৮৪৯৬ ইমেইল : mohammad.rayhan@btc.gov.bd	
২৩	**মোহাম্মদ হুমায়ূন কবীর** সহকারী সচিব (প্রশাসন)	ফোন : +৮৮-০২-৪৮৩১৬১০৪ মোবাইল : ০১৭১৫৪৪০৪৭৮ ইমেইল : asstsecretary@btc.gov.bd	
২৪	**ইউছুপ মোহাম্মদ তউলাদ ইকবাল** হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	ফোন : +৮৮-০২-৫৮৩১০৫১১ মোবাইল : ০১৭১১০০১৭০২ ইমেইল : accounts_office@btc.gov.bd	
২৫	**মুহাম্মদ মিনহাজ উদ্দিন** গবেষণা কর্মকর্তা (আন্তর্জাতিক সহযোগিতা)	ফোন : +৮৮-০২-৪৮৩১৬১০৪ মোবাইল : ০১৭১৯০৫৬৭৪২ ইমেইল : minhaj.uddin@btc.gov.bd	
২৬	**মোঃ আরিফ হোসেন** গবেষণা কর্মকর্তা (বাণিজ্য নীতি)	ফোন : +৮৮-০২-৪৮৩১৬১০৪ মোবাইল : ০১৬২২৭৫৭১১৭ ইমেইল : arif.hossain@btc.gov.bd	
২৭	**মোঃ আকতার হোসেন** গবেষণা কর্মকর্তা (বাণিজ্য নীতি)	ফোন : +৮৮-০২-৪৮৩১৬১০৪ মোবাইল : ০১৫১৬৭৮৩৮৮৪ ইমেইল : akterhosenbtc@gmail.com	
২৮	**জুয়েল মিয়া** গবেষণা কর্মকর্তা (বাণিজ্য প্রতিবিধান)	ফোন : +৮৮-০২-৪৮৩১৬১০৪ মোবাইল : ০১৯৬১২৪৯৯২৯ ইমেইল : jueldu7@gmail.com	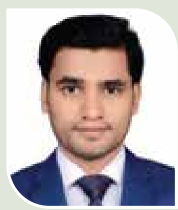

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবি	টেলিফোন, মোবাইল ও ই-মেইল	ছবি
২৯	**মোঃ কাওসার হোসেন জীবন** গবেষণা কর্মকর্তা (বাণিজ্য প্রতিবিধান)	ফোন : +৮৮-০২-৪৮৩১৬১০৪ মোবাইল : ০১৫৭৫৬০৬৯৭০ ইমেইল : kawsarhossainjebon@gmail.com	
৩০	**মিশন ভূঁইয়া** গবেষণা কর্মকর্তা (বাণিজ্য নীতি)	ফোন : +৮৮-০২-৪৮৩১৬১০৪ মোবাইল : ০১৫৭২৫২৪৯১৭ ইমেইল : missionbhuya7@gmail.com	
৩১	**মোঃ মঞ্জুরুল মোমেনীন** গবেষণা কর্মকর্তা (আন্তর্জাতিক সহযোগিতা)	ফোন : +৮৮-০২-৪৮৩১৬১০৪ মোবাইল : ০১৭৮৪৬১৯৫৫৫ ইমেইল : monjurul.bttc@gmail.com	

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রশাসন উইং-এর কার্যক্রম

২.০ প্রশাসন উইং

কমিশনের প্রশাসনিক কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য সরকার কর্তৃক নিয়োজিত একজন পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) রয়েছেন। তিনি বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন আইন, ১৯৯২ এর ধারা-১১ অনুসারে কমিশনের বাজেট প্রস্তুত করে অনুমোদনের জন্য কমিশনের নিকট উপস্থাপন, কমিশনের হিসাব সংরক্ষণ, হিসাবের বার্ষিক বিবরণী প্রণয়ন, অর্থ ও সম্পত্তি সংরক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করেন এবং দলিল ও কাগজপত্র সংরক্ষণ করেন। প্রশাসনিক, আর্থিক ও অন্যান্য কার্যক্রমে কমিশন পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)-কে সহায়তা প্রদানের জন্য একজন করে সহকারী সচিব (প্রশাসন), হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, গ্রন্থাগারিক এবং জনসংযোগ ও প্রকাশনা কর্মকর্তা রয়েছেন।

২.১.০ কমিশনের আর্থিক প্রতিবেদন

কমিশনের বাজেট সরকারের রাজস্ব বাজেটের প্রাতিষ্ঠানিক কোড/অপারেশন কোড নং ১৩১   ০০২৮০০-বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন ৩৬৩১-আবর্তক অনুদান ও ৩৬৩২ মূলধন অনুদান এর অন্তর্ভুক্ত। ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে কমিশনের জন্য ৩৬৩১-আবর্তক অনুদান খাতে ১১,৪০,৯০,০০০.০০ (এগার কোটি চল্লিশ লক্ষ নব্বই হাজার) টাকা এবং ৩৬৩২-মূলধন অনুদান খাতে ৯৭,৪০,০০০.০০ (সাতানব্বই লক্ষ চল্লিশ হাজার) টাকাসহ সর্বমোট ১২,৩৮,৩০,০০০.০০ (বার কোটি আটত্রিশ লক্ষ ত্রিশ হাজার) টাকা বরাদ্দ পাওয়া যায়।

২.১.১ বিভিন্ন খাতে বরাদ্দের বিবরণ (২০২৪-২০২৫)

ক্রমিক নম্বর	কোড নম্বর	খাতসমূহ	বরাদ্দের পরিমাণ (টাকা)
০১	৩১১১	নগদ মজুরি ও বেতন-ভাতা	৭,৩১,৪০,০০০/-
০২	৩২১১	প্রশাসনিক ব্যয়	১,০৩,৩০,০০০/-
০৩	৩২২১	ফি, চার্জ ও কমিশন	৮,০০,০০০/-
০৪	৩২৩১	প্রশিক্ষণ	২৮,০০,০০০/-
০৫	৩২৪৩	পেট্রোল, ওয়েল ও লুব্রিকেন্ট	২৫,২০,০০০/-
০৬	৩২৪৪	ভ্রমণ ও বদলি	৩০,০০,০০০/-
০৭	৩২৫৫	মুদ্রণ ও মনিহারি	২২,৬০,০০০/-
০৮	৩২৫৬	সাধারণ সরবরাহ ও কাঁচামাল	৫,২০,০০০/-
০৯	৩২৫৭	পেশাগত সেবা, সম্মানী ও বিশেষ ব্যয়	৫৫,০০,০০০/-
১০	৩২৫৮	মেরামত ও সংরক্ষণ	৪৬,০০,০০০/-
১১	৩৪২১	অভ্যন্তরীণ ঋণের ওপর সুদ	২৭,০০,০০০/-
১২	৩৭৩১	চাকুরি সম্পর্কীয় নগদ সামাজিক সুবিধাদি	৫৯,২০,০০০/-
১৩	৪১২২	যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি	৯২,৪০,০০০/-
১৪	৪১১৩	অন্যান্য স্থায়ী সম্পদ	৫,০০,০০০/-
		সর্বমোট	১২,৩৮,৩০,০০০/-

২.১.২ বিভিন্ন খাতে ব্যয়ের বিবরণ (২০২৪-২০২৫)

ক্রমিক নম্বর	কোড নম্বর	খাতসমূহ	ব্যয়ের পরিমাণ (টাকা)
০১	৩১১১	নগদ মজুরি ও বেতন-ভাতা	৬,৪২,৩১,৫২৬/৫৫
০২	৩২১১	প্রশাসনিক ব্যয়	৬৬,১৪,২৫৫/৪৮
০৩	৩২২১	ফি, চার্জ ও কমিশন	৩,৭০,৫৩৮/-
০৪	৩২৩১	প্রশিক্ষণ	২৪,৬৭,৩৩০/-
০৫	৩২৪৩	পেট্রোল, ওয়েল ও লুব্রিকেন্ট	২২,০৭,২২৯/৫০
০৬	৩২৪৪	ভ্রমণ ও বদলি	২৯,৯৯,৪৪৭/১০
০৭	৩২৫৫	মুদ্রণ ও মনিহারি	১৮,৪৫,৯৮৫/-
০৮	৩২৫৬	সাধারণ সরবরাহ ও কাঁচামাল	২,৭৫,২১০/-
০৯	৩২৫৭	পেশাগত সেবা, সম্মানী ও বিশেষ ব্যয়	২৮,৬০,৮৯৯/-
১০	৩২৫৮	মেরামত ও সংরক্ষণ	৩৪,২০,১১০/৫৮
১১	৩৪২১	অভ্যন্তরীণ ঋণের ওপর সুদ	২০,৪০,১৩৮/৫২
১২	৩৭৩১	চাকরি সম্পর্কীয় নগদ সামাজিক সুবিধাদি	৪৯,১৯,৮৫০/-
১৩	৪১১২	যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি	৬৭,০৪,১৫৮/-
১৪	৪১১৩	অন্যান্য স্থায়ী সম্পদ	৪৮,৩০০/-
		সর্বমোট	**১০,১০,০৪,৯৭৭/৭৩**

২.১.৩ বিভিন্ন বছরের মোট বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের তুলনামূলক বিবরণী

অর্থ বছর	মোট বরাদ্দের পরিমান (টাকা)	মোট ব্যয়ের পরিমান (টাকা)	ব্যয়ের শতকরা হার
২০২০-২০২১	১২,৯৮,১৫,০০০/-	৮,৬৪,১৬,০৬৭/-	৬৭%
২০২১-২০২২	১৩,১৪,৮৯,০০০/-	৯,৩৩,৮৪,৯২২/-	৭১%
২০২২-২০২৩	১৩,১৭,০০,০০০/-	৭,৯৮,১৪,৩৬৩/-	৬১%
২০২৩-২০২৪	১২,৩৫,০০,০০০/-	৯,৯৬,৫৪,২২২/-	৮১%
২০২৪-২০২৫	১২,৩৮,৩০,০০০/-	১০,১০,০৪,৯৭৭/৭৩	৮২%

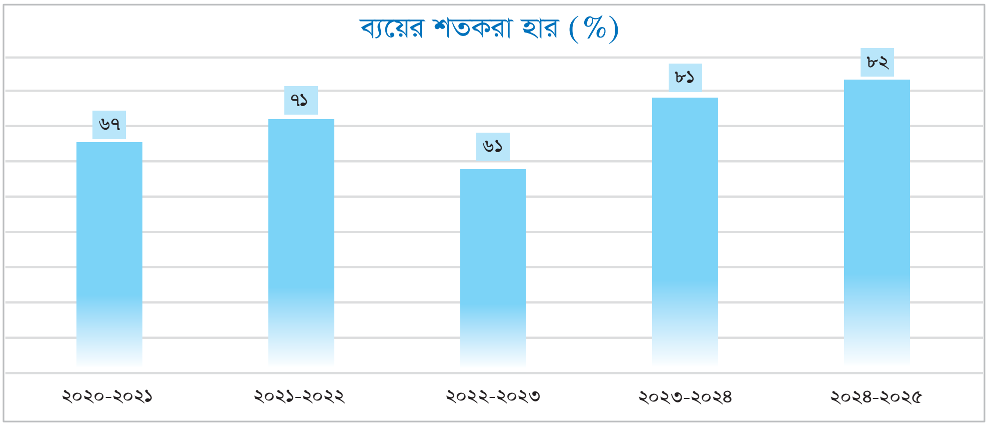

২.১.৪ সরকারি কোষাগারে জমা

২০২৪-২৫ অর্থবছরে সরকার কর্তৃক বরাদ্দকৃত ১২,৩৮,৩০,০০০.০০ (বার কোটি আটত্রিশ লক্ষ ত্রিশ হাজার) টাকার বিপরীতে প্রকৃত ব্যয় হয়েছে ১০,১০,০৪,৯৭৮/- (দশ কোটি দশ লক্ষ চার হাজার নয়শত আটাত্তর) টাকা। ০২ (দুই) জন গবেষণা কর্মকর্তার পদ নিয়োগে বিলম্ব হওয়ায় ও ০৩ (তিন) জন যুগ্মপ্রধান, ০৪ (চার) জন উপপ্রধান এর প্রেষণে কর্মকর্তার বদলীজনিত কারণে পদ শূণ্য থাকায়, ০৮ (আট) জন কর্মচারী চাকুরি ত্যাগ করায় এবং ০২ (দুই) জন কর্মচারীর প্রয়াণজনিত কারণে শূণ্য থাকায়, সময়মত সেমিনার অনুষ্ঠান করা সম্ভবপর না হওয়ায়, সময়মত বিল না পাওয়ায়, বৈদেশিক প্রশিক্ষণ বন্ধ থাকায়, ই-জিপি টেন্ডার বাতিল হওয়ায়, জার্নাল প্রকাশে বিলম্বের কারণে, গবেষণা নীতিমালা অনুমোদিত না হওয়ায়, তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি সরঞ্জামাদি ক্রয়ে বিলম্বের কারণে ৩৬৩১-আবর্তক অনুদান খাতে ১,৯৮,৩৭,৪৭০/- (এক কোটি আটানব্বই লক্ষ সাইত্রিশ হাজার চারশত সত্তর) টাকা এবং ৩৬৩২-মূলধন অনুদান খাতে ২৯,৮৭,৫৪২/- (ঊনত্রিশ লক্ষ সাতাশি হাজার পাঁচশত বিয়াল্লিশ) টাকাসহ সর্বমোট ২,২৮,২৫,০২২/- (দুই কোটি আঠাশ লক্ষ পঁচিশ হাজার বাইশ) টাকা অব্যয়িত/উদ্বৃত্ত থাকার প্রধান কারণ যা iBAS++ সিস্টেমে PL-Account এ অবশিষ্ট থেকে যায়।

২.২ গ্রন্থাগার

বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের বাণিজ্য ও শিল্প বিষয়ে একটি বিশেষায়িত গ্রন্থাগার রয়েছে যা পরবর্তীতে অটোমেশন সিস্টেমের আওতায় আনা হয়। লাইব্রেরি অটোমেশন ব্যবস্থায় গ্রন্থাগার ব্যবহারকারী যে কোন স্থান থেকে তাঁর প্রয়োজনীয় বই-পুস্তক/প্রতিবেদন খুঁজতে পারবেন এবং তার চাহিদার কথা জানাতে পারবে। ই-লাইব্রেরির অংশ হিসেবে কমিশনের সকল প্রতিবেদন স্ক্যানপূর্বক সিস্টেমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বিদ্যমান ব্যবস্থায় সিস্টেমে অন্তর্ভুক্ত যে কোন প্রতিবেদন পড়া, ডাউনলোড ও প্রিন্ট করার সুযোগ রয়েছে। গ্রন্থাগারের দায়িত্ব কমিশনের পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) এর তত্ত্বাবধানে একজন গ্রন্থগারিকের ওপর ন্যস্ত। গ্রন্থাগারে সংগ্রহ সংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ:

- শিল্প, বাণিজ্য, অর্থনীতি, ব্যবস্থাপনা, ব্যবসায় প্রশাসন, পরিসংখ্যান, বাংলাপিডিয়া, বিশ্বকোষ এবং বাংলাদেশের আইন ও সংশ্লিষ্ট বিধি সংক্রান্ত পুস্তকাদি;
- কমিশন কর্তৃক প্রকাশিত বার্ষিক প্রতিবেদন, বাণিজ্য ও শিল্প বিষয়ে প্রতিবেদন এবং বিভিন্ন সেক্টরের ওপর গবেষণা প্রতিবেদন;
- বাংলাদেশ ব্যাংক, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বিভিন্ন প্রকাশনা;
- জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত ট্যারিফ ভ্যালু, বাজেট বক্তৃতা, অর্থ বিল, অর্থ আইন, ট্যারিফ সিডিউল, শুল্ক প্রজ্ঞাপন, ভ্যাট ও সম্পূরক শুল্ক;
- WTO, UNCTAD, World Bank, IMF ইত্যাদি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের বাণিজ্য তথ্যভিত্তিক প্রকাশনা;
- FBCCI, DCCI, MCCI ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের শিল্প ও বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট বিশেষ প্রতিবেদনসমূহ;
- কমিশনের কাজের সাথে সম্পৃক্ত ব্যবসা-বাণিজ্য ও সরকারি চাকুরি সংক্রান্ত আইন ও বিধানাবলী ওপর পুস্তকাদি;
- বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক লেখা বিভিন্ন পুস্তকাদি।

২.৩ গবেষণা ও প্রকাশনা

বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের প্রকাশনা সংক্রান্ত কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য কমিশন পরিচালকের (প্রশাসন ও অর্থ) তত্ত্বাবধানে একজন জনসংযোগ ও প্রকাশনা কর্মকর্তা রয়েছেন। কমিশনের প্রতি অর্থবছরের সামগ্রিক কার্যাবলির ওপর প্রণীত বার্ষিক প্রতিবেদন, কমিশন প্রণীত "Bangladesh Journal of Tariff and Trade" শীর্ষক জার্নাল প্রকাশনার দায়িত্ব জনসংযোগ ও প্রকাশনা কর্মকর্তার ওপর ন্যস্ত। এছাড়া, কমিশন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের একটি গবেষণাধর্মী সংস্থা হওয়ায় সরকার নির্দেশিত দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যবসা বাণিজ্য সংক্রান্ত বিষয় ছাড়াও বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সাথে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চুক্তি সম্পর্কিত সুপারিশ এবং স্বপ্রণোদিতভাবে দেশের সম্ভাবনাময় স্থানীয় বিভিন্ন খাতের উন্নয়ন সংক্রান্ত গবেষণা ও সুপারিশ প্রতিবেদন আকারে সরকারের কাছে প্রেরণ করে থাকে। এসব প্রতিবেদন কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয় এবং পরবর্তীতে বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয় (বিজি প্রেস), তেজগাঁও, ঢাকা হতে প্রকাশনার ব্যবস্থা করা হয়।

২.৩. কমিশন কর্তৃক প্রকাশিত প্রকাশনা

২.৩.১ বাংলাদেশ জার্নাল অব ট্যারিফ এন্ড ট্রেড, ২০২৪

২.৩.২ বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৩-২০২৪

২.৪ তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বাস্তবায়ন

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে ২৯ এপ্রিল ২০০৯ তারিখে তথ্য অধিকার আইন পাস হয়। মহামান্য রাষ্ট্রপতি ৫ এপ্রিল ২০০৯ এটি স্বাক্ষর করেন এবং ৬ এপ্রিল ২০০৯ তারিখে আইনটির গেজেট প্রকাশিত হয়। ১ জুলাই ২০০৯ থেকে আইনটি সারা দেশে কার্যকর হয়। এ আইন কিছু নির্ধারিত তথ্য ব্যতীত কর্তৃপক্ষের সকল তথ্যে জনগণের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করেছে। কোনো নাগরিক তথ্য চাইলে চাহিত তথ্য প্রদানে এ আইনে কর্তৃপক্ষের ওপর বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়েছে।

আইন বাস্তবায়নে তথ্য কমিশন প্রণীত 'তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা প্রণয়ন নির্দেশিকা' অনুসরণে প্রণয়নকৃত 'বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা, ২০১৫' বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয় (বিজি প্রেস), তেজগাঁও, ঢাকা হতে প্রকাশিত হয়। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর ধারা ১০ (১) অনুসারে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনে তথ্য প্রদানে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (সারণি-০৬) ও বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (সারণি-০৭) নির্ধারিত রয়েছে । আপীল কর্তৃপক্ষসহ তাদের নাম ও বিস্তারিত তথ্য (সারণি-০৮) কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে এবং তথ্য কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। আপীল কর্তৃপক্ষসহ বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের নিয়োগকৃত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিস্তারিত তথ্য নিম্নরূপ:

সারণি-০৬: তথ্য প্রদানে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিস্তারিত বিবরণ

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম ও পদবি	ফোন, মোবাইল, ফ্যাক্স,	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম ও পদবি
এইচ.এম. শরিফুল ইসলাম পাবলিক রিলেশন এন্ড পাবলিকেশন অফিসার বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন	ফোন : ৪৮৩১৬১৪০ মোবাইল: ০১৭২৪৮৯৪০৩৬ ফ্যাক্স : ৯৩৪০২৪৫ ই-মেইল: prandpo@btc.gov.bd	বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন ১ম ১২ তলা সরকারি অফিস ভবন সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

সারণি-০৭: বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিস্তারিত তথ্য

বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	ফোন, মোবাইল, ফ্যাক্স,	বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
মোহাম্মদ হুমায়ূন কবীর সহকারী সচিব (প্রশাসন) বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন	ফোন : ৪৮৩১৬১৪০ মোবাইল : ০১৭১৫৪৪০৪৭৮ ফ্যাক্স : ৯৩৪০২৪৫ ই-মেইল : asstsecretary@btc.gov.bd	বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন ১ম ১২ তলা সরকারি অফিস ভবন সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

সারণি-০৮: আপিল কর্তৃপক্ষের তথ্য

আপিল কর্তৃপক্ষ	ফোন, মোবাইল, ফ্যাক্স,	আপিল কর্তৃপক্ষ
চেয়ারম্যান বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন	ফোন : ৯৩৪০২০৯ মোবাইল : ০১৭৮৭৬৬২৮৯৯ ফ্যাক্স : ৯৩৪০২৪৫ ই-মেইল : chairman@btc.gov.bd	ফোন : ৯৩৪০২০৯ মোবাইল : ০১৭৮৭৬৬২৮৯৯ ফ্যাক্স : ৯৩৪০২৪৫ ই-মেইল : chairman@btc.gov.bd

২.৫ অন্যান্য কার্যক্রম

২.৫.১ মাসিক সমন্বয় সভা

কমিশনে ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে প্রতিমাসে ০১ (এক)টি করে মোট ১২ (বার)টি মাসিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভার সিদ্ধান্তসমূহ কমিশনের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরিতে সংরক্ষণের পাশাপাশি ওয়েবসাইটেও আপলোড করা হয়েছে।

কমিশনের সদস্য, কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে মাসিক সমন্বয় সভায় সভাপতি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কমিশনের সম্মানিত চেয়ারম্যান (সিনিয়র সচিব) ড. আহমেদ মুনিরুছ সালেহীন

কমিশনের সদস্য, কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে মাসিক সমন্বয় সভায় সভাপতি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কমিশনের সম্মানিত চেয়ারম্যান (সচিব) ড. মইনুল খান

২.৫.২ প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধিকরণের লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

২৯ মে ২০২৪ তারিখে কমিশনের সম্মেলন কক্ষে কমিশনের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীগদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত 'স্বাস্থ্য সচেতনতা' বিষয়ক সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কমিশনের চেয়ারম্যান

বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন কর্তৃক ১-৩ জুন ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত 'Issues under WTO TRIMS WTO Disputes and RTAs' শীর্ষক আয়োজিত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কমিশনের চেয়ারম্যান (সচিব) ড. মইনুল খান

১৮ জুন ২০২৫ তারিখে কমিশনের সম্মেলন কক্ষে কমিশনের কর্মকর্তা কর্মচারীদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত ‘দেশীয় শিল্পের স্বার্থ সংরক্ষণে ন্যাশনাল ট্যারিফ পলিসি ২০২৩ এর আলোকে শুল্ক সহায়তা বিষয়ে কমিশনের ভূমিকা সংক্রান্ত মতবিনিময় ও সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক’ সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কমিশনের চেয়ারম্যান

১৭ জুন ২০২৫ তারিখে কমিশনের সম্মেলন কক্ষে কমিশনের কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত ‘Trade Data Molding/ Analysis’ বিষয়ক অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কমিশনের চেয়ারম্যান (সচিব) ড.মইনুল খান

১৯ জুন ২০২৫ তারিখে কমিশনের সম্মেলন কক্ষে কমিশনের কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত ‘বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার আওতাধীন বিভিন্ন চুক্তির বিধি-বিধান’ বিষয়ক অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণে কমিশনের চেয়ারম্যান (সচিব) ড. মইনুল খান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন

২৩ জুন ২০২৪ তারিখে কমিশনের সম্মেলন কক্ষে কমিশনের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত “সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি” বিষয়ক সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কমিশনের চেয়ারম্যান

কমিশনের সদস্য (আন্তর্জাতিক সহযোগিতা) জনাব শীষ হায়দার চৌধুরী এনডিসি এঁর সচিব পদে পদোন্নতি জনিত বিদায় সংবর্ধনা

বাংলাদেশ-জাপান Economic Partnership Agreement (EPA) Negotiations এর ২য় রাউন্ডে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের প্রতিনিধিবৃন্দের সক্রিয় অংশগ্রহণ

AmCham কর্তৃক আয়োজিত ‘Strengthening IPR Frameworks: Challenge and Way Forward’ শীর্ষক ডায়লগে কমিশনের প্রতিনিধির অংশগ্রহণ

বাংলাদেশ ফরেন ট্রেড ইন্সটিটিউট (বিএফটিআই) কর্তৃক আয়োজিত ‘Identifying the Area of Products for Imposing Anti-Dumping and Countervailing Duties’ শীর্ষক স্টাডি বিষয়ে অনুষ্ঠিত ভেলিডেশন ওয়ার্কশপে আলোচক হিসেবে কমিশনের প্রতিনিধিবৃন্দের অংশগ্রহণ

২.৫.৩ বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা:

কমিশন প্রতি বছরে কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের পরিবারের সদস্যসহ বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করে থাকে।

০৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে কমিশনের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী ঘোষণা করেন কমিশনের চেয়ারম্যান (সচিব) ড. মইনুল খান

তৃতীয় অধ্যায়

কমিশনের প্রাতিষ্ঠানিক ও মানব সম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রম

৩.১ ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে কমিশন কর্তৃক আয়োজিত অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ

ক্রঃ নং	অংশগ্রহণকারী	সংখ্যা	প্রশিক্ষণ এর বিষয়	সময়
১.	কমিশনের কর্মকর্তাবৃন্দ	২৫ জন	Training Programme on Negotiation Skills for BTTC Officials বিষয়ক অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ	২১ জানুয়ারি ২০২৫
২.	কমিশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ	-	তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ ও এর বিধিমালা, প্রবিধানমালা, স্বতঃপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকাসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ	২৩ জানুয়ারি ২০২৫
৩.	কমিশনের কর্মকর্তাবৃন্দ	১৭ জন	PTA/FTA সম্ভাব্যতা যাচাই প্রতিবেদন প্রণয়নে দক্ষতা বৃদ্ধি বিষয়ক অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ	২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৫
৪.	কমিশনের কর্মকর্তাবৃন্দ	২১ জন	ন্যাশনাল ট্যারিফ পলিসির আলোকে শুল্কহার যৌক্তিকীকরণ বিষয় অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ	১৯ মে ২০২৫
৫.	কমিশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ	-	তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ ও এর বিধিমালা, প্রবিধানমালা, স্বতঃপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকাসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ	২২ মে ২০২৫
৬.	কমিশনের কর্মকর্তাবৃন্দ	-	Trade Data Modeling/Analysis বিষয়ক অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ	১৭ জুন ২০২৫
৭.	কমিশনের কর্মকর্তাবৃন্দ		বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার আওতাধীন বিভিন্ন চুক্তির বিধি-বিধান বিষয়ক অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ	১৯ জুন ২০২৫
৮.	কমিশনের কর্মকর্তাবৃন্দ	২৪ জন	বাণিজ্য প্রতিবিধান ব্যবস্থা/ কাউন্টারভেইলিং ও এন্টি-ডাম্পিং বিষয়ক অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ	২২ জুন ২০২৫

৩.২ ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে কমিশন কর্তৃক আয়োজিত অভ্যন্তরীণ কর্মশালা ও সেমিনার

ক্রঃ নং	কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম ও পদবী	কর্মশালা ও সেমিনারের বিষয়	আয়োজনকারী প্রতিষ্ঠান	কর্মশালার সময়
১.	কমিশনের কর্মকর্তাবৃন্দ	এলডিসি গ্রাজুয়েশন পরবর্তী বাণিজ্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয় শীর্ষক অংশীজনের সমন্বয়ে কর্মশালা	বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন	১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৫
২.	কমিশনের ১৫ জন কর্মকর্তা ও ২৫ জন মন্ত্রণালয়/বিভিন্ন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান/ বাণিজ্য সংগঠনের সদস্য	এসপিএস ও টিবিটি বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধিকল্পে অংশীজনের সমন্বয়ে কর্মশালা	বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন	২৮ জানুয়ারি ২০২৫
৩.	কমিশনের কর্মকর্তা ও স্টেকহোল্ডারগণ	দেশীয় শিল্পের স্বার্থ সংরক্ষণে ন্যাশনাল ট্যারিফ পলিসি, ২০২৩ এর আলোকে শুল্ক সহায়তা বিষয়ে মতবিনিময় সংক্রান্ত সেমিনার	বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন	১৮ জুন ২০২৫

ক্রঃ নং	কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম ও পদবী	কর্মশালা ও সেমিনারের বিষয়	আয়োজনকারী প্রতিষ্ঠান	কর্মশালার সময়
০৪.	কমিশনের ১৮ জন ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তা এবং ২৭ জন বাহিরের অংশীজন	এন্টি-ডাম্পিং বিষয়ে অংশীজনের সমন্বয়ে সচেতনতামূলক সেমিনার	বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন	২৮ মে ২০২৫
০৫.	কমিশনের কর্মকর্তাগণ ও স্টেকহোল্ডারগণসহ ৬০ জন সদস্য	এন্টি-ডাম্পিং বিষয়ে সচেতনতামূলক সেমিনার	বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন	২০ জানুয়ারি ২০২৫
০৬.	কমিশনের কর্মকর্তা ও স্টেকহোল্ডারগণ	রাইস ব্রান অয়েল রপ্তানি সম্ভাবনা বিষয়ে দিনব্যাপী সেমিনার	বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন	১০ নভেম্বর ২০২৪

৩.৩ ২০২৪-২৫ অর্থবছরে অন্যান্য সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী কমিশনের কর্মকর্তা বৃন্দের তালিকা:

ক্রঃ নং	কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম ও পদবি	প্রশিক্ষণের বিষয়	আয়োজনকারী প্রতিষ্ঠান	প্রশিক্ষণের সময়
১.	**মোঃ আকতার হোসেন** গবেষণা কর্মকর্তা	Capacity Building Training on "Trade and WTO Agreement-A Basic Course for Trade Officials"	বাংলাদেশ রিজিওনাল কানেক্টিভিটি প্রকল্প-১ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	১৩-১৫ মে ২০২৫
২.	**মোঃ মুশফিকুজ্জামান** গবেষণা কর্মকর্তা			
৩.	**মোঃ কাওসার হোসেন জীবন** গবেষণা কর্মকর্তা	Capacity Building Training on WTO, Trade & Development বিষয়ক প্রশিক্ষণ	বাংলাদেশ রিজিওনাল কানেক্টিভিটি প্রকল্প-১ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	২৭-২৯ মে ২০২৫
৪.	**মোঃ আশফাক জামিল খান** সিস্টেম এনালিস্ট ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা	ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা এবং কারিগরি ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাদের EMS বিষয়ক প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৫
৫.	**মোঃ কাওসার হোসেন জীবন** গবেষণা কর্মকর্তা কারিগরি ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা			
৬.	**মোঃ রায়হান উবায়দুল্লাহ্** উপপ্রধান	০৩ সপ্তাহব্যাপী বেসিক পাবলিক প্রকিউরমেন্ট প্রশিক্ষণ কোর্স	বাংলাদেশ পাবলিক প্রকিউরমেন্ট অথরিটি	জানুয়ারি ২০২৫ হতে ০৩ সপ্তাহব্যাপী
৭.	**মোঃ আব্দুল জব্বার** উপপ্রধান			
৮.	**আবদুল্লাহ আল মামুন** পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) (উপসচিব)	৪২ তম সরকারি ক্রয় ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ কোর্স	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	০৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ হতে ০২ সপ্তাহব্যাপী
৯.	**মহিনুল করিম খন্দকার** সহকারী প্রধান	WTO-ITTC কর্তৃক আয়োজিত Dispute Settlement বিষয়ক প্রশিক্ষণ	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	০৩-০৫ ডিসেম্বর ২০২৪

ক্রঃ নং	কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম ও পদবি	প্রশিক্ষণের বিষয়	আয়োজনকারী প্রতিষ্ঠান	প্রশিক্ষণের সময়
১০.	**আবদুল্লাহ আল মামুন** পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)	৪১ তম সরকারি ক্রয় ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ কোর্স	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	০৬-১৭ অক্টোবর ২০২৪
১১.	**মোঃ নাজমুল ইসলাম** সরকার, চেয়ারম্যানের একান্ত সচিব	পাবলিক প্রকিউরমেন্ট ম্যানেজমেন্ট (২৮ তম ব্যাচ) শীর্ষক প্রশিক্ষণ	জাতীয় পরিকল্পনা একাডেমি (এনএপিডি)	০৪-২২ আগস্ট ২০২৪
১২.	**মোঃ আশফাক জামিল খান** সিস্টেম এনালিস্ট	'Enhancing Digital Government & Economy (EDGE)' প্রকল্পের আওতায় সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ক প্রশিক্ষণ।	ট্রেজারার ও প্রকল্প পরিচালক (EDGE) বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	এপ্রিল ২০২৫
১৩.	**ইউছুপ মোহাম্মদ তউলাদ ইকবাল** হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	iBAS++ সিস্টেমে বাজেট প্রণয়ন মডিউলে ডাটা এন্ট্রি বিষয়ক প্রশিক্ষণ	The Commonwealth Connectivity Agenda এর আওতায়	০২ জানুয়ারি ২০২৫
১৪.	**মোঃ মসিউর রহমান** হিসাব সহকারী			
১৫.	**মোঃ মামুন-উর-রশীদ আসকারী** যুগ্মপ্রধান	'Use of AI in International Trade' শীর্ষক প্রশিক্ষণ	বাংলাদেশ রিজিওনাল কানেক্টিভিটি প্রকল্প-১ প্রবাসী কল্যাণ ভবন	০৩ এপ্রিল ২০২৫
১৬.	**মোঃ আশফাক জামিল খান** সিস্টেম এনালিস্ট			
১৭.	**মোঃ মুশফিকুজ্জামান** গবেষণা কর্মকর্তা	'Capacity Building Training on WTO Trade Facilitation Agreements and Bangladesh' শীর্ষক প্রশিক্ষণ	ইনস্টিটিউট অব পাবলিক ফাইন্যান্স	২৭-২৯ জানুয়ারি ২০২৫
১৮.	**আবদুল্লাহ আল মামুন** পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)	'Budget Management Specialist (BMS)' শীর্ষক প্রশিক্ষণ	জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি (এনএপিডি)	০৪ নভেম্বর ২০২৪ তারিখ হতে ২০ কার্যদিবস
১৯.	**মোঃ আব্দুল জব্বার** উপপ্রধান			
২০.	**মোঃ আব্দুল লতিফ** উপপ্রধান	'Diploma in Project Planing, Development and Management (DPPDM) (17th Batch)' শীর্ষক প্রশিক্ষণ	Implementation Monitoring & Evaluation Division (IMED)	০৪ আগস্ট ২০২৪ হতে ০২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫
		Public Procurement Management (3 Weeks) Training Course	আঞ্চলিক লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	জুলাই ২০২৪ (৩ সপ্তাহ)

ক্রঃ নং	কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম ও পদবি	প্রশিক্ষণের বিষয়	আয়োজনকারী প্রতিষ্ঠান	প্রশিক্ষণের সময়
২১.	**সাজন মিয়া স্বপন** অফিস সহায়ক	Fundamental Training Course (মৌলিক প্রশিক্ষণ কোর্স)		০৭-১৮ জুলাই ২০২৪ ১২ দিন
২২.	**মোঃময়েন উদ্দিন মোল্লা** গ্রন্থাগারিক	Procurement Management Course		১৪-২৫ জুলাই ২০২৪
২৩.	**সুমন কুমার পাল,** অফস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর	Fundamental Training Course (মৌলিক প্রশিক্ষণ কোর্স)	আঞ্চলিক লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	০৪-২২ আগস্ট ২০২৪
২৪.	**মোঃ ফরিদ হোসেন** হিসাব সহকারী	Financial Management Course (আর্থিক ব্যবস্থাপনা কোর্স)		০৮-১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪
২৫.	**মোঃ খায়রুল হক** কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	Fundamental Training Course. (মৌলিক প্রশিক্ষণ কোর্স)		২০ অক্টোবর-০৭ নভেম্বর ২০২৪
২৬.	**সুমন রায়** অফিস সহায়ক	Fundamental Training Course (মৌলিক প্রশিক্ষণ কোর্স)		২৯ ডিসেম্বর ২০২৪ -০৯ জানুয়ারি ২০২৫
২৭.	**মোঃ আকতার হোসেন** গবেষণা কর্মকর্তা	Strengthening Capacity of Policy Makers, Professional and SMEs of Cross-Border E-Commerce Sector সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	বাংলাদেশ ফরেন ট্রেড ইনস্টিটিউট (বিএফটিআই)	২০-২২ মে ২০২৫
২৮.	**মিশন ভূঁইয়া** গবেষণা কর্মকর্তা			

৩.৪ ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে অন্যান্য সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী কমিশনের কর্মকর্তাবৃন্দের বিবরণ

ক্রঃ নং	কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম ও পদবি	কর্মশালার বিষয়	আয়োজনকারী প্রতিষ্ঠান	কর্মশালার সময়
০১.	**মোঃ মশিউল আলম** যুগ্মপ্রধান	জাতীয় লজিস্টিক উন্নয়ন ও সমন্বয় কমিটির বিগত ০২/০৭/২০২৪ তারিখ অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুতের উদ্দেশ্যে কর্মশালা	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	২৪ জুন ২০২৫

ক্রঃ নং	কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম ও পদবি	কর্মশালার বিষয়	আয়োজনকারী প্রতিষ্ঠান	কর্মশালার সময়
০২.	**মোঃ আশফাক জামিল খান** সিস্টেম এনালিস্ট	'Bangladesh Trade Portal Users Satisfaction Survey' Draft Final Report এর ওপর পর্যালোচনা ও সংশোধনপূর্বক চূড়ান্তকরণ শীর্ষক কর্মশালা	বাংলাদেশ রিজিওনাল কানেক্টিভিটি প্রকল্প-১, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	১২ মার্চ ২০২৫
০৩.	**মোঃ আশফাক জামিল খান** সিস্টেম এনালিস্ট	বাংলাদেশ স্ট্র্যাটেজিক আইসিটি মাস্টার প্ল্যান-২০৩০ প্রণয়ন সংক্রান্ত কর্মশালা	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	২৭ জানুয়ারি ২০২৫
০৪.	**জুয়েল মিয়া** গবেষণা কর্মকর্তা			
০৫.	**মোহাম্মদ রায়হান** গবেষণা কর্মকর্তা	Workshop on National Integrity Strategy (NIS) জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বিষয়ক কর্মশালা	আঞ্চলিক লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	২৪ অক্টোবর ২০২৪
০৬.	**মোঃ আরিফ হোসেন** গবেষণা কর্মকর্তা	Workshop on Localization of Sustainable Development Goals (SDGs) (টেকসই লক্ষ্যমাত্রা অর্জন বিষয়ক কর্মশালা)	আঞ্চলিক লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	২১ নভেম্বর ২০২৪
০৭.	**আবদুল্লাহ আল মামুন** পরিচালিক (প্রশাসন ও অর্থ)	Workshop on Public Procurement Emphasizing on e-GP	আঞ্চলিক লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	১৯ ডিসেম্বর ২০২৪
০৮.	**মিশন ভূঁইয়া** গবেষণা কর্মকর্তা	Women Entrepreneur Networking Platform (WENP) এর কার্যক্রম ও ভবিষ্যৎ উন্নয়নের নিমিত্ত কর্মশালা	বাংলাদেশ রিজিওনাল কানেক্টিভিটি প্রকল্প-১, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	১৮ জুন ২০২৫
০৯.	**মোঃ এনামুল হক** সদস্য (যুগ্মসচিব)	স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় Smooth Transition Strategy (STS) বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কর্মশালা	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	২১ জুন ২০২৫
১০.	**মোঃ মুশফিকুজ্জামান** গবেষণা কর্মকর্তা	Conducting Trade Related 03 Studies in FY 2023-24 এর ওপর Dissemination Workshop	বাংলাদেশ রিজিওনাল কানেক্টিভিটি প্রকল্প-১, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	২৬ জুন ২০২৫
১১.	**মোহাম্মদ রায়হান** গবেষণা কর্মকর্তা			

৩.৫ ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ/কর্মশালায়/নেগোসিয়েশন-এ অংশগ্রহণকারী কমিশনের কর্মকর্তাবৃন্দের তালিকা

ক্রঃ নং	কর্মকর্তা নাম ও পদবি	প্রশিক্ষণ/কর্মশালা/নেগোসিয়েশন-এর বিষয়	দেশ	সময়
০১.	**মির্জা আবুল ফজল মোঃ তৌহীদুর রহমান** সহকারী প্রধান	Thematic Course on Trade in Value Added Statistics and Global Value Chains	জেনেভা সুইজারল্যান্ড	০১-০৫ জুলাই ২০২৪
০২.	**মিজ এস. এম. সুমাইয়া জাবীন** উপপ্রধান	Training Course on Trade Agreements	জাপান	০৫-১৭ ডিসেম্বর ২০২৪
০৩.	**মোঃ আব্দুল লতিফ** উপপ্রধান	3rd Round Negotiation of Bangladesh-Japan Economic Partnership	জাপান	১৮-২০ ডিসেম্বর ২০২৪
০৪.	**মিজ এস. এম. সুমাইয়া জাবীন** উপপ্রধান	The 4th Meeting of the Bangladesh-Singapore Joint Working Group (BSJWG)	সিঙ্গাপুর	১৩-১৫ জানুয়ারি ২০২৫
০৫.	**মোঃ মামুন-উর-রশীদ আসকারী** যুগ্মপ্রধান	BIMSTEC Capacity Building Program for Cross-border Paperless Trade and Digital Trade Facilitation	ব্যাংকক থাইল্যান্ড	২১-২৩ জানুয়ারি ২০২৫
০৬.	**এস. এ. সুমাইয়া জাবীন** উপপ্রধান	The 3rd Joint Working Group on Cooperation Meeting between the Bangladesh and Eurasian Economic Commission	মস্কো রাশিয়া	২৪-২৮ মার্চ ২০২৫
০৭.	**এস. এম. সুমাইয়া জাবীন** উপপ্রধান	The 5th Round Negotiation of Bangladesh-Japan Economic Partnership Agreement (BJEPA)	টোকিও জাপান	২০-২৬ এপ্রিল ২০২৫
০৮.	**কাজী মনির উদ্দীন** সহকারী প্রধান			
০৯.	**মোঃ আব্দুল লতিফ** উপপ্রধান	WTO French-Irish Mission Programme (FIMIP) এ ইন্টার্ন ট্রেইনি হিসেবে কর্মরত আছেন	জেনেভা সুইজারল্যান্ড	০৩ মার্চ হতে ১২ ডিসেম্বর ২০২৫

ইউএন ইএসসিএপি, এডিবি এবং বিমসটেক কর্তৃক আয়োজিত ‘Cross-Border Paperless Trade and Digital Trade Facilitation for BIMSTEC’ শীর্ষক প্রোগ্রামে কমিশনের প্রতিনিধির অংশগ্রহণ

WTO এর FIMiP প্রোগ্রামে কমিশনের কমিশনের প্রতিনিধির অংশগ্রহণ

সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় WIPO ভবনে স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে এমবাসাডরস ও অন্যান্য অফিসারের সাথে কমিশনের প্রতিনিধি

চতুর্থ অধ্যায়

আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বিভাগের কার্যক্রম

৪.১ ভূমিকা

স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বাংলাদেশের অবস্থান সুদৃঢ়করণে কমিশনের আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বিভাগ বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। সরকার বিভিন্ন নেগোশিয়েসনে বাংলাদেশের স্বার্থ সংরক্ষণকরতঃ বাজার সম্প্রসারণ করা, বিভিন্ন সমীক্ষা প্রতিবেদন সম্পাদন, অবকাঠামোর উন্নয়ন, বাণিজ্য সহজীকরণ ইত্যাদির মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বাংলাদেশের সক্ষমতা বৃদ্ধির চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। সরকারের এ সকল কার্যক্রমের অংশ হিসেবে কমিশনের আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বিভাগ দেশি পণ্য রপ্তানির উন্নয়ন ও রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বিভিন্ন নেগোশিয়েসনে ইনপুট হিসেবে বাংলাদেশের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য অফার ও অনুরোধ তালিকা, সম্ভাব্যতা যাচাই প্রতিবেদন, কৌশলপত্র, মতামত ইত্যাদি প্রণয়নসহ বিভিন্ন সুপারিশ প্রেরণের মাধ্যমে কৌশলগত সহায়তা প্রদান করে যাচ্ছে। এছাড়াও এ বিভাগের সম্পাদিত ২০২৪-২৫ অর্থবছরের কার্যাদি পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, রপ্তানি বাণিজ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন নেগোসিয়েশনের কৌশলপত্র প্রণয়ন ছাড়াও নানাবিধ দ্বি-পাক্ষিক, আঞ্চলিক ও বহুপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি এবং অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি (পিটিএ) ও মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিভিন্ন কার্যাবলি সম্পাদন করা হয়েছে। এ সকল সম্পাদিত কার্যাদি বৈদেশিক বাণিজ্যে বাংলাদেশের অবস্থান সুদৃঢ় করার জন্য সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগের সম্পূরক হিসেবে কাজ করছে। অধিকন্তু, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থাসহ বহুপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়েও সরকারকে এভিডেন্স বেইজড পলিসি প্রণয়নে প্রায়োগিক পরামর্শ, সুপারিশ, পজিশন পেপার, তথ্য-উপাত্ত ও ইনপুট ইত্যাদি গত অর্থবছরে সম্পাদিত অন্যান্য কার্যাদির মাঝে উল্লেখযোগ্য ছিল।

৪.২ আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বিভাগের প্রধান কার্যাবলি

আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বিভাগের প্রধান কার্যাবলি নিম্নরূপ:

- দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি সংক্রান্ত বিষয়াদি;
- আঞ্চলিক বাণিজ্য চুক্তি সংক্রান্ত (SAPTA, SAFTA, BIMSTEC, APTA, D-8, TPS-OIC, GSTP) বিষয়াদি;

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা সংক্রান্ত বিষয়াদি: GATT & Other issues; TRIPS, TRIMs, Dispute Settlement, Regional Integration, Trade Policy Review Mechanism (TPRM), GATS ইত্যাদি;

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়াদি: UNCTAD, UNDP, ITC, G-77 ইত্যাদি।

৪.৩ আর্ন্তজাতিক সহযোগিতা বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত কার্যাবলি

৪.৩.১ Unlocking Economic Potential the Significance of Singing PTA or EPA between Bangladesh and the UAE বিষয়ে Feasibility Study সমীক্ষা সম্পন্ন করে প্রতিবেদন প্রণয়ন

বাংলাদেশ কনসুলার জেনারেল, দুবাই বাংলাদেশ ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের মধ্যে PTA/EPA সম্পাদন করা হলে বাণিজ্য বিনিয়োগ ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটবে মর্মে মতামত ব্যক্ত করেছেন। "Unlocking Economic Potential: The Significance of Singing PTA or EPA Between Bangladesh and the UAE" বিষয়ে Trade in goods, Trade in Service, Trade Remedies, Investment' Economic and Technical Cooperation, Customs Procedures and Trade Facilitation, Sanitary and Phytosanitary Measures, Technical Barriers to Trade, Standards and conformity Assessment Cooperation, Electronic Commerce, Intellectual Property Rights ইত্যাদি বিষয়ের ওপর আলোকপাত করে PTA/EPA সম্পাদন করা হলে কি সুবিধা বয়ে আনবে সে বিষয়ে Feasibility Study সম্পন্ন করে প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের নিকট অনুরোধ করা হয়েছে।

সংযুক্ত আরব আমিরাত Gulf Cooperation Council (GCC) এর সদস্য। আমিরাত ছাড়াও সৌদি আরব, কুয়েত, কাতার, ওমান ও বাহরাইন উক্ত কাস্টমস ইউনিয়নের সদস্য। এ ইউনিয়নের সদস্য দেশসমূহ ব্যতীত অন্য দেশসমূহ হতে পণ্য আমদানিতে 'Common External Tariff' আরোপ করতে হয় বিধায় কাস্টমস ইউনিয়নভুক্ত দেশসমূহ সাধারণত একটি গ্রুপ হিসেবে বিভিন্ন দেশের সাথে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদন করে থাকে। কিন্তু গ্রুপ হিসেবে এঈঈ যে সকল মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির নেগোসিয়েশন শুরু করেছে তার অধিকাংশেরই অগ্রগতিতে দীর্ঘসূত্রিতা পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু ২০২২ সাল থেকে সংযুক্ত আরব আমিরাত একক দেশ হিসেবে বিভিন্ন দেশের সাথে (যেমন ভারত, ইন্দোনেশিয়া, কলম্বিয়া, ইসরায়েল, জর্জিয়া, তুরস্ক ইত্যাদি) Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) সম্পাদন করেছে এবং খুব দ্রুতগতিতে প্রায় একই কাঠামোর চুক্তির নেগোসিয়েশন সম্পন্ন করেছে।

এমতাবস্থায়, সংযুক্ত আরব আমিরাত ছাড়াও অন্যান্য জিসিসিভুক্ত দেশসমূহে অনেক বাংলাদেশী শ্রমিক কাজ করে থাকে বিধায় রেমিটেন্সের জন্য সকল দেশই গুরুত্বপূর্ণ। সকলের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার বিষয়টি বিবেচনায় রেখে সংযুক্ত আরব আমিরাতের সাথে CEPA সম্পাদন করার বিষয়ে ইতিবাচক থাকার পক্ষে প্রতিবেদনটিতে কমিশন কর্তৃক মতামত প্রদান করা হয়।

৪.৩.২ Southern African Customs Union (SACU) অথবা SACU এর গুরুত্বপূর্ণ দেশ দক্ষিণ আফ্রিকার সাথে বাংলাদেশের মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদন করা সংক্রান্ত সম্ভাব্যতা যাচাই সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়ন

Preferential Trade Agreement (PTA)/Free Trade Agreement (FTA) সম্পাদনের লক্ষ্যে Potential Country চিহ্নিত করার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন কর্তৃক প্রণীত প্রতিবেদনের ওপর গত ১ আগস্ট ২০২৩ তারিখে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত উপস্থাপনায় পরিলক্ষিত হয় যে, আফ্রিকা মহাদেশের বেশ কয়েকটি সম্ভাবনাময় দেশ বিভিন্ন কাস্টমস ইউনিয়নের সদস্য। উক্ত সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, Southern African Customs Union (SACU) এর সাথে অথবা SACU এর গুরুত্বপূর্ণ দেশ দক্ষিণ আফ্রিকার সাথে বাংলাদশের মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদন করা যায় কিনা- এ বিষয়ে সম্ভাব্যতা যাচাই সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়নের জন্য বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের নিকট অনুরোধ করা হবে। পরবর্তীতে এ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের নিকট অনুরোধ করা হয়। বতসোয়ানা, এসোয়াতিনি (পূর্ব নাম সোয়াজিল্যান্ড), লেসোথো, নামিবিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকা- এ পাঁচটি দেশের সমন্বয়ে SACU গঠিত। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অনুরোধ অনুযায়ী SACU এর সাথে বাংলাদেশের মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনের সম্ভাব্যতা যাচাইপূর্বক একটি সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়। প্রণীত খসড়া সম্ভাব্যতা যাচাই প্রতিবেদনের সুপারিশ নিম্নরূপঃ

i. Considering the relative size of South Africa within the SACU region, it appears that it would not make any significant difference between two alternative choices- concluding FTA with South Africa; or concluding FTA with SACU. But negotiation with a customs union SACU may linger the negotiation process to some additional extent. However, as a member of SACU, South Africa is not independent to conclude FTA with Bangladesh individually, If South Africa agrees to conclude FTA with Bangladesh individually, Bangladesh may remain open to conclude FTA with South Africa individually. If such consent is not available to South Africa (which is more likely), Bangladesh may also remain open to conclude FTA with SACU.

ii. However, if SACU agrees to conclude FTA with Bangladesh, may demand inclusion of other issues like services, investment, intellectual property rights, labour in the agreement, which might be difficult for Bangladesh since agreement on other issue may require rigorous analysis and stakeholders, consultations on domestic rules and regulations on other issues.

The Government may agree to conclude more comprehensive FTA with SACU covering other issues if SACU proposes to do so.

৪.৩.৩ মরক্কো ও আলজেরিয়ার সাথে পৃথক পৃথক ভাবে বাংলাদেশের মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা যাচাই সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়ন

ইতোপূর্বে আফ্রিকা মহাদেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দেশের সাথে Preferential Trade Agreement (PTA)/Free Trade Agreement (FTA) সম্পাদনের লক্ষ্যে Potential Country চিহ্নিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন কর্তৃক প্রণীত প্রতিবেদনের ওপর ১ আগস্ট ২০২৩ তারিখে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত উপস্থাপনায় পরিলক্ষিত হয় যে আফ্রিকা মহাদেশের বেশ কয়েকটি সম্ভাবনাময় দেশ বিভিন্ন কাস্টমস ইউনিয়নের সদস্য। সম্ভাবনাময় দেশসমূহের মধ্যে শুধুমাত্র আলজেরিয়া, মরক্কো ও মোজাম্বিক কোন কাস্টমস ইউনিয়নের সদস্য নয়। উক্ত সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, মরক্কো ও আলজেরিয়ার সাথে পৃথক পৃথকভাবে বাংলাদশের মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনের সম্ভাব্যতা যাচাই সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়নের জন্য বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের নিকট অনুরোধ করা হবে। পরবর্তীতে এ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের নিকট অনুরোধ করা হয়।

এমতাবস্থায়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অনুরোধ অনুযায়ী মরক্কো ও আলজেরিয়ার সাথে পৃথক পৃথকভাবে বাংলাদেশের মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনের সম্ভাব্যতা যাচাইপূর্বক পৃথক দু'টি সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়। এ দু'টি খসড়া প্রতিবেদনে প্রণীত সুপারিশ নিম্নে ক ও খ ক্রমিকে পৃথকভাবে উপস্থাপন করা হলো।

ক) মরক্কো'র সাথে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনের বিষয়ে প্রণীত খসড়া সম্ভাব্যতা যাচাই প্রতিবেদনের সুপারিশ নিম্নরূপঃ

i. There is no doubt that FTA with Morocco will help boosting export. The cost of FTA will be relatively small as the possibility of revenue loss will be low and the possibility of having negative impact on local industry is low. However, Possibility of expansion of trade in service is not clear as Morocco concluded most of its FTAs only in goods.

ii. Against this backdrop, the Government may pursue to negotiate Preferential Trade Agreement (PTA). Bangladesh may also remain open to conclude Free Trade Agreement (FTA) in goods with Morocco. However, If Morocco proposes to include trade in services and Investment, Bangladesh may agree.

খ) আলজেরিয়ার সাথে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনের বিষয়ে প্রণীত খসড়া সম্ভাব্যতা যাচাই প্রতিবেদনের সুপারিশ নিম্নরূপঃ

FTA/PTA with Algeria would open a new market for Bangladesh's exportable products. But, as the existing level of bilateral trade in goods (exports in particular), trade in services and FDI is low, a Preferential Trade Agreement (PTA) would be better choice for Bangladesh. However, since the Bangladesh has some export potential in Algeria's economy and possibility of negative impact is low, the Government may remain open to conclude an FTA with Algeria for Trade in Goods as well. Besides, if Algeria proposes to include trade in services and investment, Bangladesh may consider it positively

৪.৩.৪ মরিশাস ও দক্ষিণ কোরিয়ার সাথে বাংলাদেশের মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা যাচাই সমীক্ষা প্রতিবেদন হালনাগাদকরণ

Regional Trade Agreement (RTA) Policy, ২০২২ এ উল্লিখিত "The Ministry of Commerce will carry out the preliminary feasibility study independently or with assistance of Bangladesh Trade and Tariff Commission." অনুসারে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সময় সময় বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন-কে বিভিন্ন দেশ/জোট-এর সাথে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনের সম্ভাব্যতা যাচাই করার জন্য অনুরোধ জানিয়ে থাকে। সে অনুযায়ী কমিশন বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দেশের/জোট-এর সাথে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির সম্ভাব্যতা যাচাই সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়ন করেছে। এছাড়াও, কমিশন সম্পাদিত সমীক্ষা

প্রতিবেদনসমূহ মন্ত্রণালয়ের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে হালনাগাদও করে থাকে। সে মোতাবেক, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অনুরোধক্রমে মরিশাস ও দক্ষিণ কোরিয়ার সাথে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির সম্ভাব্যতা যাচাই সমীক্ষাসমূহ হালনাগাদপূর্বক প্রেরণ করা হয়েছে।

নিম্নে বাংলাদেশ ও মরিশাসের দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য পরিস্থিতি ও শুল্ক ব্যবস্থার তুলনামূলক চিত্র (সারণি-৯ ও ১০) দেখানো হলো।

সারণি-৯: বাংলাদেশ ও মরিশাসের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য পরিস্থিতি

অর্থবছর						
	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪	২০২৫-২৬
বৈশিষ্ট্য	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪	২০২৪-২৫
রপ্তানি	৬.২৯	১৩.৮৪	১৯.২০	২১.৮০	১৭.২৬	১৯.১৪
আমদানি	১৮.১০	৭.২৪	৬.১৬	২.১৫	৩.৮	০.৭*
মোট বাণিজ্য	২৪.৩৯	২১.০৮	২৫.৩৬	২৩.৯৫	২১.০৬	-
বাণিজ্য ঘাটতি	(১১.৮১)	৬.৬০	১৩.০৪	১৯.৬৫	১৩.৪৬	-

সারণি-১০: বাংলাদেশ ও মরিশাসের শুল্ক ব্যবস্থার তুলনামূলক চিত্র

Particulars	Mauritius	Bangladesh
Simple Average MFN Applied	%	
All Products	0.8	14.1
WTO Agricultural Product	1.6	17.7
WTO Non-agricultural Product	0.7	13.5

উৎস: WTO Tariff Profile

নিম্নে বাংলাদেশ ও দক্ষিণ কোরিয়ার দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য পরিস্থিতি ও শুল্ক ব্যবস্থার তুলনামূলক চিত্র (সারণি-১১ ও ১২) দেখানো হলো।

সারণি-১১: বাংলাদেশ ও দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য পরিস্থিতি

মিলিয়ন মার্কিন ডলার

অর্থবছর								
বৈশিষ্ট্য	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪	২০২৪-২৫
রপ্তানি	২৫৪.৮৪	৩৭০.৬৫	৩৫২.৮২	৩৯৮.৬৭	৫৩০.২৫	৬২৩.৭৯	৪৯১.৭৩	৪৬২.৭৮
আমদানি	১,২৭৩.৭৮	১,৩১৪.৬৯	১,০৩০.৩৩	১,১২৬.৬	১,৪৯২.৬৪	১,২৪০.৯০	৯০২.১১	৮৮৩.০২*
মোট	১,৫২৮.৬২	১,৬৮৫.৩৪	১,৩৮৩.১৪	১,৫২৫.২৭	২,০২২.৮৯	১,৮৬৪.৬৯	১,৩৯৩.৮৪	১,৩৪৫.৮০
ঘাটতি	(১,০১৮.৯৩)	(৯৪৪.০৪)	(৬৭৭.৫১)	(৭২৭.৯৩)	(৯৬২.৩৯)	(৬১৭.১১)	(৪১০.৩৮)	(৪২০.২৪)

উৎস: ইপিবি এবং বাংলাদেশ ব্যাংক

* প্রভিশনাল ডাটা এনবিআর ডাটাবেস থেকে গণনা করা হয়েছে

সারণি-১২: ২০২৪ সালে বাংলাদেশ ও দক্ষিণ কোরিয়ার শুল্ক ব্যবস্থার তুলনামূলক চিত্র

Particulars	South Korea	Bangladesh
Simple Average MFN Applied	%	
All Products	13.4	14.1
WTO Agricultural Product	57	17.7
WTO Non-agricultural Product	6.5	13.5

Source: WTO Tariff Profile

উভয় দেশের সাথেই বাণিজ্য পরিস্থিতি, বৈশ্বিক অন্যান্য পরিস্থিতি ইত্যাদি বিবেচনা করে পণ্য বাণিজ্য, সেবা বাণিজ্য ইত্যাদি ছাড়াও বিনিয়োগ, জনশক্তি ইত্যাদি বিষয়সমূহ সম্বন্ধে হালনাগাদ তথ্য প্রদান করা হয়েছে। মরিশাসের সাথে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে অর্থনীতি, বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্পর্কিত সকল বিষয় এবং এর সম্ভাব্য প্রভাব সম্পর্কে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রতিবেদন হতে দেখা যায় যে, যেহেতু মরিশাসের অর্থনীতি খুবই ছোট, তাই তাদের বাণিজ্য সক্ষমতাও খুবই সীমিত। এর ফলে, মরিশাসের সাথে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি পর্যাপ্ত ফলপ্রসূ হবার সম্ভাবনা সীমিত। কিন্তু, মরিশাসের বাজারে চীন, ভারত, তুরস্ক এবং পাকিস্তান তাদের অনেক পণ্যের উপর শুল্কমুক্ত সুবিধা বা উল্লেখযোগ্য শুল্ক অগ্রাধিকার ভোগ করছে, যার কারণে বাংলাদেশকে তাদের সাথে কঠোর প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হতে হচ্ছে। বাংলাদেশ ও মরিশাসের মধ্যে এফটিএ প্রতিষ্ঠার ফলে বাংলাদেশের পণ্যের প্রতিযোগি সক্ষমতা বৃদ্ধি পেতে পারে এবং এর ফলে মরিশাসে রপ্তানি বৃদ্ধি এবং বৈচিত্র্য আনা সম্ভব হতে পারে। এ প্রেক্ষাপটে, বাংলাদেশ মরিশাসের সাথে একটি কম ঝুঁকিপূর্ণ এফটিএ (Low Risk FTA) গঠন করতে এগিয়ে যেতে পারে বলে কমিশন মতামত প্রদান করেছে।

অন্যদিকে, স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণ পরবর্তী সময়ে দক্ষিণ কোরিয়ার সাথে এফটিএ বাংলাদেশের জন্য লাভজনক হবে, কারণ তখন দক্ষিণ কোরিয়ায় বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্যের উপর উচ্চতর এমএফএন শুল্ক এবং রুলস অফ অরিজিনের জটিল নিয়মাবলী আরোপিত হবে। যদিও রাজস্ব হ্রাসের সম্ভাবনা থাকবে, তথাপি কোরিয়ার বাজারে রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ধরে রাখার সম্ভাবনাও মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির ফলে বৃদ্ধি পাবে। ফলে রপ্তানিমুখী দেশীয় শিল্পে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে এবং এর ফলে বৈদেশিক মুদ্রা আয় বৃদ্ধি পাবে যে কারনে বাংলাদেশের অর্থনীতিও লাভবান হবে। এ প্রেক্ষাপটে, সমীক্ষা প্রতিবেদনে শুধুমাত্র পণ্যখাতে অথবা সেবা, বিনিয়োগ, মেধাস্বত্ব, ই-কমার্স, ইত্যাদি খাতে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংবেদনশীলতা বিবেচনা করতঃ মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির বিষয়ে অগ্রসর হবার জন্য কমিশন হতে মতামত প্রদান করা হয়।

৪.৩.৫ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক আরোপিত "Reciprocal tariff and non-tariff issues" এর প্রভাব/ফলাফল সম্পর্কে মতামত এবং এ বিষয়ক গবেষণা পত্র/প্রতিবেদন প্রণয়ন

বাংলাদেশের অর্থনীতির ওপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক আরোপিত "Reciprocal tariff and non-tariff issues" এর প্রভাব/ফলাফল সম্পর্কে মতামত এবং এ বিষয়ক গবেষণা পত্র/প্রতিবেদন চেয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় হতে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের নিকট অনুরোধ জানানো জানানো হয়। বাংলাদেশ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যকার বছরওয়ারি পণ্য বাণিজ্যের চিত্র নিম্নরূপ:

সারণি-১৩: বাংলাদেশ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য

মিলিয়ন মার্কিন ডলার

দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য প্রবাহ	বছর					
	২০১৯	২০২০	২০২১	২০২২	২০২৩	২০২৪
যুক্তরাষ্ট্রের বাংলাদেশে রপ্তানি	২.৩৪	১.৮৫	২.৩৫	২.৯৫	২.২৫	২.২১
বাংলাদেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রে আমদানি	৬.৮১	৬.১৩	৮.৩৪	১১.০৭	৮.৪৬	৮.৪৫
বাণিজ্য ভারসাম্য	-৪.৪৭	-৪.২৮	-৫.৯৯	-৮.১২	-৬.২১	-৬.২৪

সূত্র: USITC ডাটাবেজ

এমতাবস্থায়, দু'দেশের বৈশ্বিক বাণিজ্য পরিস্থিতি, দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ কাঠামো ইত্যাদি বিষয়ে তথ্যসহ দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্যের আপডেটেড তথ্য ও Reciprocal tariff and non-tariff issues এর প্রভাব সম্বলিত একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

৪.৩.৬ ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ ও ট্রেডিং কর্পোরেশন অব পাকিস্তানের মধ্যে স্বাক্ষরের লক্ষ্যে প্রস্তাবিত খসড়া Memorandum of Understanding (MoU) এর ওপর মতামত প্রদান।

ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ ও ট্রেডিং কর্পোরেশন অব পাকিস্তানের মধ্যে স্বাক্ষরের লক্ষ্যে পাকিস্তান কর্তৃক একটি খসড়া MoU প্রণীত হয়েছে। এ খসড়ার ওপর মতামত প্রদান করার জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের নিকট অনুরোধ করা হয়। এ প্রেক্ষিতে, ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ এবং ট্রেডিং কর্পোরেশন অব পাকিস্তানের মধ্যে সম্পাদিতব্য খসড়া সমঝোতা স্মারকের ওপর কমিশনের মতামত প্রণয়ন করা হয়।

৪.৩.৭ The Network of D-8 Economic Think Tanks (D-8 NETT) এর সদস্য পদে মনোনয়নের বিষয়ে অবহিতকরণ

বিগত ১৬-১৭ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে কায়রোতে অনুষ্ঠিত ৪৮ তম ডি-৮ এর সভায় মিশর The Network of D-8 Economic Think Tanks (D-8 NETT) প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব উপস্থাপন করে, যার মূল লক্ষ্য হলো পারস্পরিক অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও বাণিজ্যের প্রচার, অর্থনৈতিক উন্নয়নে পারস্পরিক অর্থনৈতিক বিনিময়, আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ বিশ্লেষণ, পারস্পরিক সুবিধার জন্য প্রকল্প প্রণয়ন ইত্যাদি। এ বিষয়ে ডি-৮ সচিবালয় হতে প্রেরিত Concept Note অনুযায়ী প্রত্যেক সদস্য দেশ হতে ০২ টি গবেষণাধর্মী প্রতিষ্ঠান (১টি সরকারি ও ১টি বেসরকারি) মনোনয়ন প্রদান করার জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি) কে মনোনয়ন প্রদান করে। এ মনোনয়ন প্রাপ্তির প্রেক্ষাপটে ২১ এপ্রিল ২০২৪ তারিখে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন এর নিকট মতামত প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হয়। এ প্রেক্ষিতে, The Network of D-8 Economic Think Tanks (D-8 NETT) এর সদস্য পদে মনোনয়নের বিষয়ে কমিশন হতে সম্মতিসূচক মতামত প্রদান করা হয়।

৪.৩.৮ বাংলাদেশ ও ইন্দোনেশিয়ার মধ্যে বাণিজ্য, বিনিয়োগ ও সম্প্রসারণ সংক্রান্ত হালনাগাদ তথ্য/ব্রিফ প্রণয়ন

বাণিজ্য মন্ত্রণালয় হতে বাংলাদেশের সাথে ইন্দোনেশিয়ার বাণিজ্য সহযোগিতার সার্বিক পরিস্থিতি বিষয়ক হালনাগাদ তথ্যাদি প্রেরণের জন্য বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের নিকট অনুরোধ জানানো হয়। সে মোতাবেক ইন্দোনেশিয়ার অর্থনীতি ও বাণিজ্য পরিস্থিতি, ইন্দোনেশিয়ার বৈশ্বিক বাণিজ্য, বিনিয়োগ, ইন্দোনেশিয়ার বাজারে বাংলাদেশের রপ্তানি সম্ভাবনা এবং রেমিটেন্স প্রবাহ, বাংলাদেশ ও ইন্দোনেশিয়ার মধ্যকার দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য, উভয় দেশের মোট বাণিজ্যে উক্ত দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের অবস্থান, পণ্যভিত্তিক বাণিজ্য পর্যালোচনা, ইন্দোনেশিয়ার বাজারে বিদ্যমান ট্যারিফ, জনশক্তি রপ্তানি এবং আমদানি বিষয়ক অন্যান্য নিয়মনীতি ইত্যাদি পর্যালোচনাপূর্বক একটি ইনপুটস প্রেরণ করা হয়।

৪.৩.৯ WTO Trade Facilitation Agreement সহ WTO এর অন্যান্য Agreement এর আওতাধীন অনিষ্পন্ন নোটিফিকেশনসমূহ যথাযথ ইংরেজিতে (Authentic English) প্রণয়ন

WTO Trade Facilitation Agreement সহ WTO এর অন্যান্য Agreement এর আওতাধীন অনিষ্পন্ন নোটিফিকেশনসমূহ যথাযথ ইংরেজিতে (Authentic English) প্রেরণের জন্য কমিশনের নিকট অনুরোধ জানানো হয়। পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, বর্ণিত সময়ে এ বিষয় সংশ্লিষ্ট Anti-Dumping Agreement এর আর্টিকেল ১৬.৪, SCM Agreement এর আর্টিকেল ২৫.১, Safeguards Agreement এর আর্টিকেল ১২.১ (C) এর অধীনে বাংলাদেশ কোন শুল্ক আরোপ বা Measures গ্রহণ করেনি। এ সংক্রান্ত সকল বিষয় পর্যালোচনা করে একটি মতামত বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

৪.৩.১০ Cross-Border Paperless Trade in Asia and the Pacific (CPTA) বাস্তবায়নের জন্য China হতে প্রস্তুতকৃত Electronic Bill of Lading (EBL) জোটের Draft Terms of Reference-এর ওপর মতামত প্রণয়ন

বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক Cross-Border Paperless Trade in Asia and the Pacific (CPTA) বাস্তবায়নের জন্য China হতে প্রস্তুতকৃত Electronic Bill of Lading (EBL) জোটের Draft Terms of Reference (ToR) -এর ওপর মতামত প্রদানের জন্য বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের নিকট অনুরোধ জানানো হয়। এ প্রেক্ষিতে উক্ত Draft ToR পর্যালোচনাপূর্বক সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহে প্রয়োজনীয় সংযোজন, বিয়োজন এবং পরিমার্জনের প্রস্তাব বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

৪.৩.১১ বাংলাদেশ ও ভিয়েতনামের মধ্যে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্প্রসারণ সংক্রান্ত হালনাগাদ তথ্য/ব্রিফ প্রণয়ন

বাণিজ্য মন্ত্রণালয় হতে বাংলাদেশের সাথে ভিয়েতনামের বাণিজ্যের দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার সার্বিক পরিস্থিতি বিষয়ক হালনাগাদ তথ্যাদি প্রেরণের জন্য বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের নিকট অনুরোধ জানানো হয়। সে মোতাবেক উভয় দেশের দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য পরিস্থিতির একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা হয় (সারণি-১৪)

সারণি-১৪: বাংলাদেশ ও ভিয়েতনামের দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য

মিলিয়ন মার্কিন ডলারে

অর্থবছর	বাংলাদেশের রপ্তানি	বাংলাদেশের আমদানি	মোট দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য
২০১৯-২০	৪৮.২	৫৫৫.১	৬০৩.৩
২০২০-২১	৬১.৩	৬৭৮.৬	৭৩৯.৯
২০২১-২২	৯২.৮	১১২৭.১	১২১৯.৯
২০২২-২৩	৯৬.২	১০১০.৬	১১০৬.৮
২০২৩-২৪	১১০.৭৭	৮৩৩.১	৯৪৩.৮৭

উৎসঃ ইপিবি, বাংলাদেশ ব্যাংক, এনবিআর

তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, বাংলাদেশের সাথে ভিয়েতনামের কোনো প্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি নেই, তাই রপ্তানির ক্ষেত্রে Most Favored Nation (MFN) শুল্কহার প্রযোজ্য। কৃষিজ পণ্যে ভিয়েতনামের বিদ্যমান শুল্ক কাঠামো পর্যালোচনায় দেখা যায়, অ্যালকোহলযুক্ত পানীয় ও তামাক, চিনি ও মিষ্টিজাত পণ্য, কফি ও চা, ফল, শাকসবজি ও উদ্ভিদ, এবং শস্য ও শস্যজাত পণ্যসমূহের ওপর উচ্চ শুল্ক আরোপিত রয়েছে।

৪.৩.১২ ইউএসএ হতে আমদানিকৃত পণ্যের ট্যারিফ লিস্ট প্রণয়ন

বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক ইউএসএ হতে আমদানিকৃত পণ্যের ট্যারিফ লিস্ট প্রেরণের জন্য বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের নিকট অনুরোধ জানানো হয়। প্রেরিত পত্র মোতাবেক জানা যায়, ইউএসএ কর্তৃক আরোপিত reciprocal tariff এর প্রভাব হতে উত্তরণের কর্মপন্থা নির্ধারণের লক্ষ্যে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সাথে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় 'লিড মিনিস্ট্রি' হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে। এ প্রেক্ষিতে এ সংক্রান্ত কার্যক্রমের জন্য ইউএসএ হতে আমদানিকৃত পণ্যের ট্যারিফ লিস্ট প্রস্তুত করে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

৪.৩.১৩ বাংলাদেশ ও সিঙ্গাপুরের মধ্যে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্প্রসারণ সংক্রান্ত হালনাগাদ তথ্য/ব্রিফ প্রণয়ন

বাণিজ্য মন্ত্রণালয় হতে বাংলাদেশের সাথে সিঙ্গাপুরের বাণিজ্য সহযোগিতার সার্বিক পরিস্থিতি বিষয়ক হালনাগাদ তথ্যাদি প্রেরণের জন্য বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের নিকট অনুরোধ জানানো হয়। সে মোতাবেক উভয় দেশের দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য পরিস্থিতি একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা (সারণি ১৫ ও ১৬) হয়েছে।

সারণি-১৫: বাংলাদেশ ও সিঙ্গাপুরের দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য (পণ্য)

মিলিয়ন মার্কিন ডলার

অর্থবছর	বাংলাদেশ হতে সিঙ্গাপুরে পণ্য রপ্তানি	সিঙ্গাপুর হতে পণ্য আমদানি
২০১৭-১৮	১২৫.৭৫	২,৬৯৬.৫২
২০১৮-১৯	১৪৯.৩৮	৩,১০৫.৬৭
২০১৯-২০	৯৫.১০	১,৭১৬.২১
২০২০-২১	১১৬.৫৭	২,৪৯৪.২৯
২০২১-২২	১২৭.১২	৪,১১৫.৮০

উৎসঃ ইপিবি, বাংলাদেশ ব্যাংক, এনবিআর

সারণি-১৬: বাংলাদেশ ও সিঙ্গাপুরের দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য (সেবা)

মিলিয়ন মার্কিন ডলার

অর্থবছর	সিঙ্গাপুর থেকে সেবা আমদানি	সিঙ্গাপুরে সেবা রপ্তানি
২০১৭-১৮	৭৮৪.৪৩	৩১২.৮১
২০১৮-১৯	৯২৭.৬১	৩৯৪.২০
২০১৯-২০	৯৮৫.৪৭	৩৭০.৬৬
২০২০-২১	১,০২৪.৫১	৪১০.৬৮
২০২১-২২	১,৩৩৫.১০	৮০২.৩০

উৎসঃ ইপিবি, বাংলাদেশ ব্যাংক, এনবিআর

এছাড়াও, সিঙ্গাপুরের অর্থনীতি ও বাণিজ্য পরিস্থিতি, সিঙ্গাপুরের বৈশ্বিক বাণিজ্য, বিনিয়োগ, সিঙ্গাপুরের বাজারে বাংলাদেশের রপ্তানি সম্ভাবনা এবং রেমিটেন্স প্রবাহ, বাংলাদেশ ও সিঙ্গাপুরের মধ্যকার দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য, উভয় দেশের মোট বাণিজ্যে উক্ত দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের অবস্থান ইত্যাদি বিবেচনাপূর্বক প্রনীত ইনপুটস বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

৪.৩.১৪ Foreign Investment Protection Agreement (FIPA) সংক্রান্ত কানাডা হতে প্রাপ্ত প্রশ্নমালার ওপর মতামত প্রদান

শিল্প মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত পত্র হতে জানা যায়, কানাডার পক্ষ হতে বাংলাদেশ পক্ষের জন্য ৫৭টি অনুচ্ছেদের একটি দ্বিপাক্ষিক পুঁজি বিনিয়োগ মডেল চুক্তি (FIPA) প্রেরণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে কানাডা-বাংলাদেশ এর মধ্যে ভার্চুয়াল প্লাটফর্মে দু'টি নেগোসিয়েশন সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় (FIPA) এর কতিপয় বিষয় এবং ইতোপূর্বে স্বাক্ষরিত কাতার-বাংলাদেশ দ্বিপাক্ষিক পুঁজি বিনিয়োগ চুক্তিটির আলোকে বাংলাদেশ পক্ষ কর্তৃক একটি Model Text প্রস্তাব করা হয়। আলোচনা শেষে কানাডা ও বাংলাদেশ পক্ষ কর্তৃক প্রস্তাবিত Model Text এর ওপর একটি প্রশ্নমালা প্রণয়ন করে বাংলাদেশ পক্ষের মতামতের জন্য প্রেরণ করে। এমতাবস্থায়, কানাডা কর্তৃক প্রেরিত প্রশ্নমালার ওপর মতামত প্রদানের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের নিকট অনুরোধ জানানো হয়। এ প্রেক্ষিতে মতামত প্রস্তুত করে শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

৪.৩.১৫ বাংলাদেশ ও হংকং কর্তৃপক্ষের মধ্যে প্রস্তাবিত "Investment Promotion and Protection Agreement" চুক্তির ৩য় খসড়ার ওপর মতামত প্রণয়ন

বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (বিডা)-এর তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশ ৩৩টি দেশের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বিনিয়োগ চুক্তি (BITs) স্বাক্ষর করেছে। আরও কয়েকটি দেশের সঙ্গে বর্তমানে আলোচনা চলমান রয়েছে যার মধ্যে হংকং অন্যতম। এরই পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ও হংকং কর্তৃপক্ষের মধ্যে প্রস্তাবিত "Investment Promotion and Protection Agreement" চুক্তির ৩য় খসড়ায় বিদ্যমান ধারাসমূহ পর্যালোচনাপূর্বক মতামত প্রণয়ন করে শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

৪.৩.১৬ Concept Note on establishing the BIMSTEC Chamber of Commerce বিষয়ে মতামত প্রদান

২০২৩ সালে অনুষ্ঠিত Special Meeting of the BIMSTEC Permanent Working Committee (BPWC)-এ বাংলাদেশ BIMSTEC Chamber of Commerce (BIMSTEC CCI) প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করে। সে মোতাবেক এ সংক্রান্ত একটি Concept Paper তৈরি করার জন্য বাংলাদেশকে অনুরোধ করা হলে BIMSTEC Chamber of Commerce & Industry প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে FBCCI কর্তৃক একটি Concept Note তৈরি করা হয়। পত্র মারফত উক্ত Concept Note -এর উপর মতামত প্রদানের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন-এর নিকট অনুরোধ জানানো হয়। এ প্রেক্ষিতে উক্ত Draft Concept Note পর্যালোচনাপূর্বক প্রয়োজনীয় সংযোজন, বিয়োজন এবং পরিমার্জনের প্রস্তাব করে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

৪.৩.১৭ বাংলাদেশ-ইন্দোনেশিয়ার মধ্যে FTA/EPA সম্পাদনের লক্ষ্যে Feasibility Study পরিচালনাপূর্বক প্রতিবেদন প্রণয়ন

বাণিজ্য মন্ত্রণালয় হতে বাংলাদেশ-ইন্দোনেশিয়ার মধ্যে FTA/EPA সম্পাদনের লক্ষ্যে Feasibility Study পরিচালনাপূর্বক প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের নিকট অনুরোধ জানানো হয়। এ প্রেক্ষিতে ইন্দোনেশিয়ার অর্থনীতি ও বাণিজ্য পরিস্থিতি, ইন্দোনেশিয়ার বৈশ্বিক বাণিজ্য, বিনিয়োগ, ইন্দোনেশিয়ার বাজারে বাংলাদেশের রপ্তানি সম্ভাবনা এবং রেমিটেন্স প্রবাহ, বাংলাদেশ ও ইন্দোনেশিয়ার মধ্যকার দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য, উভয় দেশের মোট বাণিজ্যে উক্ত দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের অবস্থান, পণ্যভিত্তিক বাণিজ্য পর্যালোচনা, ইন্দোনেশিয়ার বাজারে বিদ্যমান ট্যারিফ এবং আমদানি বিষয়ক অন্যান্য নিয়মনীতি, জনশক্তি রপ্তানি ইত্যাদি বিবেচনা এবং পর্যালোচনাপূর্বক FTA/EPA সম্পাদনের লক্ষ্যে Feasibility Studz পরিচালনাপূর্বক প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়।

৪.৩.১৮ সিঙ্গাপুর কর্তৃক প্রস্তাবিত ড্রাফট "Scope and Modality for the Negotiation of the Bangladesh-Singapore Free Trade Agreement"-এর non-exhaustive list of chapter সমূহের ওপর মতামত প্রণয়ন

বাণিজ্য মন্ত্রণালয় হতে সিঙ্গাপুর কর্তৃক প্রস্তাবিত ড্রাফট "Scope and Modality for the Negotiation of the Bangladesh-Singapore Free Trade Agreement"-এর non-exhaustive list of chapter সমূহের ওপর মতামত প্রেরণের জন্য বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের নিকট অনুরোধ জানানো হয়। এ প্রেক্ষিতে মতামত প্রণয়ন করে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

৪.৩.১৯ বাংলাদেশ ও থাইল্যান্ডের মধ্যে Joint Trade Committee (JTC)-এর ৬ষ্ঠ সভার জন্য ইনপুটস প্রণয়ন

বাংলাদেশ ও থাইল্যান্ডের মধ্যে Joint Trade Committee (JTC)-এর ৬ষ্ঠ সভা গত ২৮-৩০ আগস্ট ২০২৪ ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় উপস্থাপনের জন্য এজেন্ডাসহ ইনপুটস প্রেরণের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের নিকট অনুরোধ জানানো হয়। সে মোতাবেক উভয় দেশের বৈশ্বিক বাণিজ্য পরিস্থিতি, পণ্যভিত্তিক বাণিজ্য কাঠামো, ট্যারিফ কাঠামো, বৈদেশিক বিনিয়োগ পরিস্থিতি, দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ কাঠামো ইত্যাদি বিষয়ে তথ্যসহ এ বিষয়ে হালনাগাদ তথ্য সম্বলিত ইনপুটস বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

৪.৩.২০ Bangladesh-Singapore FTA সম্পাদনার্থে Movement of Natural Person (MoNP) এবং Cooperation বিষয়ের ওপর জিরো ড্রাফট প্রণয়ন

Bangladesh-Singapore Free Trade Agreement (BSFTA) সম্পাদনার্থে Movement of Natural Person (MoNP) এবং Cooperation দু'টি বিষয়ের ওপর জিরো ড্রাফট প্রণয়নের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় হতে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের নিকট অনুরোধ জানানো হয়। এর আলোকে সিঙ্গাপুরসহ বিভিন্ন দেশ কর্তৃক সম্পাদিত Economic Partnership Agreement (EPA)-এর আওতায় বিদ্যমান MoNP এবং Cooperation চ্যাপ্টারের টেক্সট পর্যালোচনা করা হয়। পরবর্তীতে এ বিষয়ে আলোচনা এবং মতামত গ্রহণের জন্য ১টি অংশীজন সভার আয়োজন করা হয় এবং উল্লিখিত বিষয়সমূহে প্রাথমিক জিরো ড্রাফট প্রণয়ন করে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

৪.৩.২১ প্রস্তাবিত "ট্রেডমার্কস (সংশোধন) আইন, ২০২৪"-এর খসড়ার ওপর মতামত

বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রস্তাবিত "ট্রেডমার্কস (সংশোধন) আইন, ২০২৪"-এর খসড়ার ওপর মতামত প্রদানের জন্য বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের নিকট অনুরোধ জানানো হয়। এ প্রেক্ষিতে উক্ত খসড়া আইনের ওপর মতামত পর্যালোচনাপূর্বক প্রস্তাবনা, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, অন্তর্ভুক্তিযোগ্য বিষয়াদি এবং পরিধি, বাস্তবায়ন ও অভিঘাত নির্ধারণসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহে প্রয়োজনীয় সংযোজন, বিয়োজন এবং পরিমার্জনের প্রস্তাব বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

৪.৩.২২ Japan-Bangladesh Economic Partnership Agreement (EPA) সম্পাদনের লক্ষ্যে জাপান কর্তৃক প্রেরিত Intellectual Property Rights (IPR) সংক্রান্ত text এর Multilateral Agreement অংশে যেসকল Multilateral Agreement-এ বাংলাদেশ অদ্যাবধি স্বাক্ষর/অনুস্বাক্ষর করেনি, সেগুলোর বিষয়ে মতামত প্রদান

বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক Japan-Bangladesh Economic Partnership Agreement (EPA) সম্পাদনের লক্ষ্যে জাপান কর্তৃক প্রেরিত Intellectual Property Rights (IPR) সংক্রান্ত text এর Multilateral Agreement অংশে যেসকল Multilateral Agreement-এ বাংলাদেশ অদ্যাবধি স্বাক্ষর/অনুস্বাক্ষর করেনি, সেগুলোর বিষয়ে মতামত প্রদানের জন্য বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের নিকট অনুরোধ জানানো হয়। চাহিদা মোতাবেক পর্যালোচনাপূর্বক কমিশনের মতামত প্রস্তুত করে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

৪.৩.২৩ UNESCAP এর প্রকল্পে যুক্ত হওয়া প্রসঙ্গে মতামত প্রাদান

বাণিজ্য মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত পত্র মারফত জানা যায়, ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক এর সহায়তায় UNESCAP একটি প্রকল্প গ্রহণ করতে যাচ্ছে, যাতে বিভিন্ন দেশের মধ্যে বাণিজ্য পেপারবিহীন করার লক্ষ্যে বিভিন্ন দেশের National Single Window-Gi interoperability বিষয়ে কাজ করতে চাচ্ছে। UNESCAP এর Framework Agreement on Facilitation of Cross-border Paperless Trade in Asia & the Pacific (CPTA) চুক্তির আওতাভুক্ত দেশ হিসেবে তারা বাংলাদেশকে এ প্রকল্পে অংশগ্রহণের জন্য সম্ভাব্য দেশ হিসেবে দেখছে এবং গত ১৬ আগস্ট ২০২৪ এর মধ্যে এ প্রকল্পে অংশগ্রহণের বিষয়ে বাংলাদেশের মতামত জানানোর জন্য অনুরোধ জানানো হয়। আন্তঃসীমান্ত বাণিজ্য পেপারবিহীন করার জন্য বিভিন্ন দেশের মধ্যে National Single Window (NSW) এর মাধ্যমে তথ্য আদান প্রদান আবশ্যক। বর্তমানে এনবিআর কর্তৃক বাংলাদেশ NSW বাস্তবায়নের কাজ চলমান রয়েছে। এমতাবস্থায়, প্রস্তাবিত প্রকল্পে বাংলাদেশের অংশগ্রহণের বিষয়ে মতামত প্রদানের জন্য বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের নিকট অনুরোধ জানানো হয়। প্রাপ্ত অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে UNESCAP এর প্রকল্পে যুক্ত হওয়া প্রসঙ্গে কমিশনের মতামত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

৪.৩.২৪ বাংলাদেশ-চীন ১৫তম জেইসি সভা উপলক্ষ্যে তথ্য/মতামত প্রদান

বাংলাদেশ-চীন যৌথ অর্থনৈতিক কমিশনের ১৫তম সভা ০১ জুন ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভা উপলক্ষ্যে চীন কর্তৃক দু-দফায় তিনটি করে মোট ছয়টি এজেন্ডা প্রস্তাব করা হয়েছে, যা ৩০ এপ্রিল ও ০৫ মে ২০২৫ তারিখে দু'টি পৃথক স্মারকের মাধ্যমে অর্থ বিভাগের জয়েন্ট ইকনোমিক কমিশন শাখা হতে মতামত প্রদানের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। এ প্রেক্ষিতে এ সকল এজেন্ডার ওপর মতামত প্রদান করার জন্য বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের নিকট বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুরোধ করা হয়। প্রাপ্ত অনুরোধমতে বাংলাদেশ-চীন ১৫তম জেইসি সভা উপলক্ষ্যে মতামত প্রণয়ন করে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

৪.৩.২৫ বাংলাদেশের বাণিজ্য সংক্রান্ত কর্মকর্তা ও অংশীজনদের Sector Specific Trade Related Training প্রদানের জন্য চীনের নিকট অনুরোধ করার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণের তালিকা প্রণয়ন

মাননীয় পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মহোদয়ের চীন সফর উপলক্ষ্যে ইনপুটস প্রেরণের জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের নিকট অনুরোধ করা হয়। বিবেচ্য পত্রের চাহিদা মোতাবেক কমিশন হতে ইনপুটস প্রেরণ করা হয়। কমিশন কর্তৃক প্রেরিত ইনপুটস এ অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি বাণিজ্য সংক্রান্ত বিষয়ে চীনের নিকট প্রশিক্ষণ প্রদানের অনুরোধ করার প্রস্তাব করা হয়েছিল। গত ৭ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি বাংলাদেশের বাণিজ্য সংক্রান্ত কর্মকর্তা ও অংশীজনদের চীনে প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে চীনের নিকট অনুরোধ করার বিষয়ে আলোচনা করা হয় বলে জানা যায়। সভায় এ বিষয়ে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনকে বাণিজ্য সংক্রান্ত খাত ভিত্তিক প্রশিক্ষণের তালিকা প্রেরণের জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ কর্তৃক অনুরোধ করা হয়। এমতাবস্থায়,বাংলাদেশের বাণিজ্য সংক্রান্ত কর্মকর্তা ও অংশীজনদের Sector Specific Trade Related Training প্রদানের জন্য চীনের নিকট অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে বাণিজ্য সংক্রান্ত খাতভিত্তিক প্রশিক্ষণের শিরোনাম, উদ্দেশ্য প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা, প্রশিক্ষণের ব্যাপ্তিকাল ইত্যাদিসহ প্রশিক্ষণের একটি খসড়া তালিকা প্রণয়ন করা হয়।

৪.৩.২৬ Inter-Ministerial meeting in preparation of upcoming visit of Hon'ble Foreign Advisor to China scheduled to be held in the second half of January 2024

মাননীয় পররাষ্ট্র উপদেষ্টা জানুয়ারি ২০২৫ এর দ্বিতীয়ার্ধে চীন সফর করেন। এ সফর উপলক্ষ্যে কতিপয় বিষয়ে তথ্য প্রদানের জন্য বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন সহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থার নিকট পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুরোধ করা হয়েছে যথাঃ- i) Inputs on ongoing cooperation with China, precisely the latest status. ii) proposal on possible area

of cooperation between Bangladesh and China, iii) any other matter। উল্লেখ্য, মাননীয় পররাষ্ট্র উপদেষ্টার বর্ণিত চীন সফর বিষয়ে ৭ জানুয়ারি ২০২৫ এ পররাষ্ট্র সচিব এঁর সভাপতিত্বে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিবেচ্য পত্রের চাহিদা অনুসারে বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যে বিদ্যমান বাণিজ্য পরিস্থিতি এবং সম্ভাব্য পারস্পরিক সহযোগিতার ওপর ইনপুটস প্রণয়ন করা হয়।

৪.৩.২৭ "Cooperation Framework for Food Security in the OIC Region: Leveraging Contract Farming as a Business Model" এর ওপর মতামত/ইনপুটস প্রদান

OIC সচিবালয় কর্তৃক OIC এর সদস্য দেশসমূহের মধ্যে Contract Farming Business Model প্রস্তুত করানোর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক খসড়া Contract Farming Business Model সংক্রান্ত একটি ধারণাপত্র প্রণয়ন করা হয়েছে। এ ধারণাপত্রের ওপর মতামত প্রদান করার জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের নিকট অনুরোধ করা হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে, OIC এর সদস্য দেশসমূহের মধ্যে Contract Farming Business Model প্রস্তুত করার উদ্দেশ্যে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত "Cooperation Framework for Food Security in the OIC Region: Leveraging Contract Farming as a Business Model" শীর্ষক খসড়া ধারণাপত্রের ওপর কমিশনের মতামত প্রণয়ন করা হয়।

৪.৩.২৮ বাংলাদেশ ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের মধ্যে সম্পাদিতব্য CEPA চুক্তির চারটি অধ্যায়ের (Digital Trade, Sanitary and Phytosanitary Measures, Trade in Services, Investment) খসড়ার ওপর মতামত প্রদান

বাংলাদেশ ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের মধ্যে একটি Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) সম্পাদনের লক্ষ্যে সংযুক্ত আরব আমিরাত হতে চারটি অধ্যায় তথাঃ- Digital Trade, Sanitary and Phytosanitary Measures, Trade in Services, Investment এর ওপর খসড়া টেক্সট পাওয়া গিয়েছে। এ খসড়া টেক্সটসমূহের ওপর Track Change মোডে মতামত প্রদান করার জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুরোধ করা হয়। প্রাপ্ত অনুরোধের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের মধ্যে সম্পাদিতব্য CEPA চুক্তির চারটি অধ্যায়ের যথা Digital Trade, Sanitary and Phytosanitary Measures, Trade in Services, Investment এর খসড়ার ওপর খসড়া মতামত প্রণয়ন করা হয়।

৪.৩.২৯ বাংলাদেশ ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের মধ্যে Comprehensive Economic Partnership (CEPA) এর নেগোসিয়েশন শুরুর লক্ষ্যে প্রাপ্ত Terms of Reference (ToR) এর ওপর মতামত প্রদান

বাংলাদেশ ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের মধ্যে Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) এর নেগোসিয়েশন শুরুর লক্ষ্যে সংযুক্ত আরব আমিরাতের পক্ষ হতে খসড়া Terms of Reference (ToR) এর ওপর ১৬ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখের মধ্যে মতামত প্রদান করার জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের নিকট অনুরোধ করা হয়। এ প্রেক্ষিতে খসড়া ToR এর ওপর মতামত প্রণয়ন করা হয়।

৪.৩.৩০ খসড়া SAARC Regional Investment Treaty এর ওপর মতামত প্রদান

সার্কভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে পারস্পরিক বিনিয়োগ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে চুক্তি সম্পাদনে SAARC Regional Investment Treaty এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। এ খসড়া চুক্তিটির ওপর মতামত প্রদান করার জন্য শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনকে অনুরোধ করা হয়। এ প্রক্ষিতে, বিগত কয়েক বছরে দ্বিপাক্ষিক বিনিয়োগ চুক্তি বিশ্লেষণপূর্বক মতামত প্রণয়ন করা হয়।

৪.৩.৩১ "Model Draft of The Agreement on the Promotion and the Reciprocal Protection of Investments between the Government of the People's Republic of Bangladesh and Kenya" বিষয়ক খসড়া চুক্তির ওপর মতামত প্রণয়ন

কেনিয়া সরকারের প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে "Model Draft of The Agreement on the Promotion and the Reciprocal Protection of Investments between the Government of the People's Republic of Bangladesh and Kenya" শীর্ষক খসড়া চুক্তি প্রণয়ন করা হয়েছে। এ খসড়া চুক্তির ওপর মতামত প্রদানের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের নিকট অনুরোধ করা হয়। খসড়াটি পর্যালোচনাপূর্বক খসড়া মতামত প্রণয়ন করা হয়।

৪.৩.৩২ Draft agreement between the Government of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka and the People's Republic of Bangladesh on Promotion and Reciprocal Protection of Investments বিষয়ে মতামত প্রণয়ন

বাংলাদেশ ও শ্রীলংকার মধ্যে দ্বি-পাক্ষিক বিনিয়োগ চুক্তি সম্পাদনের লক্ষ্যে শ্রীলংকা কর্তৃক Draft agreement between the Government of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka and the People's Republic of Bangladesh on Promotion and Reciprocal Protection of Investments শীর্ষক একটি খসড়া মডেল চুক্তি প্রেরিত হয়েছে। এ মডেল চুক্তির ওপর মতামত প্রদানের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন এর নিকট অনুরোধ করা হয়। এ খসড়া মডেল চুক্তির ওপর কমিশনের মতামত বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

৪.৩.৩৩ Fifth Session of the intergovernmental negotiating committee (INC4) to develop an International legally binding Instrument on plastic pollution বিষয়ে মতামত প্রণয়ন

Fourth Session of the intergovernmental negotiating committee (INC4) to develop an International legally binding Instrument on plastic pollution এর প্রস্তুতি গ্রহণের লক্ষ্যে একটি খসড়া টেক্সট এর ওপর মতামত প্রদানের জন্য পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক এপ্রিল ২০২৪ এ মতামত প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হয়। কমিটির চতুর্থ অধিবেশন গত ২৩ থেকে ২৯ এপ্রিল ২০২৪ পর্যন্ত কানাডার অটোয়ায় অনুষ্ঠিত হয়। এ প্রেক্ষিতে, ২৫ নভেম্বর হতে ১ ডিসেম্বর ২০২৪ অনুষ্ঠিত ৫ম সভা উপলক্ষে হালনাগাদ টেক্সট এর ওপর কমিশনের মতামত প্রণয়ন করা হয়।

৪.৩.৩৪ মালদ্বীপের ট্রেড সংক্রান্ত বিষয়ে মতামত প্রেরণ

মালদ্বীপের ট্রেড পলিসি রিভিউ সম্পর্কে মালদ্বীপ সরকার কর্তৃক প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদন (ডকুমেন্ট নং-WT/TPR/G/461) ও ডব্লিওটিও সচিবালয় কর্তৃক প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদন (ডকুমেন্ট নং-WT/TPR/S/461) -এর ওপর মতামত জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের নিকট অনুরোধ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার ট্রেড পলিসি রিভিউ মেকানিজম এর আওতায় বিভিন্ন সদস্য দেশের ট্রেড পলিসি রিভিউ প্রতিবেদনের ওপর অন্যান্য সদস্য দেশসমূহের প্রশ্ন উত্থাপনের সুযোগ রয়েছে। প্রাপ্ত পত্রের প্রেক্ষিতে মালদ্বীপের ট্রেড পলিসি রিভিউ প্রতিবেদন দু'টির ওপর খসড়া প্রশ্নমালা প্রণয়ন করা হয়েছে, যা সদয় অনুমোদনের জন্য খসড়া অগ্রায়নপত্রসহ উপস্থাপন করা হলো, যা অনুমোদিত হলে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

৪.৩.৩৫ বিশ্বব্যাংক কর্তৃক প্রস্তুতকৃত খসড়া Business Ready (B-ready) ২০২৪ প্রতিবেদনের বিষয়ে মতামত প্রদান

বিশ্ব ব্যাংক Ease of Doing Business Report এর পরিবর্তে Business Ready (B-Ready) Report প্রকাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ পূর্বক ২০২৪ সালে প্রকাশের জন্য B-Ready Report প্রস্তুত করেছে। এ সংক্রান্ত একটি খসড়া প্রতিবেদনের ওপর একটি প্রেজেন্টেশন প্রদান করা হয়। এ বিষয়ে মতামত প্রদানের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের নিকট অনুরোধ করা হয়। এছাড়া, এ বিষয়ে মতামত প্রদান করার জন্য ০৪ আগস্ট ২০২৪ তারিখে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক একটি কমিটি গঠন করা হয় এবং ২১ আগষ্ট ২০২৪ তারিখে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে কমিটির একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক একটি খসড়া মতামত উপস্থাপিত হয়। উক্ত সভায় এ বিষয়ে জরুরি ভিত্তিতে মতামত প্রদানের জন্য কমিটির সকল সদস্যের নিকট অনুরোধ করা হয়। খসড়া প্রতিবেদনের ওপর প্রণীত প্রেজেন্টেশনটি পর্যালোচনাপূর্বক কমিশনের মতামত প্রণয়ন করা হয়।

৪.৩.৩৬ আমদানি-রপ্তানির সার্বিক পরিস্থিতি হালনাগাদ তথ্যাদি প্রেরণ

আফ্রিকা, এশিয়া ও মধ্য এশিয়ার দেশসমূহের সাথে বাংলাদেশের আমদানি-রপ্তানি সার্বিক পরিস্থিতি, দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক ও সংশ্লিষ্ট প্রাসঙ্গিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের হালনাগাদ তথ্যাদি প্রেরণ করার জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের নিকট অনুরোধ করা হয়। প্রাপ্ত পত্রের প্রেক্ষিতে আফ্রিকার ৯ টি দেশ (আলজেরিয়া, মিশর, ইথিওপিয়া, কেনিয়া, লাইবেরিয়া, মরিশাস, মরক্কো, নাইজেরিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকা), মধ্য এশিয়ার ১০ টি দেশ (ইরান, ইরাক, জর্ডান, লেবানন,

বাহরাইন, কুয়েত, কাতার, ওমান, সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরাত) এবং এশিয়ার অন্যান্য ৯টি দেশ (চীন, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, মালয়েশিয়া, ফিলিপাইন, থাইল্যান্ড ও ভিয়েতনাম) মোট ২৮ টি দেশের সাথে বাংলাদেশের আমদানি ও রপ্তানি বিষয়ে সার্বিক পরিস্থিতির হালনাগাদ তথ্যাদি, প্রধান ১০ টি আমদানি ও রপ্তানি পণ্য তালিকা, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সদস্য পদ সংক্রান্ত তথ্যাদি পৃথক পৃথকভাবে সংকলণ করে প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়।

৪.৩.৩৭ বাংলাদেশ ও গাম্বিয়ার মধ্যে বাণিজ্য বিনিয়োগ ও সম্প্রসারণ সংক্রান্ত হালনাগাদ তথ্য/ব্রিফ

বাণিজ্য মন্ত্রণালয় হতে বাংলাদেশ ও গাম্বিয়ার দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্যের হালনাগাদ তথ্যাদি প্রেরণের জন্য বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন-এর নিকট অনুরোধ জানানো হয়। সে মোতাবেক উভয় দেশের বৈশ্বিক বাণিজ্য পরিস্থিতি, দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ কাঠামো ইত্যাদি বিষয়ে তথ্যসহ দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্যের আপডেটেড তথ্য প্রেরণ করা হয়। বাংলাদেশ ও গাম্বিয়ার মধ্যকার বছরওয়ারী পণ্য বাণিজ্যের চিত্র নিম্নরূপ:

সারণি-১৭: বাংলাদেশ ও গাম্বিয়ার দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য

মিলিয়ন মার্কিন ডলারে

	অর্থবছর					
বিষয়	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪	২০২৫-২৬
	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪
রপ্তানি	১.৪০	১.০৪	১.৪৫	১.৭৪	০.৫৪	১.৮১
আমদানি	১.৫৯	১.৮০	১.৭৪	১.৯২	০.২৪	০

উৎস: রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো ও বাংলাদেশ ব্যাংক

৪.৩.৩৮ Bangladesh Country Private Sector Diagnostic (CPSD)-এর ওপর মতামত

International Finance Corporation (IFC) কর্তৃক 'Bangladesh Country Private Sector Diagnostic (CPSD)' শীর্ষক একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে, যা বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক কমিশনের নিকট মতামতের নিমিত্ত প্রেরণ করা হয়। প্রতিবেদনটি সরকারি ও বেসরকারি বিনিয়োগ প্রকল্প, বাজেট সহায়তা কার্যক্রম, পরামর্শমূলক পরিষেবা এবং অন্যান্য বিশ্লেষণাত্মক কাজের পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়নকে উদ্দেশ্য করে তৈরি করা হয়েছে। উক্ত প্রতিবেদনে বেসরকারি খাতের গুরুত্ব বিবেচনায় নিয়ে বাংলাদেশের জন্য সম্ভাবনাময় খাত হিসেবে চারটি খাতের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। খাতগুলো হচ্ছে- তৈরি পোশাক, মধ্যম আয়ের পরিবারের জন্য আবাসন, রঙ ও রঞ্জক এবং ডিজিটাল আর্থিক পরিষেবা। এ পরিপ্রেক্ষিতে কমিশন উক্ত খাতসমূহের পাশাপাশি কৃষি এবং চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যকেও অন্তর্ভুক্ত করার ব্যাপারে মত প্রদান করে। উল্লেখ্য, কৃষিখাত ২০২৩-২৪ অর্থবছরে জিডিপিতে ১১.১৯% অবদান রেখেছিলো এবং এখনও তা বাংলাদেশের অর্থনীতি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এছাড়া, চামড়া, মাছ, উদ্ভিজ্জ তন্তু ইত্যাদির মতো কৃষি পণ্য ও বাংলাদেশের পণ্য রপ্তানিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অন্যদিকে, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৯৬০.৮৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার রপ্তানি করে বাংলাদেশের তৈরি পোশাকের পরে পাদুকা দ্বিতীয় বৃহত্তম রপ্তানি পণ্য হিসাবে স্থান অর্জন করেছে, যার মধ্যে ৫৪৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার হচ্ছে চামড়ার জুতা। তাছাড়া, বাংলাদেশে চামড়ার উৎপাদন আশাব্যঞ্জক। সার্বিক বিবেচনায়, প্রতিবেদনে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য খাতকে একটি সম্ভাব্য খাত হিসেবে যুক্ত করা প্রয়োজন বলে কমিশন মত দেয়।

৪.৩.৩৯ বিভিন্ন দেশের সাথে বাণিজ্য সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য প্রেরণ

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হতে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দেশের সাথে দ্বিপাক্ষিক ফরেন অফিস কন্সালটেশন, নেগোসিয়েশন ইত্যাদি কাজের জন্য দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য পরিসংখ্যান, বাণিজ্য সম্পর্কিত তথ্য, আমদানি-রপ্তানি পণ্য, শুল্ক, বাণিজ্য সম্ভাবনাসমূহ ইত্যাদি তথ্যসহ Country Brief প্রেরণের অনুরোধ করে থাকে। এর পরিপ্রেক্ষিতে জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, ইউরেশিয়া, ভিয়েতনাম, ব্রাজিল ইত্যাদি দেশের সাথে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য সংক্রান্ত হালনাগাদ তথ্যাদি প্রেরণ করা হয়েছে।

৪.৩.৪০ Agro Trade Working Group এর চতুর্থ সভার জন্য এজেন্ডা প্রণয়ন

বাংলাদেশের সাথে বিভিন্ন দেশ/ট্রেড ব্লকের সাথে অগ্রাধিকার বাণিজ্য চুক্তির (PTA/FTA/EPA) নেগোসিয়েশন চলমান রয়েছে। অধিকন্তু, স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণ পরবর্তী চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার অংশ হিসেবে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার বিধি-বিধানের সাথে সঙ্গতি রেখে রপ্তানি প্রনোদনা/নগদ সহায়তা ক্রমান্বয়ে হ্রাস করা হচ্ছে। ২০২৩-২৪ ও ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে কৃষি খাতের পণ্য রপ্তানির বিপরীতে রপ্তানি প্রণোদনা/নগদ সহায়তার তুলনামূলক চিত্র নিম্নরূপ:

সারণি-১৮: বিভিন্ন কৃষিপণ্যে রপ্তানি প্রনোদনা/নগদ সহায়তা ক্রমান্বয়ে হ্রাসের চিত্র

ক্রম.	খাতের নাম	রপ্তানি প্রণোদনার হার	
		২০২৩-২৪	২০২৪-২৫
০১।	চাল রপ্তানিতে রপ্তানি ভর্তুকি	১৫.০০%	৩.০০%
০২।	আলু রপ্তানি খাতে নগদ সহায়তা	২০.০০%	১০.০০%
০৩।	কৃষিপণ্য (শাকসবজি/ ফলমুল) ও প্রক্রিয়াজাত (এগ্রোপ্রসেসিং) কৃষিপণ্য রপ্তানি খাতে রপ্তানি ভর্তুকি	২০.০০%	১০.০০%
০৪।	১০০% হালাল মাংস ও ১০০% হালাল প্রক্রিয়াকৃত মাংসজাত পণ্য রপ্তানি খাতে রপ্তানি ভর্তুকি	২০.০০%	১০.০০%

সার্বিক বিবেচনায় NTFC Agro Trade Working Group এর পরবর্তী সভায় নিম্নবর্ণিত দু'টি বিষয় এজেন্ডাভুক্ত করার সুপারিশ করা হয়:

ক) বাংলাদেশের সাথে চলমান FTA/PTA নেগোশিয়েশনে কৃষি পণ্যের বাণিজ্য সহজীকরণে গৃহীতব্য পদক্ষেপ;

খ) কৃষিপণ্যের রপ্তানি প্রণোদনা/ নগদ সহায়তার বিকল্প নির্ধারণ।

৪.৩.৪১ বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়ার মধ্যে বাণিজ্য, বিনিয়োগ ও সম্প্রসারণ সংক্রান্ত হালনাগাদ তথ্য/ব্রিফ প্রণয়ন

বিগত ১৩ এপ্রিল ২০২৫ তারিখ বাণিজ্য মন্ত্রণালয় হতে বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়ার মধ্যে বাণিজ্য, বিনিয়োগ ও সম্প্রসারণ সংক্রান্ত হালনাগাদ তথ্য/ব্রিফ চাওয়া হয়। এর প্রেক্ষিতে দুই দেশের অর্থনীতি, বাণিজ্য, বিনিয়োগ, রেমিটেন্স, ট্যারিফ কাঠামো, আমদানি, রপ্তানিসহ সার্বিক দিক বিবেচনায় নিয়ে প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়। বর্ণিত তথ্য উপাত্ত পর্যালোচনায় দেখা যায়, মালয়েশিয়ার প্রধান রপ্তানি গন্তব্য যথাক্রমে সিঙ্গাপুর, চায়না, ইউএসএ, হংকং, জাপান, থাইল্যান্ড, কোরিয়া, ভিয়েতনাম, ইন্দোনেশিয়া, অস্টেলিয়া। অন্যদিকে মালয়েশিয়ার প্রধান আমদানি গন্তব্য যথাক্রমে চায়না, সিঙ্গাপুর, ইউএসএ, তাইওয়ান, জাপান, ইন্দোনেশিয়া, কোরিয়া, থাইল্যান্ড, সৌদি আরব, অস্ট্রেলিয়া। মালয়েশিয়ার প্রধান রপ্তানিকৃত পণ্য Electronic integrated circuits, Medium oils and preparations, Natural gas, Palm oil ইত্যাদি এবং প্রধান আমদানিকৃত পণ্য Electronic integrated circuits, Medium oils and preparations, Petroleum oils, Coal ইত্যাদি। পর্যালোচনায় দেখা যায়, বাংলাদেশের সাথে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে মালয়েশিয়া একটি Trade Surplus দেশ। বর্ণিত সার্বিক বিষয় বিশ্লেষণপূর্বক তথ্য/ব্রিফ প্রস্তুত করে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

৪.৩.৪২ Concept Note: Establishment of the International Dispute Resolution Excellence Centre (IDReC) in Mauritius এর ওপর মতামত

বাণিজ্য মন্ত্রণালয় থেকে ১৩ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখ Concept Note: Establishment of the International Dispute Resolution Excellence Centre (IDReC) in Mauritius এর ওপর মতামত চাওয়া হয়। কমিশন থেকে Concept Note এর খসড়া বিশ্লেষণ করে মতামত প্রদান করা হয়েছে।

৪.৪ কমিশন কর্তৃক সম্পাদিত PTA/FTA/CEPA বিষয়ক Feasibility Study

বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন শুল্ক ও বাণিজ্য বিষয়ে সরকারকে কৌশলগত ও প্রায়োগিক পরামর্শ প্রদান করার অংশ হিসেবে বিভিন্ন দেশ বা জোটের সাথে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (FTA-Free Trade Agreement)/অর্থনৈতিক অংশীদারীত্ব চুক্তি (EPA-Economic Partnership Agreement)/অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি (PTA-Preferential Trade Agreement) সম্পাদনের সম্ভাব্যতা যাচাই সমীক্ষা পরিচালনা করে থাকে। FTA Guidelines, 2010 এবং Regional Trade Agreements Policy, ২০২২ অনুযায়ী কমিশন হতে অদ্যাবধি ৩৭ টির অধিক দেশ/ব্লকের সাথে সম্ভাব্যতা যাচাই সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে (সারণি-১৯) যা সম্ভাব্য দেশ/ব্লকের সাথে বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনে বাংলাদেশের অবস্থান নির্ধারণের নির্ণায়ক হিসেবে কাজ করে। উল্লেখ্য, বেশ কিছু দেশের সাথে ইতোপূর্বে সম্পাদিত PTA/FTA/CEPA বিষয়ক Feasibility Study বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের চাহিদার প্রেক্ষিতে একাধিকবার হালনাগাদ করা হয়েছে।

সারণি-১৯: কমিশন কর্তৃক সম্পাদিত PTA/FTA/CEPA বিষয়ক Feasibility Study-এর তালিকা

Sr	PTA /FTA/CEPA Feasibility Study	PTA/FTA/CEPA
1	Bhutan	PTA
2	China	FTA
3	Malaysia	FTA
4	Sri Lanka	FTA
5	Myanmar	FTA
6	Mauritius	FTA
7	Turkey	FTA
8	Japan	FTA
9	Iran	PTA
10	Australia	FTA
11	Lebanon	PTA
12	Nigeria	FTA
13	Mexico	FTA
14	Indonesia	PTA
15	Vietnam	FTA
16	Morocco	FTA
17	Macedonia	FTA
18	ASEAN	FTA
19	South Korea	FTA
20	MERCOUSER	FTA
21	Gulf Cooperation Council (GCC)	FTA
22	Eurasian Economic Union (EAEU)	FTA

Sr	PTA /FTA/CEPA Feasibility Study	PTA/FTA/CEPA
23	South Africa	FTA
24	USA	FTA
25	Thailand	FTA
26	Philippine	FTA
27	Singapore	FTA
28	Indian Ocean Rim Association (IORA)	FTA
29	Jordan	FTA
30	Canada	FTA
31	India	FTA/ CEPA
32	Trans Pacific Partnership (TPP)	FTA/ CEPA
33	Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)	FTA/ CEPA
34	Hong Kong	FTA
35	United Arab Emirates (UAE)	CEPA
36	Algeria	FTA
37	European Union (EU)	FTA/ CEPA

৪.৫ আর্ন্তজাতিক সহযোগিতা বিভাগের ২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরের কর্মপরিকল্পনা

জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণের লক্ষ্যে দ্বিপাক্ষিক, আঞ্চলিক ও বহুপাক্ষিক বাণিজ্য নেগোসিয়েশন ও চুক্তির ক্ষেত্রে কৌশলগত সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রম:

- ব্রিফ/মতামত/কৌশলপত্র/ইনপুটস প্রস্তুতকরণ;
- দ্বিপাক্ষিক, আঞ্চালিক ও বহুপাক্ষিক বাণিজ্য সংক্রান্ত নেগোসিয়েশনে বাংলাদেশের অবস্থান নির্ধারণের লক্ষ্যে স্টেকহোল্ডার কনসালটেশন পরিচালনা;
- বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- বাণিজ্য সংক্রান্ত নেগোসিয়েশনে বাংলাদেশ প্রতিনিধি টিমে কমিশনের প্রতিনিধি হিসেবে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের অংশগ্রহণ;
- প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মকর্তাগণের দক্ষতা বৃদ্ধি;
- বিভিন্ন দেশ/অঞ্চলের সাথে PTA/FTA/CEPA সংক্রান্ত Feasibility Study/Impact Analysis প্রতিবেদন প্রণয়ন/হালনাগাদকরণ;
- কমিশন কর্তৃক প্রস্তুতকৃত বিভিন্ন সমীক্ষা/পণ্য তালিকা/খসড়া চুক্তি বিষয়ে মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত সভা/সেমিনার/কর্মশালায় উপস্থাপন;
- সময়ে সময়ে সরকারের চাহিদা মোতাবেক বাণিজ্য ও বাণিজ্য চুক্তি বিষয়ক অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ।

পঞ্চম অধ্যায়

বাণিজ্য প্রতিবিধান বিভাগের কার্যক্রম

৫.১ ভূমিকা

ডাম্পিং ও ভর্তুকিপ্রাপ্ত পণ্য আমদানির ন্যায় অসাধু বাণিজ্য প্রতিকারের মাধ্যমে স্থানীয় শিল্পের ন্যায়সঙ্গত স্বার্থ রক্ষার কাজে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের বাণিজ্য প্রতিবিধান বিভাগ নিয়োজিত। ডাম্পিং এর বিরুদ্ধে এন্টি-ডাম্পিং, ভর্তুকিপ্রাপ্ত পণ্য আমদানির বিরুদ্ধে কাউন্টারভেইলিং এবং অত্যধিক পণ্য আমদানির বিরুদ্ধে সেইফগার্ড শুল্ক আরোপ বিষয়ে সরকারকে যথাযথ সুপারিশ প্রদান এ বিভাগের কার্যক্রমের মধ্যে অন্যতম। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার চুক্তি অনুযায়ী যদি কোন বিদেশি পণ্য স্বাভাবিক মূল্য (সাধারণত স্থানীয় বাজার মূল্য) অপেক্ষা কমমূল্যে বাংলাদেশে রপ্তানি হয়, তবে তা বাংলাদেশে ডাম্পিং হচ্ছে মর্মে গণ্য হবে। এটি স্থানীয় শিল্পের জন্য ক্ষতিকর। এরূপ ক্ষেত্রে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার নিয়ম অনুসারে দেশীয় শিল্পকে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষার জন্য এন্টি-ডাম্পিং শুল্ক আরোপ করা যায়। একইভাবে কোন পণ্য ভর্তুকি মূল্যে বাংলাদেশে রপ্তানি করা হলে তা স্থানীয় প্রতিযোগী পণ্যের সাথে দেশীয় বাজারে অসম প্রতিযোগিতা সৃষ্টি করে, যা সংশ্লিষ্ট দেশীয় শিল্পকে এর কার্যক্রম সংকোচন বা বন্ধ করতে বাধ্য করে। ন্যায্য বাণিজ্য নিশ্চিত করার জন্য এক্ষেত্রে কাউন্টারভেইলিং শুল্ক আরোপ করা যায়। তাছাড়া, কোন পণ্যের আমদানি অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে স্থানীয় শিল্পসমূহ ক্ষতিগ্রস্থ হলে, সেইফগার্ড শুল্ক আরোপ করা যায়। কোন পণ্যের ওপর এন্টি-ডাম্পিং শুল্ক আরোপ করার কারণে আমদানিকারকগণ যদি একই ধরনের পণ্য অন্য এইচ.এস কোডের আওতায় আমদানি করে, তাহলে এন্টি-সারকামভেনশন তদন্ত করার মাধ্যমে একই ধরনের পণ্যের ওপর এন্টি-ডাম্পিং শুল্ক আরোপ করা যায়।

বাণিজ্য প্রতিবিধান বিষয়ক শুল্কসমূহ আরোপের বিষয়ে সরকারকে যথাযথ সুপারিশ প্রণয়নের জন্য কমিশনের চেয়ারম্যান সরকার কর্তৃক নির্ধারিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ এবং বাণিজ্য প্রতিবিধান বিভাগ তাঁর পক্ষে উপর্যুক্ত কার্যাবলী সম্পাদন করে থাকে। এন্টি-ডাম্পিং, সাবসিডি ও কাউন্টারভেইলিং, সেইফগার্ড এবং এন্টি-সারকামভেনশন কার্যক্রমের পাশাপাশি বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের বাণিজ্য প্রতিবিধান বিভাগ ডব্লিউটিও এর স্যানিটারি ও ফাইটোস্যানিটারি কার্যক্রম এবং টেকনিক্যাল ব্যারিয়ারস টু ট্রেড সম্পর্কিত চুক্তি সংক্রান্ত কাজও সম্পাদন করে।

৫.২ বিভাগের প্রধান কার্যাবলী

বাণিজ্য প্রতিবিধান বিভাগ এর প্রধান কাজগুলি হচ্ছে:

- এন্টি-ডাম্পিং;
- কাউন্টারভেইলিং;
- সেইফগার্ড মেজার্স;
- স্যানিটারী এন্ড ফাইটোস্যানিটারী মেজার্স ও
- টেকনিক্যাল ব্যারিয়ারস টু ট্রেড সম্পর্কিত বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ ।

বাণিজ্য প্রতিবিধান বিভাগ এর মৌলিক কাজসমূহ নিম্নরূপ:

ডাম্পিং, ভর্তুকি কিংবা অস্বাভাবিক আমদানি বৃদ্ধির কারণে দেশীয় শিল্পের স্বার্থহানি নিরূপণ এবং প্রতিকারের লক্ষ্যে সরকারকে সুপারিশ প্রদান:

(ক) শিল্প প্রতিষ্ঠানের আবেদন প্রাপ্তির পর ডাম্পিং ও ভর্তুকি এবং দেশীয় শিল্পের উপর ক্ষতিকারক প্রভাব নিরূপনের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে প্রশ্নমালা প্রেরণ করা;

(খ) শিল্প প্রতিষ্ঠান হতে পূরণকৃত প্রশ্নমালা প্রাপ্তির পর ডাম্পিং অথবা ভর্তুকি এবং শিল্পের স্বার্থহানির প্রাথমিক প্রমাণাদি যাচাইপূর্বক অনুসন্ধান কার্যক্রম শুরুর গণবিজ্ঞপ্তি জারি করা;

(গ) অনুসন্ধান কার্যক্রম শুরু করার পর রপ্তানিকারক, আমদানিকারক ও সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের নিকট প্রশ্নমালা প্রেরণ করা;

(ঘ) সংশ্লিষ্ট সকলের তথ্যাদি প্রাপ্তির পর প্রয়োজনবোধে গণশুনানির আয়োজন এবং গণবিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রাথমিক প্রতিবেদন প্রণয়ন করা;

(ঙ) সকল তথ্য প্রাপ্তির পর বিশ্লেষণকরণ এবং প্রয়োজনবোধে রপ্তানিকারক দেশের শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন ও গণশুনানির মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সকলের মতামত প্রাপ্তির পর সুপারিশ প্রণয়ন এবং গণবিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রকাশ করা;

(চ) বাংলাদেশের রপ্তানিকৃত পণ্যের উপর অন্য কোন দেশ কর্তৃক এন্টিডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং এবং সেফগার্ড মেজার্স গ্রহণের কারণে দেশীয় রপ্তানি বাধাগ্রস্ত হলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।

৫.৩ ২০২৪-২৫ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যক্রম:

(ক) এন্টি-ডাম্পিং বিষয়ে সচেতনতামূলক সেমিনার আয়োজন

২০২৪-২৫ অর্থবছরে কার্য সম্পাদনের লক্ষ্যে এন্টি-ডাম্পিং বিষয়ে সচেতনতামূলক ২ (দুই) টি সেমিনার আয়োজনের জন্য নির্ধারিত ছিল। ২০ জানুয়ারি ২০২৫ এবং ২৮ মে ২০২৫ তারিখে সেমিনার দু'টি বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের সম্মেলনকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনার বাংলাদেশের রপ্তানিকারক ও উৎপাদক শ্রেণী এবং সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এন্টি-ডাম্পিং বিষয়ে শিল্পোদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির নিমিত্ত সেমিনারটি অনুষ্ঠিত হয়।

(খ) বাণিজ্য প্রতিবিধান সংক্রান্ত বিশেষায়িত কর্মশালা আয়োজন

২০২৪-২৫ অর্থবছরে কার্য সম্পাদনের লক্ষ্যে বাণিজ্য প্রতিবিধান সংক্রান্ত বিশেষায়িত ১ টি কর্মশালা নির্ধারিত ছিল। বিশেষায়িত কর্মশালাটি ১৮ মে ২০২৫ তারিখে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় বাংলাদেশের রপ্তানিকারক ও উৎপাদক শ্রেণী এবং সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। বাণিজ্য প্রতিবিধান মেজার্স বিষয়ে শিল্পোদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির নিমিত্ত কর্মশালাটি অনুষ্ঠিত হয়।

(গ) এন্টি-ডাম্পিং প্রশ্নমালা পূরণ সংক্রান্ত বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ আয়োজন

২০২৪-২৫ অর্থবছর কার্য সম্পাদনের লক্ষ্যে এন্টি-ডাম্পিং প্রশ্নমালা পূরণ সংক্রান্ত ১ টি বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ আয়োজনের জন্য নির্ধারিত ছিল। ২২ জুন ২০২৫ তারিখে প্রশিক্ষণটি বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণে বাংলাদেশের রপ্তানিকারক ও উৎপাদক শ্রেণী এবং সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এন্টি-ডাম্পিং প্রশ্নমালা পূরণ বিষয়ে শিল্পোদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

(ঘ) বাণিজ্য প্রতিবিধান ব্যবস্থা/এসপিএস-টিবিটি/আর্থিক প্রণোদনা/শিল্প সহায়তা বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধিতে দিনব্যাপী অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ

২০২৪-২৫ অর্থবছরে কার্য সম্পাদনের লক্ষ্যে বাণিজ্য প্রতিবিধান ব্যবস্থা/এনপিএন-টিবিটি/আর্থিক প্রণোদনা/শিল্প সহায়তা বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধিতে অভ্যন্তরীণ প্রশক্ষিণটি ১০ মার্চ ২০২৪ তারিখে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণে কমিশনের কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন।

(ঙ) এলডিসি গ্রাজুয়শেন পরর্বতী বাণজ্যি চ্যালঞ্জে মোকাবলোয় করণীয় র্শীষক অংশীজনরে সমন্বয়ে একটি র্কমশালা

২০২৪-২৫ অর্থবছরে কার্য সম্পাদনের লক্ষ্যে এলডিসি গ্রাজুয়শেন পরর্বতী বাণজ্যি চ্যালঞ্জে মোকাবলোয় করণীয় র্শীষক অংশীজনের সমন্বয়ে একটি কর্মশালা ১৮ ফেব্রয়ারি ২০২৫ তারিখে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় বাংলাদেশের রপ্তানিকারক ও উৎপাদক শ্রেণী এবং সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

(ছ) চলমান এন্টি-ডাম্পিং কেইসসমূহ

সারণি ২০: বর্তমানে চলমান এন্টি-ডাম্পিং কেইসসমূহ

ক্রমিক নং	পণ্য	এইচ এস কোড	আরোপকারী দেশ	সাল	বর্তমান অবস্থা	মন্তব্য
০১.	পাটের ব্যাগ	৬৩০৫১০০০	ব্রাজিল	১৯৯২	২০২২ সালের সেপ্টেম্বর মাসের সানসেট রিভিউ দ্বারা অব্যাহত রাখা হয়।	প্রতি কেজি পাট পণ্যে ০.১৬ ইউএস ডলার শুল্ক আরোপ করা হয়।
০২.	হাইড্রোজেন পার অক্সাইড	২৮৪৭০০০০	পাকিস্তান	২০১৬	২০২১ সালের সানসেট রিভিউ দ্বারা নতুন শুল্ক আরোপ করা হয়।	ক. তাসনিম ক্যামিকেল কমপ্লেক্স এর জন্য ১২.১৪% শুল্ক; খ. সামুদা ক্যামিকেল কোম্পানি এর জন্য ১০.৬৭% শুল্ক, এবং গ. অন্যান্য রপ্তানিকারকদের জন্য ১২.১৪% শুল্ক।
০৩.	পাট পণ্য	৫৩০১, ৫৩০৭, ৫৩১৬, ৬৩০৫	ভারত	২০১৭	২০২২ সালের সানসেট রিভিউ দ্বারা নতুন করে শুল্ক আরোপ করা হয়।	রপ্তানিকারকদের উপর ভিত্তি করে প্রতি টন পাট পণ্যে ০ থেকে ৩৫১.৭২ ইউএস ডলার শুল্ক আরোপ করা হয়।
০৪.	ইয়ার্নস অফ সিনথেটিক এন্ড আর্টিফিসিয়াল স্ট্যাম্পল ফাইবার	৫৫.০৮, ৫৫.০৯ ৫৫০৯.৫২, এবং ৫৫০৯.৩১, ৫৫.০১, ৫৫১০.২০ এবং ৫৫.১১	তুরস্ক	২০১৮	চলমান	প্রতি কেজি পণ্যে ০.৮০ ইউএস ডলার শুল্ক আরোপ করা হয়।
০৫.	গ্লোবস, ১০০% টেক্সটাইল ফেব্রিক এর তৈরী	৬১১৬১০০০	আর্জেন্টিনা	২০২১	চলমান	আর্জেন্টিনা কতৃক ৪২% শুল্ক আরোপ করা হয়।

৫.৪ বাণিজ্য প্রতিবিধান ব্যবস্থা কাউন্টারভেইলিং ও এন্টি-ডাম্পিং শীর্ষক প্রশিক্ষণ

২২ জুন ২০২৫ তারিখে কমিশনের সম্মেলন কক্ষে কমিশনের কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত "বাণিজ্য প্রতিবিধান ব্যবস্থা কাউন্টারভেইলিং ও এন্টি-ডাম্পিং শীর্ষক" অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসেবে কমিশনের চেয়ারম্যান (সচিব) ড. মইনুল খান উপস্থিত ছিলেন

৫.৫ ২০২৫-২৬ অর্থবছরে গৃহীত কর্মপরিকল্পনা

এন্টি-ডাম্পিং/কাউন্টারভেইলিং/সেইফগার্ড মেজার্স বিষয়ে অংশীজনের সমন্বয়ে সচেতনতামূলক ০২ (দুই) টি প্রশিক্ষণ আয়োজন;

- কাউন্টারভেইলিং বিষয়ক ০১ (এক) টি কর্মশালা;
- এসপিএস ও টিবিটি বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধি কল্পে ০১ (এক) টি অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ;
- অসাধু বাণিজ্য প্রতিবোধ (এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং ও সাবসিডিজ, সেইফগার্ড মেজার্স) বিষয়ে সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থার চাহিদার আলোকে মতামত/প্রতিবেদন প্রেরণ।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বাণিজ্য নীতি বিভাগ

৬.১ ভূমিকা

বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের বাণিজ্য নীতি বিভাগের প্রধান কাজ দেশীয় শিল্পের স্বার্থ সংরক্ষণ। বিভিন্ন পণ্যের আমদানি ও উৎপাদন পর্যায়ে শুল্কহার হ্রাস/ বৃদ্ধি বিষয়ে যৌক্তিকতাসহ সরকারকে যথাযথ পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে কমিশন দায়িত্ব পালন করে থাকে। শিল্প প্রতিষ্ঠান বা সংগঠনের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে পণ্যের উৎপাদন খরচ, কাঁচামালের আমদানি ব্যয়, সম্পূর্ণায়িত পণ্যের আমদানি ব্যয়, জনবল, উৎপাদন ক্ষমতা, মূল্য সংযোজন, উৎপাদিত পণ্যের গুণগতমান ইত্যাদি বিশ্লেষণ করে কমিশন সুপারিশ প্রণয়ন করে। তথ্য বিশ্লেষণের কাজে কমিশন কতগুলি অর্থনৈতিক নির্দেশক [যেমন: ইফেকটিভ রেইট অব প্রটেকশন (ই.আর.পি), ডমেস্টিক রিসোর্স কস্ট (ডি.আর.সি) ইত্যাদি] ব্যবহার করে থাকে। এছাড়া, বাজার অর্থনীতি, অর্থনৈতিক পরিবেশ, দ্বি-পাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক বাণিজ্য ও শুল্ক চুক্তি, জনমত ইত্যাদি বিষয়ও বিবেচনা করা হয়। প্রয়োজনে কমিশন গণশুনানির আয়োজনও করে থাকে। এ ছাড়াও, নিয়মিত মন্ত্রণালয়ের চাহিদা অনুযায়ী তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে কমিশনের 'মনিটরিং সেল' বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন প্রেরণ করে, যার আলোকে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সমগ্র বাংলাদেশের 'দ্রব্যমূল্য মনিটরিং'-এর কাজ পরিচালনা করছে। উল্লেখ্য, Control of Essential Commodities Act, 1956) section-3 এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে অত্যাবশ্যকীয় পণ্য বিপণন ও পরিবেশক নিয়োগ আদেশ, ২০১১ এর অনুচ্ছেদ ২০ অনুযায়ী বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের মনিটরিং সেল বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে। এ আদেশের আওতায় চিনি ও ভোজ্যতেল প্রাথমিকভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। পরবর্তীতে ১৫ জুলাই, ২০১২ তারিখে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের একটি আদেশে পেঁয়াজ, রসুন, মশুর ডাল, ছোলা, সকল ধরণের মশলা এবং খাবার লবণ অত্যাবশ্যকীয় পণ্য হিসেবে ঘোষণা করা হয়। সে মোতাবেক সকল পণ্যের আন্তর্জাতিক ও স্থানীয় মূল্য পর্যালোচনা করে মতামত বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। গত ২০ জুন, ২০১২ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় শিল্প উন্নয়ন পরিষদের (এনসিআইডি) সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক শিল্পের বিভিন্ন খাত-উপখাত ভিত্তিক ট্যারিফ কাঠামোর সুপারিশ প্রণয়নের লক্ষ্যে চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের নেতৃত্বে শিল্প মন্ত্রণালয়, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং সংশ্লিষ্ট খাতের প্রতিনিধি সমন্বয়ে 'শিল্প কাঁচামাল ও মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানির ক্ষেত্রে শুল্ক নির্ধারণ' বিষয়ক একটি কমিটি গঠিত হয়েছে। কমিটির অনুমোদনক্রমে শুল্ক সংক্রান্ত সুপারিশ বাজেটে প্রতিফলনের জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে প্রেরণ করা হয়।

৬.২ বাণিজ্য নীতি বিভাগের কার্যক্রম

(ক) শিল্প সহায়তা বিশ্লেষণ;

(খ) শিল্প খাতের ওপর সমীক্ষা পরিচালনা ও প্রতিবেদন প্রণয়ন;

(গ) বাণিজ্য নীতি মডেলিং ও উপাত্ত ব্যবস্থাপনা বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ;

(ঘ) অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের সাপ্লাই চেইন পর্যবেক্ষণ এবং স্থানীয় বাজার দর মনিটরিং।

৬.৩ ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে বাণিজ্য নীতি বিভাগের সম্পাদিত কার্যক্রমের বিবরণ

৬.৩.১ ঈদ-উল-আজহা ২০২৫ উপলক্ষ্যে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কাঁচা চামড়ার মূল্য পর্যালোচনা বিষয়ে কমিশনের মতামত

বাংলাদেশে প্রতি বছর ঈদ-উল-আযহায় দেশে মোট চামড়ার চাহিদার ৫০% সংগৃহীত হয়ে থাকে। কাঁচা চামড়ার সম্ভাব্য মূল্য নির্ধারণ সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রণয়নের লক্ষ্যে দেশে প্রধান প্রধান চামড়া বিক্রয় কেন্দ্রে কাঁচা চামড়ার স্থানীয় বাজারমূল্য সরেজমিনে পরিদর্শন করে স্থানীয় মূল্য সংগ্রহ, বিগত বছরে সরকার নির্ধারিত চামড়ার মূল্য, কাঁচা চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণে ব্যবহৃত লবণের মূল্য, পরিবহণ ব্যয়, মৌসুমি শ্রমিকের মজুরি ও আন্তর্জাতিক বাজারে কাঁচা চামড়ার মূল্য পর্যালোচনা করা

হয়। বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন কর্তৃক গঠিত ০৪ টি পরিদর্শন দল ঢাকার পোস্তা চামড়ার বাজার, চট্টগ্রামের আতুরার ডিপো চামড়ার বাজার, খুলনার গল্লামারি ও নাটোরের চকবৈদ্যনাথ চামড়ার বাজার (উত্তর অঞ্চলের প্রধান চামড়া বিক্রয় কেন্দ্র) সরেজমিনে পরিদর্শন করে। পরিদর্শনকালে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, স্থান ভেদে প্রতি পিস গরু/মহিষ এর কাঁচা চামড়ার ক্রয় মূল্য ৩৫০-১৩০০ টাকা এবং ছাগল/ভেড়ার প্রতি পিস কাঁচা চামড়ার ক্রয় মূল্য ৫০-১২০ টাকা।

০২। আন্তর্জাতিক বাজারে কাঁচা চামড়া সরাসরি বাণিজ্য হয় না; তাই কাঁচা চামড়ার মূল্য পাওয়া যায় না। তবে, বিভিন্ন ওয়েবসাইটের তথ্য অনুযায়ী ভারত ও পাকিস্তানে প্রতি বর্গফুট গরুর কাঁচা চামড়ার মূল্য (বাংলাদেশি টাকায়) নিম্নের সারণিতে দেয়া হলো। উল্লেখ্য যে, প্রাপ্ত মূল্য লবণযুক্ত কি না তা উল্লেখ করা হয়নি।

সারণি ২১: ভারত ও পাকিস্তানে প্রতি বর্গফুট গরুর কাঁচা চামড়ার মূল্য

প্রতি বর্গফুট (টাকা)

দেশ	ফেব্রুয়ারি	মার্চ	এপ্রিল	মে
ভারত	২৪.৭৫-২৯.৯৪	২৪.৮৭-২৮.৭০	২৪.৯৪-৩০.২২	২৫.০৩-৩০.৩৯
পাকিস্তান	১৫.০৫-৪৫.৫৮	১৫.০৫-৪৫.১৫	১৪.৬২-৪৪.৭২	১৪.১৯-৪৪.২৯

উৎস: https.www.selinawamucii.com, indexbox.com, leathernews.com, greenpost.com

০৩। আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় দেশে এ বছর লবণের বাম্পার উৎপাদন হয়েছে তাই লবণের মূল্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা নেই। তবে, গত বছরের তুলনায় পরিবহন ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। চামড়ার স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজার দর, বিগত ৩ বছররে মূল্য, লবণরে মূল্য, পরিবহন ব্যয়, মৌসুমি শ্রমিকের মজুরি, বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার, মূল্যস্ফীতি ও অন্যান্য ব্যয় এবং কমিশনে অনুষ্ঠিত অংশীজন সভায় প্রাপ্ত মতামত বিবেচনায় কমিশন কর্তৃক কাঁচা চামড়ার সম্ভাব্য মূল্য নির্ধারণে কমিশনের সুপারিশ:

সারণি ২২: কমিশন কর্তৃক কাঁচা চামড়ার সম্ভাব্য মূল্য

বিবরণ	সম্ভাব্য মূল্য (প্রতি বর্গফুট)
গরু	৫৮-৬৩ টাকা (গড় মূল্য-৬০.৫)
ছাগল	২০-২৫ টাকা (গড় মূল্য-২২.৫)
বকরি	১৮-২২ টাকা (গড় মূল্য-২০)

উৎস: বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন

সারণি ২৩: সাইজ অনুযায়ী কোরবানিদাতা পর্যায়ে লবণ বিহীন (প্রাথমিক বিক্রয়) কাঁচা চামড়ার সম্ভাব্য মূল্য

ছোট (গরু) (সাইজ ১৫ থেকে ১৮ বর্গফুট)	মাঝারি (গরু) (সাইজ ১৮ থেকে ২৪ বর্গফুট)	বড় (গরু) সাইজ ২৫ থেকে ৩৫ বর্গফুট	ছাগল (সাইজ ৩ থেকে ৭ বর্গফুট)	বকরি সাইজ ৩ থেকে ৬ বর্গফুট
৪০০ থেকে ৫৩৮ টাকা গড় মূল্য: ৪৬৯ টাকা	৬১৩ থেকে ৭৩৮ টাকা গড় মূল্য: ৬৭৫.৫ টাকা	৮১৩ থেকে ১১৩৮ টাকা গড় মূল্য: ৯৭৫.৫ টাকা	৬০ থেকে ১১০ টাকা গড় মূল্য: ৮৫ টাকা	৫০ থেকে ৮৫ টাকা গড় মূল্য: ৬৭.৫ টাকা

উৎস: বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন

কমিশনের পর্যবেক্ষণ/ সুপারিশ

১. অধিক উষ্ণতার কারণে সংরক্ষণ ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা আছে;

২. মৌসুমি শ্রমিকের মজুরি বৃদ্ধি পেয়েছে;

৩. গত বছরের তুলনায় এ বছর পরিবহণ ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে;

৪. ব্যাংক সুদের হার বৃদ্ধি পাওয়ায় আর্থিক ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে;

৫. রপ্তানির ক্ষেত্রে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার বৃদ্ধি পাওয়ায় স্থানীয় রপ্তানিকারকের প্রকৃত আয় বৃদ্ধি পেয়েছে;

৬. গত বছর প্রতি কেজি লবণের মূল্য ছিল ১৪.৩৭ টাকা এ বছর প্রতি কেজি লবণের মূল্য ১১.৮১ টাকা।

৭. গত বছরের তুলনায় প্রতি কেজি লবণের মূল্য হ্রাস পায় ২.৫৬ টাকা;

৮. সরকার চামড়ার মূল্য প্রতি বর্গফুটে নির্ধারণ করলেও কোরবানি দাতা/পশু জবাইকারী পর্যায়ে চামড়া প্রতি ইউনিটে বিক্রয় হওয়ায় প্রকৃত মূল্য প্রতিফলিত হয় না; এবং

৯. কোরবানিদাতা কর্তৃক সরকার নির্ধারিত কাঁচা চামড়ার মূল্য নিশ্চিত হওয়ার লক্ষ্যে প্রতি স্কয়ার ফিট চামড়ার মূল্যের পাশাপাশি গরু ও মহিষের ক্ষেত্রে চামড়ার সাইজ ছোট, মাঝারি ও বড় চামড়ার মূল্য নির্ধারণ করা যেতে পারে। কারণ সাধারণ বিক্রেতা কর্তৃক সরকার নির্ধারিত স্কয়ার ফিটকে সাইজে রূপান্তর করা সম্ভব হয় না।

১০. মূল্য নির্ধারণের পূর্বে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের নিয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক একটি সভা আহ্বান করা যেতে পারে।

৬.৩.২ ভোজ্যতেলের মূল্য পর্যালোচনা সংক্রান্ত বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের প্রতিবেদন

সম্প্রতি আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত সয়াবিন ও আরবিডি পাম তেলের মূল্যের ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা বিবেচনায় অপরিশোধিত/পরিশোধিত সয়াবিন ও পাম তেল আমদানিতে মূল্য সংযোজন কর (মূসক) ১৫% থেকে হ্রাস করে ১০% নির্ধারণ করে এবং উৎপাদন ও বিপণন পর্যায়ে আরোপিত সমুদয় মূসক অব্যাহতি প্রদান করে। যার মেয়াদ গত ৩১ মার্চ ২০২৫ তারিখ শেষ হওয়ার পর মূল্য সংযোজন করের আদর্শ হার বিবেচনায় গত ১৫ এপ্রিল ২০২৫ তারিখ ভোজ্যতেলের মূল্য নির্ধারণ করে। বর্তমানে আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত সয়াবিন ও পাম তেলের মূল্যের প্রবণতা স্থিতিশীল রয়েছে। বিদ্যমান অবস্থা বিবেচনায় অভিন্ন মূল্য নির্ধারণ পদ্ধতি অনুযায়ী জুন ২০২৫ মাসের অপরিশোধিত সয়াবিন তেলের আমদানি মূল্য (ইনবন্ড ও এক্সবন্ড) ও এলসি খোলার গড় মূল্য পর্যালোচনা করা হয়।

কমিশনের পর্যবেক্ষণ/ সুপারিশ

১. সরকার সর্বশেষ ১৫ এপ্রিল, ২০২৫ তারিখ ভোজ্যতেলের মূল্য নির্ধারণ করে;

২. আন্তর্জাতিক বাজারে গত ১৫ এপ্রিল ২০২৫ তারিখ অপরিশোধিত সয়াবিন ও পাম তেলের এফওবি মূল্য ছিল যথাক্রমে ১০০৩ মা.ডলার ও ১০৫২ মা.ডলার। বর্তমানে ১৫ জুলাই ২০২৫ তারিখে অপরিশোধিত সয়াবিন ও আরবিডি পাম তেলের এফওবি মূল্য যথাক্রমে ১০৭৯ মা.ডলার ও ১০১৭ মা.ডলার;

৩. উক্ত সময়ে আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত সয়াবিন তেলের মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ০.৭% এবং পাম তেলের মূল্য হ্রাস পেয়েছে ৩%;

৪. স্থানীয় বাজারে পাম তেলের ব্যবহার ৫৫%-৬০%। অভিন্ন মূল্য নির্ধারণ পদ্ধতি অনুযায়ী প্রতি লিটার খোলা পাম তেলে ১৯ টাকা এবং প্রতি লিটার সয়াবিন তেলে ১ টাকা মূল্য হ্রাস করার সুযোগ রয়েছে।

৫. বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ভোজ্যতেল পরিশোধনকারী মিলসমূহের সাথে আলোচনাক্রমে ভোজ্যতেলের মূল্য পুন:নির্ধারণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

সারণি ২৪: ভোজ্যতেলের বর্তমান দাম ও কমিশনের সুপারিশ

পণ্যের নাম	পরিমাপের একক	দাম ও প্রস্তাব	মিলগেট মূল্য	পরিবেশক মূল্য	সর্বোচ্চ খুচরা (MRP)	হ্রাস/বৃদ্ধি টাকা	হ্রাস/বৃদ্ধি %
সয়াবিন (খোলা)	১ (এক) লিটার	বর্তমান দাম			১৬৯.০০		
		কমিশনের হিসেবে	১৬৩.৩৪	১৬৫.৩৪	১৬৮.৩৪	-১.০০	-০.৬২%
সয়াবিন (বোতল)	১ (এক) লিটার	বর্তমান দাম			১৮৯.০০		
		কমিশনের হিসেবে	১৮০.৭৬	১৮৩.৭৬	১৮৮.৭৬	-০.২৪	০.০০%
সয়াবিন (বোতল)	৫ (পাঁচ) লিটার	বর্তমান দাম			৯২২.০০		
		কমিশনের হিসেবে	৮৭৪.৭৭	৮৮৯.৭৭	৯১৪.৭৭	-৭.২৩	০.০৭%
পাম সুপার (খোলা)	১ (এক) লিটার	বর্তমান দাম			১৬৯.০০		
		কমিশনের হিসেবে	১৪৪.১৬	১৪৬.১৬	১৪৯.১৬	-১৯.৮৪	১১.৩৩%

৬.৩.৩ গরম মসল্লা ও ড্রাই ফ্রুটস আমদানিতে বিদ্যমান শুল্ক-করহার পুনঃনির্ধারণ সংক্রান্ত বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের প্রতিবেদন

বাংলাদেশ পাইকারী গরম মসল্লা ব্যবসায়ী সমিতি গরম মসল্লা ও ড্রাই ফ্রুটস (জিরা, দারুচিনি, এলাচ, লবঙ্গ, কিশমিশ, কাজু বাদাম, কাঠ বাদাম, পেস্তা বাদাম ও আলু বোখারা) এর ওপর আরোপিত উচ্চ শুল্ক-করহার ও অযৌক্তিক শুল্কায়নযোগ্য মূল্য থাকায় দেশে এ সকল পণ্যের মূল্য অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং অনানুষ্ঠানিক পদ্ধতিতে আমদানি উৎসাহিত হচ্ছে মর্মে মাননীয় বাণিজ্য উপদেষ্টা বরাবর পত্র প্রেরণ করে। মাননীয় বাণিজ্য উপদেষ্টা পণ্যগুলোর স্থানীয় বাজারে সরবরাহ ও মূল্য স্থিতিশীল রাখার নিমিত্ত আবেদনে উল্লিখিত বক্তব্য ও তথ্যাদি যাচাই করে সুপারিশ প্রেরণের নিমিত্ত বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনকে নির্দেশনা প্রদান করেন। এ পরিপ্রেক্ষিতে উল্লিখিত ০৯টি পণ্যের বর্তমানে প্রযোজ্য শুল্ক-করহার এবং শুল্কায়নযোগ্য মূল্য যৌক্তিকভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে কিনা তা পর্যালোচনা করে সুপারিশ প্রেরণের নিমিত্ত কমিশন কর্তৃক এ সকল পণ্যের স্থানীয় চাহিদা ও উৎপাদন, আমদানির পরিমাণ, আমদানিতে বিদ্যমান শুল্ক-করহার, শুল্কায়নযোগ্য মূল্য ও স্থানীয় বাজারদর পর্যালোচনা করা হয়। উল্লেখ্য, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের এসআরও নং: ২৫৯-আইন-২০১২ তারিখঃ ১৯ জুলাই ২০১২ অনুযায়ী জিরা, দারুচিনি, এলাচ ও লবঙ্গ-কে 'অত্যাবশ্যকীয় পণ্য' হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। সেই অনুযায়ী এ সকল পণ্যের মূল্য ভোক্তার ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে থাকা প্রয়োজন।

কমিশনের পর্যবেক্ষণ

১. গরম মসল্লা ও ড্রাই ফ্রুটস হিসেবে আমদানিকৃত জিরা, এলাচ, দারুচিনি, লবঙ্গ, কিশমিশ, কাজু বাদাম, কাঠ বাদাম, পেস্তা বাদাম, আলু বোখারা জাতীয় পণ্যের তেমন কোন স্থানীয় উৎপাদন নেই। সম্প্রতি, দেশে পাহাড়ি অঞ্চলে স্বল্প পরিসরে কাজু বাদামের উৎপাদন শুরু হয়েছে;

২. গরম মসল্লা ও ড্রাই ফ্রুটস এর মধ্যে জিরা, দারুচিনি, এলাচ ও লবঙ্গ-কে সরকার কর্তৃক "অত্যাবশ্যকীয় পণ্য" হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে;

৩. গরম মসল্লা ও ড্রাই ফ্রুটস এর যে পরিমাণ চাহিদা আমদানির পরিমাণ তার চেয়ে অনেক কম হওয়ায় একটা বড় অংশ অনানুষ্ঠানিকভাবে (চোরাচালান বা মিথ্যা ঘোষণায়) দেশে প্রবেশ করছে;

৪. গরম মসল্লা ও ড্রাই ফ্রুটস আমদানিতে ২৫% সিডি, কিছু পণ্যে ২০% এসডি এবং কয়েকটি পণ্যে ভ্যাট ও ২০% আরডিসহ উচ্চহারে শুল্কারোপিত রয়েছে;

৫. অধিকন্তু, আমদানি সংশ্লিষ্ট শুল্ক স্টেশনসমূহ এ সকল পণ্যের আমদানির ক্ষেত্রে প্রকৃত বিনিময় মূল্যকে ভিত্তি না ধরে উচ্চহারে শুল্কায়নযোগ্য মূল্য নির্ধারণপূর্বক শুল্ক-কর আদায় করা হয়;

৬. উচ্চ হারে শুল্ক-কর আরোপ এবং উচ্চ হারে শুল্কায়নযোগ্য মূল্য নির্ধারণের ফলে স্থানীয়ভাবে একদিকে মূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে, অন্যদিকে আনুষ্ঠানিক পদ্ধতিতে আমদানি নিরুৎসাহিত হচ্ছে;

৭. আনুষ্ঠানিক পদ্ধতিতে আমদানি নিরুৎসাহিত হওয়ায় বিদ্যমান শুল্ক-করহারে সরকার যে পরিমাণ রাজস্ব পাওয়ার কথা সে পরিমাণ রাজস্ব পাচ্ছে না;

৮. গরম মসল্লা ও ড্রাই ফ্রুটস-কে অত্যাবশ্যকীয় ও নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য বিবেচনায় বিদ্যমান শুল্ক-করহার ও শুল্কায়ন মূল্য যৌক্তিকীকরণ করা হলে আনুষ্ঠানিক পদ্ধতিতে আমদানি উৎসাহিত হবে, স্থানীয় মূল্য হ্রাস পাবে এবং আমদানির পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় রাজস্বের পরিমাণও বাড়বে; এবং

৯. আলোচ্য সকল পণ্যের আমদানির পর ভোক্তার নিকট সরবরাহ পর্যন্ত তেমন কোন মূল্য সংযোজন না হওয়ায় সকল ক্ষেত্রে এআইটি ৫% থেকে হ্রাস করে ২% এবং একইসাথে এটি ০% করা যৌক্তিক মর্মে প্রতীয়মান।

কমিশনের সুপারিশ

উপর্যুক্ত পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণের আলোকে গরম মসল্লা ও ড্রাই ফ্রুটস-কে 'অত্যাবশ্যকীয়' এবং নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য বিবেচনায় এ সকল পণ্যের স্থানীয় মূল্য ও সরবরাহ স্থিতিশীলকরণের নিমিত্ত কমিশনের সুপারিশ নিম্নরূপ:

ক) জিরা, এলাচ, দারুচিনি, লবঙ্গ, কিশমিশ, কাঠ বাদাম, পেস্তা বাদাম, আলু বোখারা আমদানিতে শুল্ক-করহার নিম্নরূপভাবে নির্ধারণ করা যেতে পারে:

সারণি ২৫: আমদানির শুল্ক-করহার নির্ধারণে কমিশনের সুপারিশ

ক্রম	এইচ.এস কোড	বিবরণ	সিডি	এসডি	ভ্যাট	এআইটি	এটি	আরডি	টিটিআই
০১.	০৯০৯৩১৯০	জিরা	২৫	০	০	২	০	০	২৭
০২.	০৯০৬১১৯০	দারুচিনি	২৫	০	০	২	০	০	২৭
০৩.	০৯০৮৩১৯০	এলাচ	২৫	০	০	২	০	০	২৭
০৪.	০৯০৭১০৯০	লবঙ্গ	২৫	০	০	২	০	০	২৭
০৫.	০৮০৬২০৯০	কিশমিশ	২৫	০	০	২	০	০	২৭
০৬.	০৮০২১২৯০	কাঠ বাদাম	২৫	০	১৫	২	০	০	৪৫.৭৫
০৭.	০৮০২৫২৯০	পেস্তা বাদাম	২৫	০	১৫	২	০	০	৪৫.৭৫
০৮.	০৮১৩২০৯০	আলু বোখারা	২৫	০	০	২	০	০	২৭

খ) গরম মসল্লা ও ড্রাই ফ্রুটস আমদানিতে শুল্কায়নযোগ্য মূল্য নির্ধারণে এ সকল পণ্যের প্রকৃত আন্তর্জাতিক বাজারদর ও প্রকৃত বিনিময় মূল্যকে বিবেচনায় নেয়া যেতে পারে। এলসি ওপেনিং ব্যাংকে সংগৃহীত এলসি মূল্যও এক্ষেত্রে বিবেচনায় আসতে পারে; এবং

গ) গরম মসল্লা ও ড্রাই ফ্রুটস এর অনানুষ্ঠানিক বাণিজ্য রোধে সীমান্ত রক্ষা বাহিনী বিজিবি ও সীমান্ত সংশ্লিষ্ট জেলাসমূহে চোরাচালান বিরোধী টাস্কফোর্স এবং এনবিআরের অধীন শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরসহ অন্যান্য সংস্থাকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা যেতে পারে।

৬.৩.৪ রমজানকে সামনে রেখে অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের সার্বিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা সংক্রান্ত বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের প্রতিবেদন

পবিত্র মাহে রমজানে অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের চাহিদা, স্থানীয় উৎপাদন, আমদানি, আমদানিতে বিদ্যমান শুল্ক কাঠামো, স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারদর এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের পূর্বাভাস পর্যালোচনা করে কমিশন কর্তৃক একটি বিশ্লেষণাত্মক প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়। রমজানকে সামনে রেখে সৃষ্ট বর্ধিত চাহিদা কেন্দ্রিক পণ্যসমূহ মূলতঃ চাল, গম, ভোজ্যতেল, চিনি, পেঁয়াজ, মশুর ডাল, ছোলা, আলু, ডিম ও খেজুর। গত ০৩ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখ প্রকাশিত বিশ্ব ব্যাংকের কমোডিটি মূল্য তথ্য সংক্রান্ত (পিংক শীট) পর্যালোচনায় দেখা যায়, গত ডিসেম্বর ২০২৪ মাসে এনার্জি, নন এনার্জি, ফুড (অয়েল এন্ড মিলস), আদার ফুড, পণ্যের কাঁচামাল ও ফার্টিলাইজারের মূল্যে নিম্নমূখী প্রবণতা বিরাজমান। শুধু ফুড (গ্রেইন্স) ভুক্ত রাইস, মেইজ ও বার্লি এর মূল্যে উর্ধ্বমূখী প্রবণতা দেখা যাচ্ছে।

কমিশনের বিশ্লেষণ

স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত পণ্যসমূহের মধ্যে মুড়িকাটা পেঁয়াজের উৎপাদন মৌসুম শুরু হওয়ায় পেঁয়াজের স্থানীয় মূল্য হ্রাস পেয়েছে। বাজারে শীতকালীন সবজির সরবরাহ বৃদ্ধি পাওয়ায় ডিমের ব্যবহার হ্রাস পেয়েছে এর ফলে স্থানীয় বাজারে ডিমের মূল্য স্থিতিশীল রয়েছে। আন্তর্জাতিক বাজারে ভোজ্যতেলের মূল্য নিম্নমূখী প্রবণতা বিরাজমান থাকা এবং ভোজ্যতেল আমদানিতে শুল্ক-কর হ্রাস করায় পবিত্র রমজানে ভোজ্যতেলের স্থানীয় মূল্য হ্রাসের সম্ভাবনা রয়েছে। চালের স্থানীয় উৎপাদন হ্রাস পাওয়ায় সরকার চাল আমদানিতে সকল প্রকার শুল্ক-কর অব্যাহতি প্রদান করেছে। চাল আমদানির নিমিত্ত প্রায় ৪.৭৫ লক্ষ মে. টনের এলসি খোলা হয়েছে। আমদানিকৃত চাল স্থানীয় বাজারে প্রবেশ করলে মূল্যে স্থিতিশীলতা আসবে বলে প্রতীয়মান। পবিত্র মাহে রমজানকে সামনে রেখে খেজুর আমদানিতে শুল্ক-কর রেয়াত প্রদান করা হয়েছে। শুল্ক-কর রেয়াতের ফলে খেজুর আমদানির এলসি খোলার প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

৬.৩.৫ স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত পণ্য ক্লোরিনেটেড প্যারাফিন ওয়াক্স ঈচড-কে শুল্ক সুরক্ষা প্রদানের নিমিত্ত এর প্রধান কাঁচামাল নরমাল প্যারাফিন ওয়াক্স আমদানিতে শুল্ক-কর হ্রাস এবং সম্পূর্ণায়িত পণ্য ক্লোরিনেটেড প্যারাফিন ওয়াক্স এর আমদানি শুল্ক বৃদ্ধির আবেদন বিষয়ে কমিশনের প্রতিবেদন

দেশের শীর্ষস্থানীয় কেমিক্যাল উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান সামুদা কেমিক্যাল কমপ্লেক্স লিমিটেডের আবেদন পর্যালোচনায় দেখা যায়, দেশে ক্লোরিনেটেড প্যারাফিন ওয়াক্স এর বার্ষিক স্থানীয় চাহিদা প্রায় ১৫ হাজার মে.টন এবং চাহিদার বিপরীতে উৎপাদন ক্ষমতা প্রায় ২৯ হাজার মে.টন। ক্লোরিনেটেড প্যারাফিন ওয়াক্স আমদানির তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায়, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে আমদানির পরিমাণ ৪৪৯.৫২ মে.টন এবং ২৪-২৫ অর্থবছরে ০১ জুলাই থেকে ১৭ মার্চ ২০২৫ পর্যন্ত সময়ে আমদানির পরিমাণ ৩৭৬৯.৪০ মে.টন। গত অর্থবছরের তুলনায় চলমান অর্থবছরের ৯ মাসে আমদানির পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে ৯ গুণ। এর ফলে স্থানীয় উৎপাদনকারী বাজার হারাচ্ছে। স্থানীয় উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের সুরক্ষা মাত্রা পর্যালোচনায় দেখা যায়, ক্লোরিনেটেড প্যারাফিন ওয়াক্স আমদানিতে কাস্টমস ডিউটি (সিডি) ১০% এবং এর প্রধান কাঁচামাল নরমাল প্যারাফিন ওয়াক্স আমদানিতে কাস্টমস ডিউটি (সিডি) ১৫%। সম্পূর্ণায়িত পণ্য এবং কাঁচামালের শুল্ক-কর হার বিবেচনায় স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত ক্লোরিনেটেড প্যারাফিন ওয়াক্স উৎপাদনকারী শিল্প নেতিবাচক সুরক্ষা মাত্রায় রয়েছে। দেশীয় শিল্প সুরক্ষা ও ক্লোরিনেটেড প্যারাফিন ওয়াক্স উৎপাদনকারী শিল্পের প্রতিরক্ষণ মাত্রা বিবেচনায় সম্পূর্ণায়িত পণ্য অপেক্ষা কাঁচামাল আমদানিতে শুল্ক-কর হার কম না হলে স্থানীয় এ শিল্প প্রতিযোগিতায় সক্ষমতা হারিয়ে রুগ্ন শিল্পে পরিণত হওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছে। তাই, যথাযথ প্রতিরক্ষণ বিবেচনায় ক্লোরিনেটেড প্যারাফিন ওয়াক্স আমদানিতে শুল্ক বৃদ্ধি এবং এর কাঁচামাল নরমাল প্যারাফিন ওয়াক্স আমদানিতে শুল্ক-কর হার হ্রাস করা প্রয়োজন।

কমিশনের সুপারিশ

স্থানীয় ক্লোরিনেটেড প্যারাফিন ওয়াক্স উৎপাদনকারী শিল্প সুরক্ষায় সম্পূর্ণায়িত পণ্য ক্লোরিনেটেড প্যারাফিন ওয়াক্স এইচএস কোড ৩৮২৪.৮৯.০০ আমদানিতে বিদ্যমান কাস্টমস ডিউটি (সিডি) ১০% থেকে বৃদ্ধি করে ১৫% হারে নির্ধারণ করা যেতে পারে। ক্লোরিনেটেড প্যারাফিন ওয়াক্স এর প্রধান কাঁচামাল নরমাল প্যারাফিন (এইচএস কোড ২৭১০.১৯.৫৯) আমদানিতে কাস্টমস ডিউটি (সিডি) ১৫% থেকে হ্রাস করে ৫% হারে নির্ধারণ করা যেতে পারে। এর ফলে সম্পূর্ণায়িত

পণ্য অপেক্ষা কাঁচামালের শুল্ক হ্রাস পাবে, স্থানীয় উৎপাদন উৎসাহিত হবে এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে এবং সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধি পাবে।

৬.৩.৬ দি বাংলাদেশ অয়েলস মিলস এসোসিয়েশন ও সিটি এডিবল অয়েলস লিমিটেড এইচএস হেডিং ১৫০৭ এর অধীন এইচএস কোড ১৫০৭.৯০.৯০ আমদানিতে বিদ্যমান কাস্টমস ডিউটি (সিডি) ৫% থেকে হ্রাস করে ০% হারে আরোপের নিমিত্ত আবেদনের বিষয় কমিশনের প্রতিবেদন

দি বাংলাদেশ অয়েলস মিলস এসোসিয়েশন ও সিটি এডিবল অয়েলস লিমিটেডের আবেদনটি কমিশন কর্তৃক পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, এইচএস হেডিং ১৫০৭ এর অধীন পরিশোধিত, অপরিশোধিত ও অন্যান্য অবস্থায় তরল জাতীয় সয়াবিন তেল আমদানি হয়ে থাকে। বিদ্যমান অবস্থায় এইচএস হেডিং ১৫০৭ এর অধীন এইচএস কোড ১৫০৭.১০.০০ অপরিশোধিত অথবা Not Degummed অবস্থায় সয়াবিন তেল আমদানিতে কাস্টম ডিউটি (সিডি) ০%, এইচএস কোড ১৫০৭.৯০.১০ পরিশোধিত সয়াবিন তেল আমদানিতে কাস্টম ডিউটি (সিডি) ০% হারে আরোপিত। দেশে সাধারণত অপরিশোধিত অথবা পরিশোধিত সয়াবিন তেল আমদানি হয়ে থাকে। আমদানি নির্ভর এ পণ্যের গুরুত্ব বিবেচনায় কাস্টমস ডিউটি (সিডি) ০% আরোপ করা হয়েছে। সম্প্রতি, স্থানীয় মিলসমূহ অপরিশোধিত সয়াবিন তেল হতে সামান্য পরিমাণ ভেজিটেবল ফ্যাট হ্রাস করা অবস্থায় Neutralized Soyabean Oil আমদানি করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। বাংলাদেশ কাস্টমস ট্যারিফ অনুযায়ী Neutralized Soyabean Oil এর এইচএস কোড ১৫০৭.৯০.৯০ যার বর্ণনায় Other উল্লেখ রয়েছে এবং এর বিপরীতে কাস্টমস ডিউটি (সিডি) ৫%। এইচএস হেডিং ১৫০৭ এর অধীন এইচএস কোড ১৫০৭.১০.০০ অপরিশোধিত সয়াবিন আমদানিতে কাস্টমস ডিউটি (সিডি) ০%, এইচএস কোড ১৫০৭.৯০.১০ পরিশোধিত সয়াবিন তেল আমদানিতে কাস্টমস ডিউটি (সিডি) ০% অথচ একই এইচএস হেডিং ১৫০৭ এর অধীন এইচএস কোড ১৫০৭.৯০.৯০ এর ক্ষেত্রে কাস্টমস ডিউটি (সিডি) ৫% আরোপ সমীচীন নয়। কারণ অপরিশোধিত এবং পরিশোধিত এর মধ্যবর্তী বা অন্য কোন আকারে আমদানির ক্ষেত্রে মূল্য সংযোজন অধিক হওয়ার সম্ভাবনা নেই। এছাড়া, ভোজ্যতেল হিসেবে অপরিশোধিত পাম তেল, পরিশোধিত পাম তেল ও আরবিডি পাম তেল আমদানির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত এইচএস হেডিং ১৫১১ এর অধীন এইচএস কোডসমূহে কাস্টম ডিউটি (সিডি) সমহারে ০% আরোপ করা হয়েছে। এর ফলে অপরিশোধিত, পরিশোধিত ও সেমি পরিশোধিত পাম তেল সমশুল্কে আমদানি করতে সক্ষম হয়েছে। এইচএস হেডিং ১৫০৭ এর অধীন এইচএস কোডসমূহে সমহারে কাস্টমস ডিউটি (সিডি) ০% আরোপ করা হলে পাম তেলের ন্যায় সয়াবিন তেল পরিশোধিত, অপরিশোধিত ও সেমি পরিশোধিত অবস্থায় আমদানি করা সম্ভব হবে। তাই, ১৫০৭ এর অধীন এইচএস কোড ১৫০৭.১০.০০ ও ১৫০৭.৯০.১০ এর ন্যায় ১৫০৭.৯০.৯০ আমদানিতে কাস্টমস ডিউটি (সিডি) ০% হারে আরোপ করা যেতে পারে।

কমিশনের পর্যবেক্ষণ/সুপারিশ

১. বাজারে ভোজ্যতেলের মূল্য সরবরাহ স্থিতিশীল রাখার নিমিত্ত ভোজ্যতেল উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক Neutralized Soyabean Oil এইচএস কোড ১৫০৭.৯০.৯০ আমদানিতে কাস্টমস ডিউটি (সিডি) ০% হারে আরোপ করা যেতে পারে;

২. কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়নের ফলে বাজারে ভোজ্যতেল হিসেবে সয়াবিন তেলের সরবরাহ বৃদ্ধি পাবে;

৩. অপরিশোধিত ও পরিশোধিত সয়াবিন তেলে কাস্টমস ডিউটি (সিডি) না থাকায় সমজাতীয় পণ্যে ৫% সিডি থাকা সমীচীন নয়।

৬.৩.৭ বাংলাদেশ স্থানীয় ভাবে উৎপাদিত কালার কসমেটিক্স ও স্কিন কেয়ার পণ্য উৎপাদনকারী শিল্প সুরক্ষার জন্য আবেদনের প্রেক্ষিতে কমিশনের প্রতিবেদন

এ্যাসোসিয়েশন অব স্কিন কেয়ার এন্ড বিউটি প্রোডাক্টস ম্যানুফ্যাকচারার্স ও এক্সপোর্টার্স অব বাংলাদেশ স্থানীয় ভাবে উৎপাদিত কালার কসমেটিক্স ও স্কিন কেয়ার পণ্য উৎপাদনকারী শিল্প সুরক্ষার জন্য বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনে আবেদন করেছে। এ বিষয়ে মতামত প্রদানের জন্য কমিশন কর্তৃক আবেদনটি পর্যালোচনার লক্ষ্যে স্থানীয়ভাবে কালার কসমেটিক্স ও স্কিন কেয়ার পণ্যের উৎপাদন, আমদানি ও স্থানীয় চাহিদা, স্থানীয় উৎপাদনে ব্যবহৃত কাঁচামাল, কাঁচামাল ও সম্পূর্ণায়িত পণ্য আমদানিতে বিদ্যমান শুল্কহার (বিদ্যমান শুল্কায়ন যোগ্য মূল্য) স্থানীয় বাজার মূল্য পর্যালোচনা করা হয়।

বিবেচ্য শিল্পখাত

কসমেটিক্স ও টয়লেট্রিজ খাতের উপখাত কালার কসমেটিক্স ও স্কিন কেয়ার, যা জাতীয় শিল্প নীতি, ২০১৬ এর পরিশিষ্ট-২ ভুক্ত অগ্রাধিকার প্রাপ্ত খাত। বাংলাদেশে এ খাত দু'ইভাগে বিভক্ত, যথাঃ হোম কেয়ার ও টয়লেট্রিজ এবং কালার কসমেটিক্স ও স্কিন কেয়ার। স্থানীয় বাজারে হোম কেয়ার এন্ড টয়লেট্রিজ খাতে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ রয়েছে। অন্যদিকে, কালার কসমেটিক্স ও স্কিন কেয়ার খাতে স্থানীয় বিনিয়োগ সেভাবে নেই যা মূলত আমদানি নির্ভর। আমদানি নির্ভরতা কমানোর লক্ষ্যে স্থানীয় উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান রিমার্ক এইচবি লিমিটেড অত্যাধুনিক প্রযুক্তি সম্পন্ন কারখানা ও গবেষণাগার স্থাপন করে বাণিজ্যিকভাবে ২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে উৎপাদন শুরু করে।

উৎপাদিত পণ্য

স্কিন কেয়ার এন্ড কালার কসমেটিকভুক্ত পণ্য মূলত ওষ্ঠাধার প্রসাধন সামগ্রী, চক্ষু প্রসাধন সামগ্রী, হাত নখ ও পায়ের প্রসাধন সামগ্রী, পাউডার (চাপযুক্ত বা চাপবিহীন), অন্যান্য (পেট্রোলিয়ম জেলি এবং বেবি লোশন ব্যতীত), সুগন্ধি বাথ সল্ট এবং অন্যান্য গোসল সামগ্রী যা সারণি ২৬-তে প্রদত্ত

সারণি-২৬: স্কিন কেয়ার এন্ড কালার কসমেটিকভূক্ত পণ্যের বিবরণ

এইচ এস হেডিং	এইচ এস কোড	পণ্যের বিবরণ
৩৩.০৪	৩৩০৪.১০.০০	ওষ্ঠাধার প্রসাধন সামগ্রী (লিপ মেক-আপ সামগ্রী)
৩৩.০৪	৩৩০৪.২০.০০	চক্ষু প্রসাধন সামগ্রী (আই মেক-আপ সামগ্রী)
৩৩.০৪	৩৩০৪.৩০.০০	হাত, নখ বা পায়ের প্রসাধন সামগ্রী (নেইল মেক-আপ সামগ্রী)
৩৩.০৪	৩৩০৪.৯১.০০	পাউডার, চাপযুক্ত হউক বা না হউক (ফেস মেক-আপ পাউডার)
৩৩.০৪	৩৩০৪.৯৯.০০	অন্যান্য (পেট্রোলিয়াম জেলি এবং বেবি লোশন ব্যতীত)

উৎসঃ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

স্থানীয় চাহিদা

বাংলাদেশে কালার কসমেটিক্স ও স্কিন কেয়ার পণ্যের বাজারের উপর সরকারিভাবে পরিচালিত বিশেষ কোন গবেষণা বা সমীক্ষা প্রতিবেদন নেই। জনশুমারি ও গৃহগণনা, ২০২২ এর রিপোর্ট অনুসারে বাংলাদেশে ২০ বছর থেকে ৩৯ বছর পর্যন্ত মহিলা জনসংখ্যা প্রায় ২,৭৩,৬২,৮৮৮। এই জনসংখ্যার ৭০% ভাগকে টার্গেট কাস্টমার হিসেবে বিবেচনা করা হলে তাদের প্রতিদিনের রূপচর্চা ও স্কিন সুরক্ষায় বিভিন্ন ধরণের প্রসাধন সামগ্রী হবে মোট চাহিদা। সে হিসেবে কালার কসমেট্রিক্স এর চাহিদা দাঁড়ায় প্রায় ১৩ হাজার কোটি টাকা এবং স্কিন কেয়ার পণ্যের চাহিদা দাঁড়ায় ২১ হাজার কোটি টাকা।

কাঁচামাল আমদানিতে বিদ্যমান শুল্কহার

কাঁচামাল আমদানিতে কাস্টমস ডিউটি (সিডি) ১৫% থেকে ২৫% পর্যন্ত বিদ্যমান যা স্থানীয় উৎপাদনকে উৎসাহিতকরণের অন্তরায় হিসাবে কাজ করছে। তাই, স্থানীয় উৎপাদন উৎসাহিতকরণে ভ্যাট নিবন্ধিত শিল্প আই.আর.সি. হোল্ডার কালার কসমেট্রিক্স ও ডার্মাস্কিন কেয়ার খাতের জন্য এইচ এস কোড সৃজনপূর্বক এ খাত কর্তৃক আমদানিকৃত পণ্য এইচ এস কোড ৩২০৬.১৯.৯০, ৩৯১৯.৯০.৯৯ ও ৩২১৫.১৯.৯০ কে এসআরও নং ১১৯-আইন/২০২২/৬৭/কাস্টমস, তারিখ ০১ জুন ২০২২ এর টেবিল-২ সংযোজন করে শুল্ক রেয়াত সুবিধা প্রদান করা হলে স্থানীয় শিল্প সুরক্ষিত হবে।

প্রতিটি লিপস্টিক আমদানির ক্ষেত্রে নেট ওয়েট ৩.৫ থেকে ৪.০০ গ্রাম। সে হিসেবে প্রতি কেজিতে লিপস্টিক এর পরিমাণ ২৫০ থেকে ৩০০টি। সরকার নির্ধারিত ন্যূনতম ভ্যালু লিপস্টিক এ প্রতি কেজি তে ২০ মা.ডলার এর অর্থ ২৫০ থেকে ৩০০টি লিপস্টিক এর ক্ষেত্রে ২০ মা. ডলার প্রযোজ্য হয়েছে। স্থানীয় শিশু শিল্প বিকাশের নিমিত্ত বিদ্যমান শুল্ক কাঠামো পরিবর্তন করে স্থানীয় উৎপাদনে সম্পূরক শুল্ক সুনির্দিষ্ট মেয়াদে অব্যাহতির মাধ্যমে সুরক্ষা প্রদান করা হলে স্থানীয় এ শিল্প বিকশিত হবে। এছাড়া আমদানি বিকল্প হিসেবে বাজার চাহিদার যে পরিমাণ স্থানীয়ভাবে উৎপাদন হবে তা থেকে যে পরিমাণ ভ্যাট আসবে তা কাঙ্ক্ষিত আমদানি রাজস্ব অপেক্ষা বেশি হবে।

আমদানিকৃত পণ্যের বাজার মূল্য বিবেচনায় সরকারের রাজস্ব

প্রতিটি লিপস্টিক এর স্থানীয় বিক্রয়মূল্যকে ভিত্তি ধরে মূল্যের ব্যাক-ক্যালকুলেশন করা হলে দেখা যায় আমদানিকৃত লিপস্টিকের ক্ষেত্রে অস্বাভাবিক মুনাফা করা হচ্ছে অথবা অধিক মূল্যে আমদানি করা হলেও তার শুল্কায়নযোগ্য মূল্য কম ঘোষণা করা হচ্ছে। এর ফলে সরকার রাজস্ব হারাচ্ছে, অন্যদিকে হুন্ডির মাধ্যমে বা অন্য কোন মাধ্যমে টাকা পাচার করা হচ্ছে। তাই, ন্যূনতম ভ্যালু উঠিয়ে দিয়ে যথাযথ শুল্কায়নের নিমিত্ত শুল্কায়নযোগ্য মূল্য আমদানিকৃত পণ্যের উৎস, ব্র্যান্ড ও স্থানীয় মূল্য বিবেচনায় নির্ধারণ করা প্রয়োজন অথবা আমদানি শুল্ক প্রতি কেজিতে Net weight এর পরিবর্তে Gross Weight নির্ধারণ করা যেতে পারে।

স্থানীয় উৎপাদন উৎসাহিত হলে রাজস্বে সম্ভাব্য প্রভাব

বিদ্যমান অবস্থা ও স্থানীয় চাহিদা বিবেচনায় এ খাত হতে সরকার যে পরিমাণ রাজস্ব আহরণ করার কথা তা অর্জিত হচ্ছে না। যার অন্যতম কারণ বিদ্যমান শুল্ক কাঠামো। কালার কসমেটিক্স ও স্কিন কেয়ার খাতে যে কয়েকটি এইচএস. কোড ব্যবহার করে পণ্য আমদানি হয়ে থাকে সে সকল এইচএস. কোডে ২০২২-২৩ অর্থবছরে মোট সম্পূরক শুল্ক ও মূসকের পরিমাণ প্রায় ৩০৭ কোটি টাকা। স্থানীয় বাজারে বিবেচনায় আমদানি পর্যায়ে সরকারের রাজস্বের পরিমাণ নগণ্য। স্থানীয় উৎপাদন উৎসাহিত হলে কালার কসমেটিকস খাত ও স্কিন কেয়ার খাতে শুধু ভ্যাট খাতে রাজস্ব বৃদ্ধি পাবে বলে প্রতীয়মান হয়।

শিশু শিল্প প্রতিরক্ষণ

ন্যাশনাল ট্যারিফ পলিসি, ২০২৩ এর আলোকে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের পর্যালোচনায় স্থানীয় কালার কসমেট্রিক্স ও স্কিন কেয়ার সামগ্রী উৎপাদনকারী শিল্প একটি শিশু শিল্প। এ শিল্প কর্তৃক উৎপাদিত পণ্য অতিমাত্রায় সংবেদনশীল পণ্য হওয়ায় এ পণ্যের ব্রান্ড সৃষ্টি হতে নির্দিষ্ট সময় প্রয়োজন। তাই নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত প্রতিযোগিতা সক্ষমতা অর্জনের জন্য এখাতে সুরক্ষা দেয়া যুক্তিযুক্ত।

নতুন শিল্প খাত সৃষ্টিতে বিশেষ এসআরও এর উদাহরণ

বাংলাদেশ সরকার ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ড দেশে নতুন শিল্প সৃষ্টির সহায়তায় প্রণোদনা হিসেবে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে:

ক) স্থানীয় উৎপাদন পর্যায়ে আরোপণীয় সমুদয় মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক অব্যাহতি প্রদান করে ইতোমধ্যে বিশেষ এসআরও (SRO)- (ক) স্থানীয়ভাবে ওয়াশিং মেশিন, মাইক্রোওয়েভ ওভেন ও ইলেক্ট্রিক ওভেন উৎপাদনের লক্ষ্যে জারিকৃত এসআরও নং ১৪৮-আইন/২০২১/১৪৫/মূসক, (খ) স্থানীয়ভাবে কম্প্রেসর, রেফ্রিজারেটর ও ফ্রিজার উৎপাদনের লক্ষ্যে জারিকৃত এসআরও নং ১৭৪-আইন/২০১৯/৩১/ মূসক, জারি করেছে; এবং

খ) পণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত মৌলিক উপকরণসমূহ আমদানি করতে ইতোমধ্যে আমদানি শুল্ক, সমুদয় রেগুলেটরি ডিউটি এবং সমুদয় মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক হ্রাস করে বিশেষ এসআরও (SRO)- (ক) স্থানীয়ভাবে সেলুলার ফোন উৎপাদনের লক্ষ্যে জারিকৃত এসআরও নং ১২৩-আইন/২০২০/৭৪/ কাস্টমস, (খ) স্থানীয়ভাবে মোল্ড উৎপাদনের লক্ষ্যে জারিকৃত এসআরও নং ১৩৩-আইন/২০১৭/১৯/ কাস্টমস, জারি করেছে।

কমিশনের সুপারিশ

স্থানীয় শিশু শিল্প বিবেচনায় ন্যাশনাল ট্যারিফ পলিসি, ২০২৩ এর আলোকে স্থানীয় স্কিন কেয়ার এন্ড কালার কসমেট্রিক্স শিল্পকে নির্দিষ্ট মেয়াদে নিম্নরূপ সুবিধা প্রদান করা যেতে পারেঃ

১. কালার কসমেট্রিক্স ও ডার্মা স্কিনকেয়ার খাতকে সুরক্ষা প্রদানের নিমিত্ত এ শিল্পের মৌলিক কাঁচামাল আমদানিতে ভ্যাট নিবন্ধিত শিল্প আই.আর.সি. হোল্ডার কালার কসমেট্রিক্স ও ডার্মাস্কিন কেয়ার খাতের জন্য এইচএস কোড সৃজনপূর্বক এ খাত কর্তৃক আমদানিকৃত পণ্য এইচএস.কোড ৩২০৬.১৯.৯০, ৩৯১৯.৯০.৯৯ ও ৩২১৫.১৯.৯০ কে এসআরও নং ১১৯-আইন/২০২২/৬৭/কাষ্টমস তারিখ ০১ জুন ২০২২ এর টেবিল-২ সংযোজন করা যেতে পারে। এবং

২. ২. এইচএস হেডিং ৩৩.০৪ আমদানিতে বিদ্যমান সর্বনিম্ন শুল্কায়নযোগ্য মূল্য শুধু সম্পূর্ণায়িত পণ্যের পাশাপাশি বাল্ক আমদানির ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হওয়ায় স্থানীয় উৎপাদনকারী সুরক্ষা হারাচ্ছে; তাই সম্পূর্ণায়িত পণ্যের ক্ষেত্রে বিদ্যমান এইচ

এস কোডসমূহে শুল্কায়নযোগ্য মূল্য বৃদ্ধি এবং বাল্ক আমদানির ক্ষেত্রে তা মধ্যবর্তী কাঁচামাল বিবেচনায় এইচএস কোড সৃজনপূর্বক শুল্কায়নযোগ্য মুল্য হ্রাস করা যেতে পারে। উপযুক্ত সুপারিশ বাস্তবায়ন করা হলে কালার কসমেটিক্স এর স্থানীয় উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে, আমদানি নির্ভরতা কমবে, কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে, জ্ঞান ভিত্তিক অর্থনীতিতে ভূমিকা রাখবে এবং সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধি পাবে।

৬.৩.৮ লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি আমদানিতে বিদ্যমান শুল্ক কর ৫৮.৬০% থেকে হ্রাস করে মোট শুল্ককর ১% করার বিষয়ে কমিশনের প্রতিবেদন

আবেদনকারী প্রতিষ্ঠান ঢাকা পরিবহণ সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ) সম্প্রতি ঢাকা শহরে পুরাতন ডিজেল ও সিএনজি ভিত্তিক বাস পরিবর্তন করে কম কার্বন ইমিশন মুক্ত ইলেক্ট্রিক বাস পরিচালনার নিমিত্ত বাংলাদেশ ক্লিনিয়ার প্রজেক্ট নামে একটি প্রকল্প হাতে নিয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়নের নিমিত্ত ইলেক্ট্রিক বাস ও এর প্রধান অন্যতম অংশ লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি আমদানিতে বিদ্যমান শুল্ক কর ৫৮.৬০% থেকে হ্রাস করে মোট শুল্ক কর ১% করার জন্য বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনে আবেদন করে।

ঢাকা সিটিতে ইলেকট্রিক বাসের প্রয়োজনীয়তা এবং পরিবেশ রক্ষায় এর গুরুত্ব অপরিসীম। একটি জনবহুল এবং যানজটপূর্ণ শহর হিসেবে ঢাকা বহুবিধ সমস্যায় জর্জরিত একটি নগরী। ইলেকট্রিক বাস এই নগরের সমস্যা সমাধানে ভূমিকা রাখতে সক্ষম। বায়ু দূষণ হ্রাস, শব্দ দূষণ কমানো, যানজট নিরসন, পরিচালন ব্যয় হ্রাস, বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয়, আধুনিক ও আরামদায়ক পরিবহন, স্মার্ট সিটি ধারণার বাস্তবায়ন হিসেবে গড়ে তুলতে সহায়ক হবে।

ইলেকট্রিক বাস কোনো প্রকার গ্রিনহাউজ গ্যাস নিঃসরণ করে না। জীবাশ্ম জ্বালানির ওপর নির্ভরতা কমিয়ে renewable energy ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি করে। ইলেকট্রিক বাস একটি টেকসই পরিবহন ব্যবস্থার অংশ, যা পরিবেশের ওপর ন্যূনতম প্রভাব ফেলে দীর্ঘমেয়াদী পরিবহন চাহিদা পূরণ করতে পারে। বায়ু দূষণ কমার ফলে শ্বাসকষ্ট, হৃদরোগসহ বিভিন্ন স্বাস্থ্য সমস্যার প্রকোপ কমবে, যা জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। দূষণমুক্ত পরিবেশ, জীববৈচিত্র্য রক্ষা এবং পরিবেশগত ভারসাম্য বজায় রাখতে সহায়ক হবে।

বাংলাদেশ কাস্টমস ট্যারিফ ২০২৪-২৫ অনুযায়ী দেখা যায়, দেশে ৮৭০২.৪০.০০ এইচএস কোডে CVU ইলেক্ট্রিক বাস আমদানিতে ২৫% সিডিসহ মোট শুল্ক কর ৫৮.৬০%। অপরদিকে, সমজাতীয় CVU সিএনজি, এলপিজি ও এলএনজি বাস (সিট ক্যাপাসিটি ১৫ জনের নিচে) আমদানিতে সিডি ৫% সহ মোট শুল্ক কর ১০.২৫% এবং CVU সিএনজি, এলপিজি ও এলএনজি বাস (সিট ক্যাপাসিটি ৪০ জনের নিচে) আমদানিতে সিডি ১০% সহ মোট শুল্ক কর ৩৭%। CVU ইলেক্ট্রিক বাসের ক্ষেত্রে একটি মাত্র এইচএস কোড রয়েছে। বাসের সিট ক্যাপাসিটি অনুযায়ী এইচএস কোড না থাকায় সকল ধরণের ইলেকট্রিক বাস আমদানিতে সমহারে শুল্কারোপিত হয়েছে। এর ফলে ইলেকট্রিক বাস আমদানিতে উচ্চহারে শুল্ক থাকায় স্থানীয়ভাবে এ ধরণের বাসের ব্যবহার নিরুৎসাহিত হচ্ছে। তাই, ইলেকট্রিক বাস আমদানিতে সিট ক্যাপাসিটি অনুযায়ী এইচএস কোড সৃজনপূর্বক শুল্ক করহার যৌক্তিক হারে আরোপ করা যেতে পারে।

ইলেক্ট্রিক বাসে ব্যবহৃত লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি এইচএস কোড ৮৫০৭.৬০.০০ আমদানিতে বিদ্যমান শুল্ক-কর হার ৫৮.৬০%। উল্লিখিত এইচএস কোডে সকল প্রকার লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি আমদানি হয়ে থাকে। এইচএস কোড ৮৫০৭.৬০.০০ আমদানিতে শুল্ক/কর হ্রাস করা হলে মোবাইল, চার্জারসহ সকল ধরণের রিচার্জেবল পণ্য আমদানিতে করভার হ্রাস পাবে। তাই, ইলেক্ট্রিক গাড়িতে ব্যবহৃত রিচার্জেবল লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি আমদানিতে শুল্ক/কর হ্রাসের বিষয়টি বিবেচনা করা হলে ইলেক্ট্রিক বাসে ব্যবহারের জন্য লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি নামে আলাদা এইচএস কোড সৃজনপূর্বক শুল্ক/কর হ্রাস করা যেতে পারে।

৬.৩.৯ স্মার্ট কার্ড PVC Contact, PVC NFC Dual Interface, PVC Polycarbonate বিদেশ থেকে আমদানির ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন শুল্কায়নযোগ্য মূল্য আরোপ ও স্মার্ট কার্ড উৎপাদনে ব্যবহৃত কাঁচামাল আমদানিতে শুল্ক হ্রাসের আবেদনের প্রেক্ষিতে কমিশনের প্রতিবেদন

স্থানীয় স্মার্ট কার্ড উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান সিল্ক কার্ড এন্ড প্রিন্টিং লিমিটেড স্মার্ট কার্ড উৎপাদনে ব্যবহৃত কাঁচামাল আমদানিতে শুল্ক হ্রাসের আবেদন করে। আবেদনটি কমিশন কর্তৃক পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, স্থানীয় উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন ব্যাংক

ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ব্যবহৃত ডেবিট/ক্রেডিট কার্ড, পরিবহণ সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের পরিবহন পাস, বিভিন্ন মোবাইল সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সিম কার্ড, ড্রাইভিং লাইসেন্স, বিভিন্ন সরকারি সেবা প্রদানে ব্যবহৃত স্মার্ট কার্ড ও স্মার্ট জাতীয় পরিচয়পত্র ছাড়াও সকল প্রকার স্মার্ট কার্ড স্থানীয়ভাবে উৎপাদন করে থাকে। স্থানীয়ভাবে স্মার্ট কার্ড উৎপাদনে ব্যবহৃত অধিকাংশ কাঁচামাল আমদানিতে সিডি ২৫% সহ মোট ৫৮.৬০% থেকে ৮৯.৩২% শুল্কারোপিত যা যে কোন শিল্পের কাঁচামালের শুল্ক হিসেবে অধিকতর বলে প্রতীয়মান।

বাংলাদেশ কাস্টমস ট্যারিফ ২০২৪-২৫ অনুযায়ী স্থানীয় উৎপাদনকারী কর্তৃক উৎপাদিত সম্পূর্ণায়িত পণ্য এইচএস কোড ৩৯২১.৯০.৯২ ও ৮৫২৩.৫২.০০ আমদানিতে বিদ্যমান শুল্ক যথাক্রমে কাস্টমস ডিউটি (সিডি) ২৫% সহ ৫৮.৬০% ও ৭৩.৯৬%। তবে, ভ্যাট নিবন্ধিত PVC Coated magstrip imported by Industrial IRC Holder VAT compliant SIM Card or Smart card manufacturing industry কর্তৃক এইচএস কোড ৩৯২১.৯০.৯২ আমদানিতে এসআরও নং-১৬৪-আইন/২০২৪/১৬/কাস্টম, তারিখঃ ২৯ মে ২০২৪ এর টেবিল ৪ অনুযায়ী ১৫% এর অধিক সিডি, সমুদয় আরডি ও সম্পূরক শুল্ক অব্যহতি প্রদান করা হয়। ফলে সম্পূর্ণায়িত পণ্য আমদানিতে প্রতিরক্ষণ মাত্রা হ্রাস পেয়েছে। আলোচ্য স্মার্ট কার্ড উৎপাদনকারীদের প্রধান প্রধান পণ্যসমূহ এই এসআরও-তে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

স্মার্ট কার্ডের স্থানীয় উৎপাদনের ক্ষেত্রে উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক স্থানীয় মূল্য সংযোজনের হার ৩৮%-৪২%। স্থানীয় মূল্য সংযোজন বিবেচনায় স্থানীয় উৎপাদনকারীর মূল্য এবং বিদ্যমান শুল্ক হারে বিভিন্ন ধরণের স্মার্ট কার্ড আমদানিতে যে আমদানি মূল্য হওয়ার কথা বাজারে তার চেয়ে কম মূল্যে আমদানিকৃত স্মার্ট কার্ডের সরবরাহ থাকায় স্থানীয় উৎপাদনকারী কর্তৃক উৎপাদিত পণ্য অসম প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হচ্ছে। তাই, বিভিন্ন ধরণের স্মার্ট কার্ড আমদানিতে বিদ্যমান শুল্ক হার বহাল রেখে ন্যূনতম শুল্কায়নযোগ্য মূল্য নির্ধারণ করা হলে স্থানীয় এ শিল্প সুরক্ষিত হবে এবং আমদানি নির্ভরতা কমবে।

কমিশনের সুপারিশ

১. স্থানীয় স্মার্ট কার্ড উৎপাদনকারী শিল্প সুরক্ষায় এইচএস কোড ৩৯২১.৯০.৯২ আমদানিতে সর্বনিম্ন শুল্কায়নযোগ্য মূল্য ১ মা.ডলার ও এইচএস কোড ৮৫২৩.৫২.০০ এর অধীন PVC Contact ব্যাংক কার্ড আমদানিতে ১.৫ মা.ডলার, PVC NFC Dual Interface ব্যাংক কার্ড আমদানির ক্ষেত্রে ১.৭৫ মা.ডলার এবং PVC Polycarbonate ব্যাংক কার্ডের ক্ষেত্রে ২.২ মা.ডলার নির্ধারণ করা যেতে পারে।

২. স্থানীয় ভ্যাট নিবন্ধিত শিল্প আইআরসি হোল্ডার স্মার্ট কার্ড উৎপাদনকারী শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত এইচএস কোড ৩৯২০.৪৯.৪০, ৩৯২১.৯০.৯২, ৩৯২০.৪৯.৪০, ৩২১৫.১৯.৯০, ৩২১৫.৯০.৯০, ৪৯১১.৯১.০০, ৩৯১৯.৯০.৩০, ৮৩১০.০০.০০, ৩৯২১১৯৯০, ৩৯২১৯০৯৯, ৩৪০২৯০৯০, ৪০০৮২১০০, ৫৬০২২৯০০, ৩৪০২৯০৯০, ৮৩১০০০০০, ৩৫০৬৯১৯০ ও ৩৭০১৩০২০ এস. আর.ও নং-১১৯-আইন/২০২২/৬৭কাস্টম তাং-০১/০৬/২০২২ এর টেবিল-১ ও টেবিল-২ এ সংযোজনপূর্বক করা যেতে পারে। এতে সার্বিকভাবে স্থানীয় স্মার্ট কার্ড উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান যৌক্তিকভাবে সুরক্ষা পাবে এবং অন্যদিকে সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধি পাবে।

উপর্যুক্ত সুপারিশ বাস্তবায়নের ফলে অধিক মূল্য সংযোজিত পণ্যের স্থানীয় উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে, রপ্তানি সম্ভাবনা সৃষ্টি হবে, আমদানি নির্ভরতা হ্রাস পাবে এবং জ্ঞান ভিত্তিক অর্থনীতিতে ভূমিকা রাখবে।

৬.৩.১০ বাংলাদেশ সিরামিক ম্যানুফ্যাকচারার্স এন্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন স্থানীয় সিরামিক পণ্য উৎপাদনকারী শিল্প সুরক্ষায় সম্পূর্ণায়িত সিরামিক পণ্য আমদানিতে সর্বনিম্ন শুল্কায়নযোগ্য মূল্য বৃদ্ধি, কতিপয় কাঁচামাল আমদানিতে শুল্কহ্রাস, সিরামিক ব্রিকস রপ্তানিতে রপ্তানিশুল্ক প্রত্যাহার এবং কাঁচামাল হিসেবে বিভিন্ন ক্লে আমদানিতে ময়শ্চার এর বাদ দিয়ে শুল্কায়ন বিষয়ক প্রতিবেদন

২০২৩-২৪ অর্থবছরে এইচএস হেডিং ৬৯০৭ এবং ৬৯১০ এর অধীন এইচএস কোডসমূহে মোট আমদানির পরিমাণ যথাক্রমে ৩৩৭.৫৮ ও ৭০.০৭ কোটি টাকা এবং এ দু'টি এইচএস হেডিং এ সরকারের রাজস্বের পরিমাণ যথাক্রমে ৪৭১.০৯ ও ৯৫.০২ কোটি টাকা। এইচএস হেডিং ৬৯.০৭ এবং ৬৯.১০ এর অধীন এইচএস কোডসমূহের স্থানীয় উৎপাদন বিবেচনায় আমদানির পরিমাণ খুব বেশি না। তাই, আবেদন বিবেচনায় সর্বনিম্ন শুল্কায়নযোগ্য মূল্য বৃদ্ধি করা হলে আমদানির পরিমাণ হ্রাস পাওয়ার

সম্ভাবনা নেই। বাজারে এইচএস হেডিং ৬৯.০৭ এবং ৬৯.১০-ভুক্ত পণ্যসমূহের সরবরাহ বিবেচনায় আমদানির পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কম। সে হিসেবে আমদানিকারকগণ কর্তৃক আমদানির পরিমাণ সংক্রান্ত ঘোষণা যথাযথ কিনা তা অধিকতর যাচাইয়ের অবকাশ রয়েছে।

এইচএস কোড ৬৯১১.১০.০০, ৬৯১১.৯০.০০ ও ৬৯১২.০০.০০ এর মাধ্যমে টেবিলওয়্যার জাতীয় পণ্য আমদানি করা হয়ে থাকে। ২০২২-২৩ অর্থবছর থেকে এইচএস কোডসমূহ থেকে সর্বনিম্ন শুল্কায়নযোগ্য মূল্য প্রত্যাহার করা হয়। ২০২২-২৩ অর্থবছরে এইচএস কোড ৬৯১১.১০.০০, ৬৯১১.৯০.০০ ও ৬৯১২.০০.০০ শুল্কায়নযোগ্য মূল্য ছিল যথাক্রমে ৩.৫০, ৪.২৫. ৩.০০ মা.ডলার। ২০২২-২৩ অর্থবছরে এইচএস কোড ৬৯১১.১০.০০, ৬৯১১.৯০.০০ ও ৬৯১২.০০.০০ সমূহে মোট আমদানির পরিমাণ যথাক্রমে ০.২০, ০.৭২ ও ০.৭১ কোটি টাকা। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে আমদানির পরিমাণ যথাক্রমে ০.৬৬, ০.২৯ ও ১.৬১ কোটি টাকা। সর্বনিম্ন শুল্কায়নযোগ্য মূল্য প্রত্যহারের ফলে আমদানির পরিমাণ প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। আমদানির প্রবৃদ্ধি ও দেশীয় টেবিল ওয়্যার উৎপাদনকারী শিল্পের সুরক্ষা বিবেচনায় সর্বনিম্ন শুল্কায়নযোগ্য মূল্য আন্তর্জাতিক বাজারমূল্য বিবেচনায় পুনরায় আরোপ করা প্রয়োজন।

সিরামিক পণ্যের কয়েকটি কাঁচামাল আমদানিতে শুল্ক হ্রাসের আবেদন করা হয়। কাঁচামালসমূহের তালিকা পর্যালোচনায় দেখা যায়, স্যানিটেরি ওয়্যার শিল্পে ব্যবহৃত স্যানিটেরি কমোডের অন্যতম কাঁচামাল Lavatory Seats & Covers এইচএস কোড ৩৯২২.২০.০০ ও Flushing Mechanism/Tank Fitting/ Concealed/Water Tank এইচএস কোড ৩৯২২.৯০.০০ যা স্থানীয়ভাবে উৎপাদন হয় না। স্থানীয়ভাবে উৎপাদনের ক্ষেত্রে উৎপাদনকারী শিল্প কর্তৃক যে পরিমাণ পণ্য উৎপাদন করলে এ শিল্প লাভবান হবে দেশে সে পরিমাণ চাহিদা না থাকায় স্থানীয়ভাবে এ শিল্প লাভজনক নয়। তাই, এ দুটো পণ্য শিল্প কাঁচামাল হিসেবে আন্তর্জাতিক বাজার থেকে আমদানি করতে হয়। মৌলিক কাঁচামাল হিসেবে এ দুটো পণ্যের বিদ্যমান আমদানি শুল্ক ২৫% সিডি ও ২০% এসডিসহ মোট আমদানি শুল্ককর ৮৯.৩২%। বাণিজ্যিক আমদানির ক্ষেত্রে বিদ্যমান শুল্ককর বহাল রেখে ভ্যাট নিবন্ধিত শিল্প আইআরসি'র ক্ষেত্রে শিল্প কাঁচামাল হিসেবে এইচএস কোড ৩৯২২.২০.০০ ও ৩৯২২.৯০.০০ সিডি ১০%, ভ্যাট ১৫%, এটি ৩% ও এআইটি ৫% আরোপ করে স্থানীয় এ শিল্প কর্তৃক উৎপাদিত পণ্যের উৎপাদন ব্যয় হ্রাস করা যেতে পারে।

কমিশনের সুপারিশ

১. স্যানিটেরি ওয়্যার শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে ভ্যাট নিবন্ধিত শিল্প আইআরসি হোল্ডার সিরামিক পণ্য উৎপাদনকারী শিল্প কর্তৃক এইচএস কোড ৩৯২২.২০.০০ ও ৩৯২২.৯০.০০ সিডি ১০%, ভ্যাট ১৫%, এটি ৩% ও এআইটি ৫% আরোপ করা যেতে পারে;

২. স্থানীয় টেবিল ওয়্যার শিল্প সুরক্ষায় এইচএস কোড ৬৯১১.১০.০০, ৬৯১১.৯০.০০ ও ৬৯১২.০০.০০ আমদানিতে সর্বনিম্ন শুল্কায়নযোগ্য মূল্য যথাক্রমে ৪.৫০, ৫.০০ ও ৪.০০ মা. ডলার আরোপ করা যেতে পারে।

৩. এইচএস হেডিং ৬৯০৭ এবং ৬৯১০ এর অধীন এইচএস কোডসমূহের মাধ্যমে আমদানিকৃত পণ্যের প্রকৃত পরিমাণ আমদানি সংশ্লিষ্ট কাস্টম হাউস যথাযথভাবে যাচাই করতে পারে।

উপর্যুক্ত সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের ফলে টেবিলওয়্যার উৎপাদনকারী শিল্পের স্থানীয় উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে; এবং স্যানেটেরি ওয়্যার শিল্পের কাঁচামাল আমদানিতে শুল্ক হ্রাসের ফলে স্থানীয় উৎপাদন উৎসাহিত হবে এবং আমদানি নির্ভরতা কমবে।

৬.৩.১১ সামুদা কেমিক্যাল কমপ্লেক্স লিমিটেড কর্তৃক উৎপাদিত পণ্য ক্যালসিয়াম কার্বনেট আমদানিতে শুল্ক-কর হার বৃদ্ধি এবং এর প্রধান কাঁচামাল লাইমস্টোন আমদানিতে শুল্ক-কর হার হ্রাসের নিমিত্ত আবেদন বিষয় কমিশনের প্রতিবেদন

আবেদনটি কমিশন কর্তৃক পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, ক্যালসিয়াম কার্বনেট মূলত পেপার, পেইন্টিং, রাবার, পিভিসি পাইপ ও ডিটারজেন্ট শিল্পে ব্যবহৃত হয়। ক্যালসিয়াম কার্বনেট এর স্থানীয় চাহিদা ৪.৫ লক্ষ মে.টন। স্থানীয় উৎপাদন ক্ষমতা ২.৭০ লক্ষ মে.টন। সে হিসেবে এ পণ্যের আমদানি নির্ভরতা প্রায় ৪০%।

ক্যালসিয়াম কার্বনেট মূলত স্থানীয় শিল্পের মধ্যবর্তী কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেহেতু, স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত পণ্য দ্বারা দেশের চাহিদা পূরণ করা সম্ভব নয় তাই এ পণ্যের আমদানি নির্ভরতা রয়েছে। আমদানি নির্ভরতা বিবেচনায় ক্যালসিয়াম কার্বনেট মধ্যবর্তী পণ্য হিসেবে বিদ্যমান যে কাস্টমস ডিউটি (সিডি) রয়েছে তা যৌক্তিক বলে প্রতীয়মান। তবে, এর কাঁচামাল লাইমস্টোন আমদানিতে বর্তমানে কাস্টমস ডিউটি (সিডি) ৫%, এসডি ৩০% সহ মোট ৬৮.৮০% শুল্কারোপিত রয়েছে। তবে, বিশেষ এসআরও এর মাধ্যমে স্থানীয় ক্যালসিয়াম কার্বনেট উৎপাদনকারী শিল্প কর্তৃক ক্যালসিয়াম কার্বনেট আমদানিতে সম্পূরক শুল্ক অব্যাহতি পেয়ে আসছে। গত ০৯ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখ অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের এসআরও নং-১৮-আইন/২০২৫/২৭২-মূসক, তারিখ: ০৯ জানুয়ারি ২০২৫ এর মাধ্যমে স্থানীয় ক্যালসিয়াম কার্বনেট উৎপাদনকারী কর্তৃক কাঁচামাল হিসেবে লাইমস্টোন আমদানিতে ১০% হারে সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা হয়েছে। এর ফলে সম্পূর্ণায়িত পণ্য ক্যালসিয়াম কার্বনেট এর আমদানি শুল্ক বিবেচনায় স্থানীয় এ শিল্পের সুরক্ষা মাত্রা হ্রাস পেয়েছে।

কমিশনের সুপারিশ

১. স্থানীয় ক্যালসিয়াম কার্বনেট উৎপাদনকারী শিল্পের সুরক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ভ্যাট নিবন্ধিত শিল্প আই.আর.সি হোল্ডার ক্যালসিয়াম কার্বনেট উৎপাদনকারী শিল্প কর্তৃক ক্যালসিয়াম কার্বনেট এর কাঁচামাল হিসেবে লাইমস্টোন এইচএস কোড ২৫১৭.১০.৯০ আমদানিতে সম্পূরক শুল্ক (এসডি) প্রত্যাহার করা যেতে পারে; এবং

২. ক্যালসিয়াম কার্বনেট এর অন্যতম কাঁচামাল লাইমস্টোন আমদানিতে আরোপিত সম্পূরক শুল্ক (এসডি) প্রত্যাহার করা হলে উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পাবে যার ফলে স্থানীয় উৎপাদন উৎসাহিত হবে এবং আমদানি নির্ভরতা কমবে।

৬.৩.১২ স্থানীয় শিল্পের সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ ও ভোক্তা স্বার্থ বিবেচনায় এনে BOPET এইচএস কোড ৩৯২০.৬২.৯০ এর ওপর শুল্কায়ন

BOPET ফিল্ম মূলতঃ পানি, বায়ু ও অক্সিজেন প্রতিরোধক হিসেবে প্যাকেজিং শিল্পে বহুল ব্যবহৃত একটি কাঁচামাল। বাংলাদেশে প্রক্রিয়াজাতকৃত খাদ্য সংরক্ষণ, তামাকজাত পণ্যের প্যাকেজিং, পানি প্রতিরোধক কাগজ লেমিনেশন, এডহেসিভ টেপ ইন্ডাস্ট্রিজ, সৌন্দর্য বর্ধনে ব্যবহৃত র‍্যাপিং পলি ও গার্মেন্ট শিল্পে ব্যবহৃত ট্যাগ ও বিশেষায়িত পণ্য প্যাকেটজাতকরণে এ ধরণের ফ্লিম ব্যবহৃত হয়। স্থানীয় উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান আকিজ বায়াক্স ফিল্মস লিমিটেড গত ২০১৮ সালে প্রতিষ্ঠানটি বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন কার্যক্রম শুরু করে। স্থানীয় চাহিদা পূরণ করার উৎপাদন ক্ষমতা থাকলেও কাঁচামাল আমদানিতে বিদ্যমান শুল্ক-কর হার ও সম্পূর্ণায়িত পণ্য আমদানিতে বিদ্যমান শুল্ক-কর হার বিবেচনায় এ শিল্পের প্রতিরক্ষণ মাত্রা কম। যেহেতু, প্রধান কাঁচামাল আমদানিতে কাস্টমস ডিউটি (সিডি) ৫% আরোপিত তাই সিডি কমিয়ে সুরক্ষা প্রদান করা যৌক্তিক নয়। এছাড়া, একই প্রতিষ্ঠানে উৎপাদিত সমজাতীয় পণ্য BOPP ফিল্ম এইচএস কোড ৩৯২০.২০.২০ আমদানিতে ১৫% সিডির পাশাপাশি ৫% আরডি সহ মোট ৪৯% শুল্ক সুরক্ষার প্রস্তাব করা হয়েছে। আবেদনকারী প্রতিষ্ঠান BOPET এইচএস কোড ৩৯২০.৬২.৯০ আমদানিতে বিদ্যমান সিডি ১৫% থেকে বৃদ্ধি করে ২৫% উন্নীত করার অনুরোধ করেছেন। সিডি ১৫% থেকে বৃদ্ধি করে ২৫% করা হলে মোট আমদানি শুল্ক দাঁড়াবে ৫৮.৬%। BOPET একটি মধ্যবর্তী পণ্য যা অন্য পণ্যের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। মধ্যবর্তী পণ্যে ২৫% সিডি আরোপ করা হলে এ পণ্য ব্যবহার করে উৎপাদিত পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পাবে। তাই স্থানীয় এ শিল্পে সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ ও ভোক্তা স্বার্থ বিবেচনায় এনে BOPET এইচএস কোড ৩৯২০.৬২.৯০ আমদানিতে বিদ্যমান শুল্কের সাথে ৫% আর.ডি আরোপ করা হলে একদিকে শিল্প সুরক্ষিত হবে অন্যদিকে ভোক্তা স্বার্থ সংরক্ষিত হবে। সঠিকভাবে, মূল্য সংযোজন, দেশীয় বিনিয়োগ ও শিল্প সুরক্ষার নীতি বিবেচনায় এই প্রস্তাব করা হয়েছে।

কমিশনের সুপারিশ

স্থানীয় এ শিল্পের সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ ও ভোক্তা স্বার্থ বিবেচনায় এনে BOPET এইচএস কোড ৩৯২০.৬২.৯০ এর বিপরীতে CD-15%; RD-5%; SD-0%; VAT-15%, AIT-5%; Ges AT-5% সহ মোট TTI-49% হারে শুল্কারোপ করা যেতে পারে। তাছাড়া, বিদ্যমান শুল্কায়নযোগ্য মূল্য প্রতি কেজি ২ মা.ডলার বহাল রাখা যেতে পারে। উপর্যুক্ত সুপারিশ বাস্তবায়নের ফলে আমদানি, উৎপাদন ও ব্যবসায়ী পর্যায়ে রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধি পাবে, স্থানীয় উৎপাদন উৎসাহিত হবে, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে এবং আমদানি নির্ভরতা কমবে হ্রাস পাবে।

৬.৩.১৩ শাওমি টেকনোলজিস বাংলাদেশ প্রাইভেট লিমিটেড অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের এসআরও নং-২২৯-আইন/২০১৯/৬৫-মূসক, তারিখ: ৩০ জুন ২০১৯ ও সংশোধিত এসআরও নং-১৪৭-আইন/২০২৩/২২৪-মূসক, তারিখ: ২১ মে ২০২৩ অধিকতর সংশোধনের আবেদন বিষয়ে কমিশনের প্রতিবেদন

আবেদনকারী প্রতিষ্ঠান শাওমি টেকনোলজিস বাংলাদেশ প্রাইভেট লিমিটেড অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের এসআরও নং-২২৯-আইন/২০১৯/৬৫-মূসক, তারিখ: ৩০ জুন ২০১৯ ও সংশোধিত এসআরও নং-১৪৭-আইন/২০২৩/২২৪-মূসক, তারিখ: ২১ মে ২০২৩ অধিকতর সংশোধনের জন্য আবেদন করেছে। আবেদনটি কমিশন কর্তৃক পর্যালোচনা করা হয়।

সরকার সেলুলার/মোবাইল ফোনের স্থানীয় উৎপাদন উৎসাহিত করার নিমিত্ত এসআরও নং- ২২৯-আইন/২০১৯/৬৫-মূসক, তারিখ: ৩০ জুন ২০১৯ জারির মাধ্যমে কতিপয় শর্তারোপ করে উৎপাদনকারী ও সংযোজনকারীর জন্য শুল্ক কর ও মূল্য সংযোজন কর (মূসক) অব্যাহতি/রেয়াত প্রদান করে। এছাড়া, উৎপাদন ও সংযোজনকারী প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ন্যূনতম ২০% স্থানীয় মূল্য সংযোজনের শর্তারোপ করা হয়।

সংশোধিত এসআরও নং-১৪৭-আইন/২০২৩/২২৪-মূসক, তারিখ: ২১ মে ২০২৩ এ সংযোজনকারীর ক্ষেত্রেও ন্যূনতম মূল্য সংযোজনের হার ২০% আরোপ করায় প্রতিষ্ঠানটিকে ২০% মূল্য সংযোজন দেখিয়ে ১৫% আদর্শ হারে ভ্যাট প্রদান করায় প্রকৃত মূল্য সংযোজন অপেক্ষা অধিক পরিমাণ মূল্য সংযোজন কর প্রদান করতে হচ্ছে। তাই, প্রতিষ্ঠানসমূহ ২০% মূল্য সংযোজন কর দেখানোর জন্য সংযোজিত মূল্য সংযোজনের ৪০% বিভিন্ন খাতে এবং ৬০% মুনাফা হিসেবে দেখিয়ে ইনপুট-আউটপুট কো-ইফিসিয়েন্ট প্রস্তুত করে, যা শাওমি টেকনোলজিস বাংলাদেশ প্রাইভেট লিমিটেড এর জন্য কঠিন হয়ে পড়ে। তাই, বাধ্য হয়ে ১৫% আদর্শ হারে ভ্যাট প্রদান করছে যাতে ভবিষ্যতে কোন প্রকার অডিট আপত্তি না হয়। ন্যূনতম ২০% মূল্য সংযোজনের শর্ত সংশোধন করে প্রকৃত মূল্য সংযোজনকে বিবেচনায় এনে উৎপাদন ও বিপণন পর্যায়ে ৭.৫% এর পরিবর্তে আদর্শ হার আরোপ করা হলে সরকারের রাজস্ব ঠিক থাকবে, একইসাথে বাজারে প্রতিযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টি হবে।

কমিশনের সুপারিশ

সেলুলার/মোবাইল ফোন উৎপাদন ও সংযোজন উৎসাহিতকরণের নিমিত্ত অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের এসআরও নং-২২৯-আইন/২০১৯/৬৫-মূসক, তারিখ: ৩০ জুন ২০১৯ ও সংশোধিত এসআরও নং-১৪৭-আইন/২০২৩/২২৪-মূসক, তারিখ: ২১ মে ২০২৩ এর অনুচ্ছেদ-১ (ই) এ ৭.৫% এর পরিবর্তে ১৫% এবং শর্ত ২ এ সংযোজনকারীর ক্ষেত্রে মূল্য সংযোজনের হার ২০% এর পরিবর্তে প্রকৃত মূল্য সংযোজনের বিষয়টি উল্লেখ করা যেতে পারে।

উপর্যুক্ত সুপারিশসমূহ বাস্তবায়িত হলে বাজারে সংযোজনকারীদের মধ্যে সুষম প্রতিযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টি হবে, সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধি পাবে এবং ভ্যাট আইনের যথাযথ প্রয়োগ হবে।

৬.৩.১৪ স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত বাইসাইকেল এবং রিকশার পার্টস ফ্রি হুইল এইচএস.কোড ৮৭১৪.৯৩.১১ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে সুরক্ষা প্রদানের নিমিত্ত আবেদন বিষয়ে কমিশনের প্রতিবেদন

ফ্রি হুইল এর স্থানীয় চাহিদা, উৎপাদন, আমদানি শুল্ক, কাঁচামাল এবং কাঁচামাল আমদানিতে শুল্ক-কর হার ও সুরক্ষামাত্রা ইত্যাদি পর্যালোচনা করা হয়।

দেশে প্রায় বিভিন্ন সাইজের ৩০ থেকে ৩৫ লক্ষ ইউনিট ফ্রি হুইল এর চাহিদা রয়েছে যার প্রায় ৯০% বিদেশ থেকে আমদানি করা হয়। সম্প্রতি এর চাহিদা বিবেচনায় দেশের কয়েকটি সাইকেল পার্টস উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান যেমনঃ মেসার্স আজিজ সাইকেল ইন্ডাঃ এবং সিরাজ সাইকেল ইন্ডাঃ স্থানীয়ভাবে ফ্রি হুইল উৎপাদনের জন্য নিবন্ধন গ্রহণ করলেও মেসার্স আজিজ সাইকেল ইন্ডাঃ তাদের উৎপাদিত ফ্রি হুইল পণ্য বাজারজাত শুরু করেছে বর্তমান ফ্রি হুইল এর উৎপাদন ক্ষমতা প্রায় ৩০ লক্ষ ইউনিট কিন্তু সিরাজ সাইকেল ইন্ডাঃ উৎপাদন শুরু করলে স্থানীয় উৎপাদন ক্ষমতা দাঁড়াবে প্রায় ৫০ লক্ষ ইউনিট।

সারণি ২৭: ফ্রি হুইল আমদানিতে বিদ্যমান শুল্ক

H.S. CODE	CD	RD	SD	VAT	AIT	AT	TTI
৮৭১৪.৯৩.১১	১৫	০	০	১৫	৩	৫	৪১%

উৎসঃ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

কাঁচামাল আমদানিতে বিদ্যমান শুল্ক-কর হার এবং সম্পূর্ণায়িত পণ্য আমদানিতে বিদ্যমান যে শুল্ক-কর হার তা স্থানীয় এ উৎপাদনকারীর মূল্য সংযোজন বিবেচনায় যথাযথ সুরক্ষা নিশ্চিত করে না। এ পণ্য উৎপাদনে স্থানীয় মূল্য সংযোজন প্রায় ৪০% থেকে ৪৫%। স্থানীয় উৎপাদনকারী এ শিশু শিল্পের শক্তিশালী ব্রান্ড ইমেজ না থাকায় আমদানিকৃত পণ্যের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে সক্ষম হচ্ছে না। ফলে স্থানীয় উৎপাদনকারীর উৎপাদন সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তা যথাযথ ব্যবহার করতে না পারায় একদিকে যেমন উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পাচ্ছে; অন্যদিকে আমদানিকৃত পণ্যের সাথে প্রতিযোগিতার সক্ষমতা হারাচ্ছে।

ফ্রি হুইল ও স্প্রোকেট উৎপাদনকারী শিল্প বাংলাদেশের প্রকৃতি বিবেচনায় একটি শিশুশিল্প। তাই এ শিল্পের বিকাশ ত্বরান্বিত করা এবং আমদানিকৃত পণ্যের সাথে প্রতিযোগিতায় সক্ষমতা অর্জনের নিমিত্ত সুনির্দিষ্ট মেয়াদে শুল্ক সুরক্ষা প্রদান করা প্রয়োজন।

কমিশনের সুপারিশ নিম্নরূপ

স্থানীয় বাইসাইকেল উৎপাদনকারী শিল্পের ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ ফ্রি হুইল উৎপাদনকারী শিশু শিল্পের যথাযথ বিকাশ ও আমদানিকৃত পণ্যের সাথে প্রতিযোগিতা সক্ষমতা অর্জনের নিমিত্ত সুনির্দিষ্ট মেয়াদে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এইচএস কোড ৮৭১৪.৯৩.১১ (ফ্রি হুইল) আমদানিতে ২৫% সিডি, ৩% আরডি ও মোট শুল্ক ৫৮.৬% শুল্ক আরোপ করতে পারে।

কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়নের ফলে স্থানীয় পার্টস উৎপাদন শিল্পের বিকাশ হবে, কাঁচামাল ও সম্পূর্ণায়িত পণ্যের শুল্কহারে পার্থক্য সৃষ্টি হবে, পার্টস এর আমদানি নির্ভরতা কমবে, স্থানীয় সাইকেল শিল্পের বিকাশ ঘটবে, কর্মসংস্থান বাড়বে এবং সরকারের রাজস্বের পরিমাণ বাড়বে।

৬.৩.১৫ লুব্রিকেন্টস ইম্পোর্টার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ লুব অয়েল আমদানিতে ন্যূনতম ভ্যালু হ্রাস এবং বাংলাদেশ লুব ব্লেন্ডার্স এসোসিয়েশন লুব অয়েল আমদানিতে ন্যূনতম ভ্যালু বহাল রাখার জন্য আবেদন বিষয়ে কমিশনের মতামত

কমিশন কর্তৃক লুব্রিকেন্টস ইম্পোর্টার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশ লুব ব্লেন্ডার্স এসোসিয়েশন এর বক্তব্য পর্যালোচনায় দেখা যায়, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের এসআরও নং- ২৩৮-আইন/২০২৪/৮০/কাস্টমস, তারিখ: ২৬ জুন ২০২৪ জারির মাধ্যমে সরকার লুব্রিকেন্ট উৎপাদনে ব্যবহৃত কাঁচামাল বেইজ অয়েল ও সম্পূর্ণায়িত পণ্য মিনারেল লুব্রিকেন্ট অয়েল, সেমি সিনথেটিক লুব্রিকেন্ট অয়েল এবং সিনথেটিক লুব্রিকেন্ট অয়েল আমদানিতে ন্যূনতম ভ্যালু পুনঃনির্ধারণ করে। পুনঃনির্ধারিত ন্যূনতম ভ্যালু অনুযায়ী বেইজ অয়েল আমদানিতে ন্যূনতম ভ্যালু ৭০০ মা.ডলার থেকে বৃদ্ধি করে ১২০০ মা.ডলার নির্ধারণ করা হয়। সম্পূর্ণায়িত পণ্য হিসেবে লুব্রিকেটিং অয়েল এর ক্ষেত্রে বিদ্যমান এইচএস কোড বহাল রেখে নতুন দু'টি এইচএস কোড সৃজন করা হয়। বিদ্যমান এইচএস কোড ২৭১০.১৯.৩১ মিনারেল লুব্রিকেন্ট এ ন্যূনতম ভ্যালু ২০০০ মা.ডলার থেকে বৃদ্ধি করে ২৫০০ মা.ডলার; নতুন দুটো এইচএস কোড যথা: ৩৪০৩.৯৯.২০-সেমি সিনথেটিক লুব্রিকেন্ট অয়েল ও ৩৪০৩.৯৯.৩০-সিনথেটিক লুব্রিকেন্ট অয়েল ক্ষেত্রে ন্যূনতম ভ্যালু যথাক্রমে ৩২০০ ও ৫০০০ মা.ডলার নির্ধারণ করা হয়। শুল্কহার পর্যালোচনায় দেখা যায় কাঁচামাল আমদানিতে মোট শুল্ককর ৩৩% এবং সম্পূর্ণায়িত পণ্য আমদানিতে মোট শুল্ককর ৪৯%।

মিনারেল লুব্রিকেন্ট অয়েল উৎপাদনকারী স্থানীয় প্রতিষ্ঠান লুব্রিকেন্ট এশিয়া লিমিটেড এর স্থানীয় মূল্য সংযোজন হার ৩৫%, সিগমা অয়েল লিমিটেড এর মূল্য সংযোজন হার ৩৫%, সিটি লুব অয়েল লিমিটেড ৩৬% ও গ্লোবাল অয়েল কোম্পানি লিমিটেড ২৭% মূল্য সংযোজন করে থাকে। স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ সিনথেটিক ও সেমিসিনথেটিক লুব অয়েল উৎপাদন না করায় এ দু'টি পণ্যে কী পরিমাণ মূল্য সংযোজন হয়ে থাকে তা জানা সম্ভব হয়নি। বেইজ অয়েল, মিনারেল লুব অয়েল, সেমি-সিনথেটিক লুব অয়েল, সিনথেটিক লুব অয়েল আমদানিতে যে হারে সর্বনিম্ন আমদানি মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে তা এ সকল পণ্যের প্রকৃত আমদানি মূল্য, আন্তর্জাতিক বাজারমূল্য ও স্থানীয় উৎপাদন মূল্য বিবেচনায় অধিক বলে প্রতীয়মান। এ ক্ষেত্রে বিভিন্ন উন্নত ব্র্যান্ডের ক্ষেত্রে বাড়তি প্রিমিয়াম নির্ধারিত হয়। উন্নত ব্রান্ডের পণ্যের ক্ষেত্রে প্রকৃত মূল্য অপেক্ষা কম মূল্য ঘোষণা সুযোগ থাকে না।

কমিশনের সুপারিশ

১.লুব অয়েলের কাঁচামাল বেইজ অয়েল, বেইজ অয়েল থেকে উৎপাদিত পণ্য মিনারেল লুব অয়েল, সিনথেটিক লুব অয়েল ও সেমি-সিনথেটিক লুব অয়েল আমদানিতে সর্বনিম্ন শুল্কায়ণযোগ্য মূল্য পুনঃনির্ধারণ করা যেতে পারে;

২.পুনঃনির্ধারনের ক্ষেত্রে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের নিয়ে কমিটি গঠনপূর্বক কমিটির মতামত গ্রহণ করা যেতে পারে; এবং

৩.সিনথেটিক ও সেমিসিনথেটিক লুব অয়েল আমদানিতে মিনারেল এর পরিমাণ বিবেচনায় এইচএস হেডিং ২৭১০ এর অধিন শুল্কায়ন করা যায় কি না তা পর্যালোচনা করা যেতে পারে।

কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়নের ফলে শুল্কায়নযোগ্য মূল্য যৌক্তিক হবে, মিথ্যা ঘোষণার প্রবণতা হ্রাস পাবে, শুল্কায়ন পদ্ধতি অনুসৃত হবে, স্থানীয় শিল্প সুরক্ষিত হবে এবং ভোক্তা সাধারণ উপকৃত হবে।

৬.৩.১৬ সানফ্লাওয়ার ও ক্যানোলা তেল সংক্রান্ত প্রতিবেদন

বাংলাদেশে ভোজ্যতেলের চাহিদা প্রায় ২২-২৪ লক্ষ মে.টন। স্থানীয় চাহিদার ৯০% আমদানির মাধ্যমে পূরণ করা হয়। স্থানীয়ভাবে অপরিশোধিত সয়াবিন ও অপরিশোধিত পাম তেল আমদানিপূর্বক পরিশোধন করে বাজারজাত করা হয়। এছাড়া, স্থানীয় চাহিদা বিবেচনায় কিছু আমদানিকারক পরিশোধিত সানফ্লাওয়ার তেল, পরিশোধিত রেপ/ক্যানোলা তেল আমদানি করে থাকে যা নিম্নরূপ। সানফ্লাওয়ার ও ক্যানোলা তেলের আমদানি স্থানীয় চাহিদার তুলনায় নগণ্য।

সারণি ২৮: সানফ্লাওয়ার ও ক্যানোলা তেলের আমদানি ও রাজস্ব আহরণের তুলনামূলক চিত্র

বিবরণ	২০২২-২৩		২০২৩-২৪	
	আমদানির পরিমান (মে. টন)	রাজস্ব (কোটি টাকা)	আমদানির পরিমান (মে. টন)	রাজস্ব (কোটি টাকা)
পরিশোধিত/অপরিশোধিত সানফ্লাওয়ার তেল	২,৩৭২	১২.৮২	১৩,০৮৭.০৭	৩৪.৬৯
ক্যানোলা তেল	৫৮.৬৭	০.৫২	৮.৯৫	০.০৯

সয়াবিন ও পাম তেলের ন্যায় সানফ্লাওয়ার ও ক্যানোলা তেল প্রধানত ভোজ্যতেল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। স্থানীয়ভাবে অপরিশোধিত সয়াবিন ও পাম তেল পরিশোধন শিল্প থাকলেও পরিশোধিত সয়াবিন ও পাম তেল আমদানিতে আমদানি শুল্ক-কর সমহারে আরোপিত রয়েছে। সানফ্লাওয়ার তেল ও পরিশোধিত রেপ/ক্যানোলা তেল স্থানীয়ভাবে উৎপাদন হয় না; আন্তর্জাতিক বাজারে এ দু'টি তেলের বাজারমূল্য সয়াবিন ও পাম তেলের কাছাকাছি অথচ আন্তর্জাতিক বাজার থেকে এ সকল তেল আমদানিতে উচ্চ হারে শুল্ক-কর আরোপ করা হয়েছে।

সকল ভোজ্যতেলে সমহারে শুল্ক-কর নির্ধারণ করা হলে বাজারে ভোজ্যতেলের সরবরাহে বৈচিত্র আসবে এবং ভোক্তার পছন্দ উৎসাহিত হবে। অন্যদিকে, সয়াবিন ও পাম তেলের স্থানীয় উৎপাদনকারী ও সরবরাহকারীদের একচ্ছত্র আধিপত্য এবং কথিত সিন্ডিকেটের অভিযোগ কমে আসবে। অন্যদিকে, ভোক্তাসাধারণ প্রায় একই মূল্যে (প্রতিযোগী মূল্যে) ভোজ্যতেল ক্রয় করতে পারবে।

কমিশনের সুপারিশ

সারণি: ২৯ ভোজ্যতেলের সমহারে শুল্ক-কর নির্ধারণের সুপারিশ নিম্নবর্ণিত হারে শুল্কারোপ করা যেতে পারে:

ক্রম	এইচ.এস কোড	সিডি	এসডি	ভ্যাট	এআইটি	এটি	আরডি	টিটিআই
০১.	১৫১২.১৯.০০	০	০	১৫	০	০	০	১৫
০২.	১৫১২.১১.০০	০	০	১৫	০	০	০	১৫
০৩.	১৫.১৪.১১.০০	০	০	১৫	০	০	০	১৫
০৪.	১৫.১৪.১৯.০০	০	০	১৫	০	০	০	১৫

কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়নের ফলে স্থানীয় বাজারে ভোজ্যতেলের সরবরাহ বৃদ্ধি পাবে, সমজাতীয় তেলের (সয়াবিন ও পাম) একই রকম শুল্ককরের পরিমাণ প্রযোজ্য হবে, স্থানীয় ভোজ্যতেলের কথিত সিন্ডিকেটের দৌরাত্ম্য ভেঙ্গে যাবে, ভোজ্যতেলের সরবরাহে বৈচিত্র আসবে, সরকারের রাজস্ব আহরণের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে, এবং উন্নতমানের ভোজ্যতেল ব্যবহারের ফলে মানুষের স্বাস্থ্য ঝুঁকি হ্রাস পাবে।

৬.৩.১৭ সবজির বাজার ব্যবস্থাপনার সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সম্ভাব্য সমাধান সংক্রান্ত সমীক্ষা প্রতিবেদন

বাংলাদেশ কৃষিভিত্তিক দেশ হওয়ায় শীতকালে প্রচুর পরিমাণে সবজির ফলন হয় এবং এ সময়ে প্রায় প্রতি বছর সবজির বাজার স্থিতিশীল থাকে। মৌসুমের শুরুতে সবজি বিশেষ করে শীতকালীন সবজি চড়া দামে বিক্রি হলেও ধীরে ধীরে মূল্য স্থিতিশীল হয় এবং এ পর্যায়ে কৃষক উৎপাদন ব্যয়ের চেয়ে অনেক কম মূল্যে বাজারে বিক্রি করেন। এর ফলে প্রান্তিক কৃষক আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে উৎপাদনে নিরুৎসাহিত হন। সবজির সুষ্ঠু বাজার ব্যবস্থাপনা এবং মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্যের কারণে ভোক্তাদের ন্যায্যমূল্যে পণ্য সরবরাহে বিঘ্ন সৃষ্টি হয় এবং পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

বিদ্যমান সাপ্লাই চেইনে অনেক বেশি ধাপ বিরাজ করছে। অত্যাবশ্যকীয় পণ্য হিসেবে এত বেশি ধাপ যৌক্তিক নয় এবং তা পণ্যমূল্যকে বৃদ্ধি করছে। এছাড়া কয়েকটি ধাপে দেখা যায়, কোন প্রকার বিনিয়োগ ব্যতিরেকে কোন কোন মধ্যস্বত্বভোগী অনেক বেশী মুনাফা করছে। ফলে, এ সকল পণ্যের মূল্য অস্বাভাবিক হারে বেড়েছে। তাই অত্যাবশ্যকীয় এ সকল পণ্যের যৌক্তিক মূল্য নিশ্চিত করার নিমিত্ত সাপ্লাই চেইনের অপ্রয়োজনীয় ধাপকে নিরুৎসাহিত এবং প্রতি ধাপে যৌক্তিক মুনাফা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে সরকারি নীতি প্রনয়ণ ও তা বাস্তবায়ন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

কমিশনের সুপারিশ

কমিশন কতিপয় স্বল্প এবং দীর্ঘ মেয়াদী গৃহীত পদক্ষেপ নেয়ার বিষয়ে সুপারিশ করেছে যা নিম্নরুপঃ

স্বল্প মেয়াদে গৃহীত পদক্ষেপ

১. ঢাকার পাইকারি বাজারসহ স্থানীয় বাজারগুলোতে সরকারি নিবন্ধনের মাধ্যমে মধ্যস্বত্বভোগীদের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও দ্রুত নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে;

২. ঢাকার বিভিন্ন আড়তে (যেমনঃ যাত্রাবাড়ী আড়ত, কারওয়ান বাজার, মিরপুর কাঁচাবাজার ইত্যাদি) সরকারি উদ্যোগে ন্যায্য মূল্যে পণ্য ক্রয়-বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন করা যেতে পারে;

৩. সবজিবাহী পরিবহনে সরকারি সংস্থা ও বেসরকারি সংগঠন কর্তৃক চাঁদাবাজি বন্ধের জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে;

৪. চুরি, ডাকাতি, বস্তা কাটার মত কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনা বন্ধের জন্য সড়কপথে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর টহল কার্যক্রম জোরদার করা যেতে পারে;

৫. সবজি উৎপাদিত এলাকায় সরকারি ও বেসরকারি যৌথ উদ্যোগে পণ্য ক্রয়-বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন করা যেতে পারে;

দীর্ঘ মেয়াদে গৃহীত পদক্ষেপ

১. সবজি সংরক্ষণের জন্য অঞ্চলভিত্তিক আধুনিক হিমাগার ও সংরক্ষণাগার নির্মাণ করা যেতে পারে;

২. সবজির উৎপাদন, বিপণন, পিক সিজন, লিন সিজন ও আমদানি উৎস সংক্রান্ত পঞ্জিকা প্রণয়ন করে চাহিদাতিরিক্ত আমদানি নিরুৎসাহিতকরণ এবং ঘাটতিকালীন আমদানি উৎসাহিত করা যেতে পারে;

৩. কৃষকদের উৎপাদন প্রক্রিয়া ও বিপণনে প্রযুক্তি ব্যবহারের জন্য দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চালু করা যেতে পারে;

৪. জাতীয় কৃষি নীতিমালা ২০১৮, কৃষি বিপণন আইন, ২০১৮ এবং কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত প্রদক্ষেপসমূহ অধিকতর বাস্তবায়ন করতে যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে;

৫. সবজির আমদানি আই.পি ইস্যু, শুল্ক নির্ধারণ ইত্যাদি বিষয়ে অত্যাবশ্যকীয় একক প্রতিষ্ঠানের নিকট দায়িত্ব প্রদান করা যেতে পারে।

অত্যাবশ্যকীয় পণ্য পেঁয়াজের উৎপাদন, আমদানি ও বর্তমান বাজার পরিস্থিতির উপর সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়ন সংক্রান্ত সমীক্ষা সম্পন্ন করার জন্য কমিশনের কর্মকর্তাগণ সরেজমিনে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের নিমিত্ত রাজবাড়ী ও ফরিদপুর জেলার বিভিন্ন পাইকারি বাজার, বাজারের পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের পদ্ধতি, আড়ৎ এবং সংরক্ষণাগার পরিদর্শন করেন

ইলিশ মাছ আহরণ, বাজারজাতকরণ, বর্তমান বাজার ব্যবস্থাপনার সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং সম্ভাব্য সমাধান সংক্রান্ত সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রনয়ণ করার জন্য কমিশনের কর্মকর্তাগণ সরেজমিনে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের নিমিত্ত চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলার ইলিশ মাছের পাইকারি ও খুচরা বাজার, আড়ৎ, সংরক্ষণাগার ও ইলিশ মাছ আহরণ পদ্ধতি ইত্যাদি পরিদর্শন করেন।

ধান থেকে চাল উৎপাদনের ক্ষেত্রে রাইস ব্রানের শতাংশ বিষয়ক তথ্য সংগ্রহের লক্ষ্যে কমিশনের একাধিক দল সরেজমিনে পরিদর্শন করেন।

ঈদ-উল-আযহা ২০২৫ উপলক্ষ্যে প্রাপ্ত কাঁচা চামড়ার মূল্য পর্যালোচনা করে প্রতি বর্গফুট কাঁচা চামড়ার মূল্য সম্পর্কে মতামত/সুপারিশ প্রেরণ করার জন্য তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের নিমিত্ত কমিশনের একাধিক দল সরেজমিনে বিভিন্ন জেলার চামড়ার বাজার, আড়ৎ ইত্যাদি পরিদর্শন করেন

৬.৪ বাণিজ্য নীতি বিভাগের ২০২৫-২৬ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা

৬.৪.১. দেশীয় শিল্পের স্বার্থ সংরক্ষণ

(ক) দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানের স্বার্থরক্ষার জন্য শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন, তথ্য সংগ্রহ, তথ্য বিশ্লেষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সাথে সভা করে প্রতিবেদন প্রণয়ন।

(খ) দেশীয় শিল্পের স্বার্থ সংরক্ষণে শুল্ক সংক্রান্ত সহায়তা বিষয়ে সচেতনতামূলক সেমিনার আয়োজন।

৬.৪.২. অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের মূল্য তদারকি

বাংলাদেশ ব্যাংক, চট্টগ্রাম কাস্টমস হাউজ হতে অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের ইনবন্ড ও আউটবন্ড তথ্য-উপাত্ত নিয়ে দেশীয় বাজারমূল্য যৌক্তিক পর্যায়ে ও সরবরাহ সঠিক মাত্রায় আছে কিনা তা বিশ্লেষণ এবং রেফিনিটিভ কমোডিটিস প্রাইস সফটওয়্যার থেকে আন্তর্জাতিক বাজারদর সংগ্রহ ও সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সাথে সভা করে অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের মূল্যের ওপর প্রতিবেদন প্রণয়ন।

৬.৪.৩. গবেষণা সমীক্ষা সম্পাদন

সাব-সেক্টর স্টাডি সংক্রান্ত সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়ন; লিটারেচার রিভিউ, প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের নিকট, তথ্য সংগ্রহ, তথ্য বিশ্লেষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সাথে সভা করে খসড়া প্রতিবেদন প্রণয়ন, সেমিনার আয়োজন ও চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়।

সপ্তম অধ্যায়

প্রকল্প সংক্রান্ত কার্যক্রম

৭.০ কমিশনের কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্প কার্যক্রমের বিবরণ

৭.১ বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প

স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণ পরবর্তী বাণিজ্য সম্পর্কিত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা এবং রূপকল্প ২০৪১ অর্জনের জন্য বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের মানব সম্পদের সক্ষমতা তৈরি করার নিমিত্ত সরকারি অর্থায়নে ৩৭৪.১০ লক্ষ টাকার প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি ২০২২ হতে ডিসেম্বর ২০২৫ মেয়াদে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বর্ণিত প্রকল্পের ডিপিপিতে ০৬টি ডিপ্লোমা, ১০ জনের সংক্ষিপ্ত বৈদেশিক প্রশিক্ষণ, ০৩টি গবেষণা, ১৫টি অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ ও ০৮টি সেমিনার অন্তর্ভুক্ত আছে। প্রকল্পটি রূপকল্প ২০৪১, অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা এবং রপ্তানি নির্ভর প্রবৃদ্ধি অর্জন লক্ষ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে কার্যকর বাণিজ্য সম্পর্কিত গবেষণা পরিচালনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং এ সম্পর্কিত তিনটি গবেষণা পরিচালনা এবং দেশীয় শিল্পকে অসাধু বাণিজ্য থেকে রক্ষার জন্য বাণিজ্য প্রতিবিধান ব্যবস্থাসমূহ (এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং, সেইফগার্ড মেজার্স) বাস্তবায়নে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের কর্মকর্তাদের সক্ষমতা তৈরি করবে। প্রকল্পের অবশিষ্ট কার্যক্রমসমূহ সম্পদনের জন্য ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে বাস্তবায়ন মেয়াদ ০৬ মাস বৃদ্ধির জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে।

প্রকল্পের বর্তমান অগ্রগতি

ক্রম.	কার্যক্রম	ডিপিপি সংস্থান ও বাজেট	এ পর্যন্ত সম্পন্ন	২০২৫-২৬ অর্থবছরে লক্ষ্যমাত্রা	২০২৫-২৬ অর্থবছরে বাস্তবায়ন অগ্রগতি
১	বৈদেশিক প্রশিক্ষণ	০১টি (১০ জন) ৭৫ লক্ষ টাকা	০০টি	০১টি ০১টি	০০টি
২	অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ	১৬টি ৩৭.১৫ লক্ষ	১১টি	০৬টি	০১টি
৩	গবেষণা	০৩টি ৪৫ লক্ষ টাকা	০০টি	০৩টি	কার্যক্রম চলমান
৪	সেমিনার	০৮টি ২৫.৬৩ লক্ষ	০৩টি	০৫টি	০টি
৫	ডিপ্লোমা	০৬টি ১২৬ লক্ষ টাকা	০০টি	০৬টি	০০টি

প্রকল্পের সেমিনার/প্রশিক্ষণ আয়োজন

বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পের আওতায় ৩০ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখ রোজ সোমবার ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ড্রাস্ট্রি (এফবিসিসিআই) এর বোর্ড রুমে 'এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং এবং সেইফগার্ড মেজার্স' শীর্ষক একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা জনাব শেখ বশিরউদ্দীন। বিশেষ অতিথি ছিলেন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোহাং সেলিম উদ্দিন। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ড. মো. রিজওয়ানুল ইসলাম। এছাড়াও, এফবিসিসিআই-এর প্রশাসক জনাব মো. হাফিজুর রহমান প্যানেল আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানটিতে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের চেয়ারম্যান (সচিব) ড. মইনুল খান সভাপতিত্ব করেন। এছাড়া, প্রকল্পের আওতায় গত ০২-০৩ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখ রোজ

সোমবার ও মঙ্গলবার কমিশনের কর্মকর্তা ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের অংশগহণে কমিশনের সভাকক্ষে 'Measuring Trade in Services' শীর্ষক দুই দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসেবে কমিশনের চেয়ারম্যান (সচিব) ড. মইনুল খান উপস্থিত ছিলেন।

৩০ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখ ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ড্রাস্ট্রি (এফবিসিসিআই) এর বোর্ড রুমে অনুষ্ঠিত 'এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং এবং সেইফগার্ড মেজার্স' শীর্ষক সেমিনার

০২-০৩ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখ কমিশনের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত 'Measuring Trade in Services' শীর্ষক প্রশিক্ষণ

অষ্টম অধ্যায়

কমিশনের সাফল্য ও চ্যালেঞ্জসমূহ

৮.১ কমিশনের অর্জিত সাফল্য

- আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ব্যবস্থা এবং বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান বাণিজ্য বিবেচনাপূর্বক দেশের বৈদেশিক বাণিজ্য সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বিভিন্ন দেশের সাথে বাংলাদেশের মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদন বিষয়ে পলিসি গাইডলাইন ও টেমপ্লেট প্রণয়নের লক্ষ্যে কমিশন বিশ্বের ২৬ টি মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির টেক্সট পর্যালোচনা করে ২০২১ সালে একটি সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়ন করে। বিভিন্ন উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের সাথে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনের ক্ষেত্রে স্ট্যান্ডার্ড প্র্যাকটিস এবং বাংলাদেশের বাণিজ্য সংক্রান্ত বিধিবিধানে বিধ্যমান ঘাটতি অনুসন্ধান ও এসব চুক্তির বিভিন্ন বিধি-বিধানের কম্প্লায়েন্স এর ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জসমূহ সম্পর্কে ধারণালাভে এ সমীক্ষা বিশেষভাবে সহায়ক।

- ২০১০ সালের এফটিএ পলিসি গাইড লাইনের আলোকে কমিশন ইতোমধ্যে মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ভারত, চীন, তুরস্ক, শ্রীলংকা, GCC, জর্দান, মায়ানমার, মেসিডোনিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, অস্ট্রেলিয়া, সিঙ্গাপুর, জাপান, থাইল্যান্ড, ফিলিপাইন্স, যুক্তরাষ্ট্র, দক্ষিণ আফ্রিকা, MERCOSUR, ভারত, RCEP, IORA, আফ্রিকার কতিপয় দেশসহ ৩৭টি দেশ/অঞ্চলের সাথে বাংলাদেশের এফটিএ-এর সম্ভাব্যতা যাচাই সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রস্তুত করে (সারণি-১৯)। প্রতিবেদনসমূহ সম্ভাব্য দেশের সাথে চুক্তি সম্পাদনে বাংলাদেশের অবস্থান নির্ধারণের নির্ণায়ক। উল্লেখ্য, ২০১০ সালে প্রণীত এফটিএ পলিসি গাইডলাইনস যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে আরটিএ পলিসি ২০২২ প্রণয়ন করা হয়।

- কমিশন Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), Trans-Pacific Partnership Agreement (TPP), EU-ASEAN FTA, EU-VIETNAM FTA, EU-INDIA FTA সমূহ পর্যালোচনাপূর্বক বাংলাদেশের শিল্প ও বাণিজ্যের ওপর সম্ভাব্য ঝুঁকি যাচাইপূর্বক বিশ্লেষণধর্মী প্রতিবেদন প্রস্তুত করে, যা বাংলাদেশের কৌশপত্র প্রণয়ন ও পলিসি নির্ধারণে বিশেষ ভূমিকা রাখে।

- SAFTA, APTA, BIMSTEC, D-8 PTA, TPS-OIC ইত্যাদি আঞ্চলিক বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনে ও চুক্তির আওতায় শুল্ক সুবিধা বিনিময়ের লক্ষ্যে কমিশন বিভিন্ন সময়ে সুপারিশ প্রণয়ন করে। এসব চুক্তির খসড়া, অনুরোধ তালিকা, অফার তালিকা, রুলস অফ অরিজিন, ট্রেড ইন সার্ভিস, ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি রাইটস, ইনভেস্টমেন্ট, ট্রেড ফেসিলিটেশন ইত্যাদি বিষয়ে নেগোশিয়েসন সফলভাবে নিষ্পন্ন করার জন্য কমিশন সংশ্লিষ্ট বিবিধ বিষয় বিশ্লেষণপূর্বক মতামত বা সুপারিশ প্রেরণ করেছে এবং নেগোশিয়েসনে অংশগ্রহণ করেছে। কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত সুপারিশসমূহ বাংলাদেশের অবস্থানের ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে।

- বিগত এক দশকে বাংলাদেশ বেশকিছু দেশের সাথে মুক্ত/অগ্রাধিকারমূলক চুক্তি স্বাক্ষরের লক্ষ্যে নেগোশিয়েসন শুরু করে। এর মধ্যে জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, সিঙ্গাপুর, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ভুটান, ইন্দোনেশিয়া, মিয়ানমার ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এসকল দেশের সাথে দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় চুক্তির খসড়া, অনুরোধ তালিকা, অফার তালিকা, রুলস অফ অরিজিন, ইত্যাদি প্রণয়ন করে, যা এসব চুক্তি সফলভাবে সম্পাদনে সয়াহক ভূমিকা রাখে। উল্ল্যেখ্য ২০২০ সালে ভুটানের সাথে বাংলাদেশের একটি অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদিত হয়। রুলস অব অরিজিনসহ এ চুক্তিটির খসড়া কমিশন কর্তৃক প্রণীত হয়।

- সরকারের উচ্চ পর্যায়ের বিভিন্ন সভায় কমিশন হতে নিয়মিতভাবে ব্রিফ, ইনপুটস, মতামত ও কৌশলপত্র ইত্যাদি বাণিজ্য মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। এর মধ্যে বিভিন্ন ফরেন অফিস কনসালটেশন বিভিন্ন যৌথ কমিশন সভা, ট্রেড এন্ড ইনভেস্টমেন্ট কোঅপারেশন এগ্রিমেন্ট (টিকফা) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও সরকারের উচ্চ পর্যায়ের সফর উপলক্ষ্যেও ব্রিফ বা ইনপুটও নিয়মিতভাবে প্রেরণ করা হয়েছে।

- ন্যাশনাল ট্যারিফ পলিসি প্রণয়ন করার উদ্দ্যেশ্যে এ বিষয়ে একটি কনসেপ্ট নোট কমিশন কর্তৃক প্রণয়ন করা হয়। এ

কনসেপ্ট নোটের আলোকে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক কমিশনকে ন্যাশনাল ট্যারিফ পলিসি প্রণয়ন করার দায়িত্ব অর্পন করা হয়। পরবর্তীতে কমিশন কর্তৃক প্রণীত খসড়া বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক চূড়ান্তকরণের পর ১০ আগস্ট ২০২৩ তারিখে গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়। এ পলিসি প্রণয়ন করা হলে সরকারের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সহায়ক হবে। একই সাথে এ পলিসি বাংলাদেশের ২০২৬ সালে স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণের সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা, বৈদেশিক বিনিয়োগ ও অভ্যন্তরীণ বিনিয়োগ উৎসাহিতকরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ইত্যাদি জাতীয় লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক হবে।

- বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সদস্য হিসেবে বাংলাদেশ বিভিন্ন নোটিফিকেশন/নোটিফিকেশনের জবাব ইত্যাদির জন্য তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে কমিশন হতে প্রয়োজনীয় ইনপুট প্রেরণ করা হয়েছে। ট্রেড পলিসি রিভিউ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়েও কমিশন হতে গুরুত্বপূর্ণ ইনপুট প্রেরণ করা হয়েছে। কমিশন নিয়মিতভাবে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার নির্দিষ্ট ফরম্যাটে ইন্টিগ্রেটেড ডেটাবেইজ হালানাগাদপূর্বক প্রেরণ করে। এছাড়াও, ডব্লিওটিও ট্রেড মনিটরিং রিপোর্ট এর জন্য তথ্য প্রেরণ করা হয়। এসব কার্যাদি বিশ্ববাণিজ্য সংস্থায় বাংলাদেশের অঙ্গীকার পূরণ করতে সহায়তা করে।

- স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণের ফলে বাংলাদেশের সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার প্রস্তুতি, পরিকল্পনা গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও মনিটরিং সংক্রান্ত বিভিন্ন সাবকমিটির আওতায় বিষয়ভিত্তিক স্টাডি গ্রুপের জন্য কমিশন হতে প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়, যা বিষয়ভিত্তিক স্টাডিসমূহ সম্পন্ন করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

- বিশ্বের ১৭০ টি দেশের বাণিজ্য সম্পর্কিত তথ্য-উপাত্ত সম্বলিত World Trade Directory প্রস্তুতকরণ ও ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়। এ তথ্যকোষ হতে বিভিন্ন দেশের প্রধান প্রধান অর্থনৈতিক নির্দেশক, বিশ্বের সাথে বৈদেশিক বাণিজ্য, সেসব দেশ কর্তৃক সম্পাদিত আঞ্চলিক বাণিজ্য চুক্তিসমূহ, বাংলাদেশের সাথে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য পরিস্থিতি, সেসব দেশে বাংলাদেশের সম্ভাবনাময় রপ্তানি পণ্য ইত্যাদি তথ্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

- বিভিন্ন দেশের সাথে দ্বি-পাক্ষিক আলোচনার জন্য কমিশন সময়ে সময়ে বাংলাদেশের রপ্তানির ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশে বিদ্যমান অশুল্ক বাধা চিহ্নিতকরণপূর্বক বাণিজ্য সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রস্তুত ও সুপারিশ প্রণয়ন করে। এর ওপর ভিত্তি করে সরকার কর্তৃক বিভিন্ন দ্বি-পাক্ষিক আলোচনার জন্য বাংলাদেশের অবস্থানপত্র প্রস্তুত করা হয়।

- কমিশন ২০১২ সালে ভারত, নেপাল ও ভুটানকে প্রস্তাবিত ট্রানজিট সুবিধা প্রদান বিষয়ে গঠিত কোর কমিটির মূল প্রতিবেদন প্রণয়নসহ সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনা করে।

- ভারতীয় পাট শিল্প সমিতি কর্তৃক দাখিলকৃত পিটিশনের ওপর ভিত্তি করে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুসন্ধান কার্যক্রম শুরু করার যে প্রয়াস নেয়া হয়েছিল তা বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন কর্তৃক প্রেরিত পর্যবেক্ষণ এবং দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় কমিশনের মতামতের ভিত্তিতে রহিত করা হয়। একই সাথে ইন্দোনেশিয়া কর্তৃক বাংলাদেশের রপ্তানিকৃত পোষাক শিল্পের ওপর সেইফগার্ড শুল্ক আরোপের যে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয় তাতে কমিশন বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ হতে মতামত প্রেরণ করে এবং গণশুনানিতে অংশগ্রহণ করে।

- কমিশন বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেমন অশুল্ক বাধা, বিভিন্ন দেশের সাথে বিনিয়োগ চুক্তি, বিভিন্ন নীতিমালা ইত্যাদির ওপর গবেষণাধর্মী মতামত নিয়মিতভাবে প্রেরণ করে আসছে।

- কাস্টমস আইন ১৯৬৯ অনুযায়ী দেশীয় শিল্পকে অসাধু বাণিজ্য হতে সুরক্ষার উদ্দেশ্যে বাণিজ্য প্রতিবিধানমূলক ব্যবস্থা যথা: এন্টি-ডাম্পিং, সেইফগার্ড ও কাউন্টারভেইলিং শুল্কের মাধ্যমে সহায়তা গ্রহণে দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে কমিশন এ সম্পর্কিত বুকলেট, নির্দেশিকা এবং ব্রোশিওর (Brochure) প্রকাশ করে। এছাড়া, কমিশন এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং ও সেইফগার্ড শুল্ক আরোপের বিষয়ে খসড়া বিধিমালা প্রণয়ন করে যা পরবর্তীতে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক পূর্ণাঙ্গ বিধিমালা হিসেবে প্রকাশ করা হয়।

- কমিশন সম্পূর্ণায়িত মোটর সাইকেল আমদানিতে শুল্কহার বৃদ্ধি ও মোটর সাইকেল উৎপাদনে ব্যবহৃত কাঁচামাল আমদানিতে শুল্কহার হ্রাসকরণ বিষয়ে সুপারিশ প্রদান করে। সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের ফলে বাংলাদেশে মোটর সাইকেল উৎপাদন শিল্প বিকশিত হয়েছে। আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন মোটর সাইকেল উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ বর্তমানে বাংলাদেশে রপ্তানির পরিবর্তে বাংলাদেশের স্থানীয় উৎপাদনে বিনিয়োগ করছে।

- কমিশন সম্পূর্ণায়িত রেফ্রিজারেটর আমদানিতে শুল্কহার বৃদ্ধি ও রেফ্রিজারেটর উৎপাদনে ব্যবহৃত কাঁচামাল আমদানিতে শুল্কহার হ্রাসকরণ বিষয়ে সুপারিশ প্রদান করে। সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের ফলে বাংলাদেশে রেফ্রিজারেটর উৎপাদন শিল্প স্থানীয় চাহিদা পূরণ করে রপ্তানি করতে সক্ষম হচ্ছে। ফলে, আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন ব্র্যান্ডসমূহ বাংলাদেশে এই খাতে বিনিয়োগ করা শুরু করেছে।

- রপ্তানির পাশাপাশি স্থানীয় চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে কমিশন শিপ বিল্ডিং ইন্ডাস্ট্রিজ-এর কাঁচামাল আমদানিতে শুল্কহার হ্রাস এবং সম্পূর্ণায়িত নির্দিষ্ট ধারণক্ষমতা সম্পন্ন জাহাজ আমদানিতে শুল্কহার বৃদ্ধির বিষয়ে সুপারিশ প্রদান করে। সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের ফলে জাহাজ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ রপ্তানির পাশাপাশি স্থানীয় চাহিদা পূরণেও সক্ষম হচ্ছে।

- প্লাস্টিক শিল্পে ব্যবহৃত কাঁচামাল কালার মাস্টার ব্যাচের পৃথক এইচ.এস.কোড সৃজন ও আমদানিতে শুল্কহার বৃদ্ধির বিষয়ে কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়নের ফলে স্থানীয়ভাবে মাস্টার ব্যাচ উৎপাদন শুরু হয়েছে।

- দেশে বিকল্প জ্বালানি এলপিজি গ্যাসের ব্যাপক চাহিদা বিবেচনাপূর্বক গ্রাহকদের যৌক্তিকমূল্যে এলপিজি সরবরাহ নিশ্চিতকল্পে এলপিজি সিলিন্ডারের উপর আমদানি শুল্ক হ্রাসের বিষয়ে কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়নের ফলে স্থানীয় বাজারে এলপিজি সিলিন্ডারের ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে।

- রপ্তানিমুখী গার্মেন্টস শিল্পের প্রক্রিয়াজাতকৃত ক্ষতির অংশ/গার্মেন্টস শিল্পে ব্যবহার অযোগ্য পণ্য (স্থানীয় ভাষায় ঝুট নামে পরিচিত) স্থানীয়ভাবে প্রক্রিয়াজাতকরণ উৎসাহিত করার লক্ষ্যে কমিশন ঝুটের উপরে রপ্তানি শুল্ক আরোপ এবং ন্যূনতম রপ্তানিমূল্য নির্ধারণের সুপারিশ করে। সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের ফলে দেশে ঝুট পুণঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প (টেরিটাওয়েল, কার্টেন ও ক্যানভাস জাতীয় কাপড় উৎপাদনকারী শিল্প, প্রভৃতি) বিকশিত হয়েছে।

- বিভিন অর্থবছরে আমদানি ব্যয় ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় আমদানি ব্যয়ভার কমানোর লক্ষ্যে কমিশন বেশ কিছু বিলাসজাত পণ্যের ওপর নিয়ন্ত্রণমূলক শুল্ক আরোপের সুপারিশ করে, যা বাস্তবায়নের ফলে আমদানি ব্যয় সঙ্কুচিত হয়।

- দেশীয় ফুল চাষীদের ফুল উৎপাদনে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে তাজা ফুল আমদানিতে আমদানি শুল্ক বৃদ্ধির সুপারিশ করা হয়। সুপারিশ বাস্তবায়নের ফলে যশোর ও সাভারে ফুল চাষে অভাবনীয় সফলতা অর্জিত হয়েছে।

- কমিশন হতে মোটর সাইকেল রপ্তানিতে নগদ সহায়তা প্রদানের বিষয়ে মতামত প্রদান করা হয়। এ ধরণের সহায়তা প্রদানের ফলে বাংলাদেশে উৎপাদিত মোটর সাইকেলের রপ্তানি বৃদ্ধি পেয়েছে।

- কমিশন হতে সিনথেটিক ফেব্রিক্স মিশ্রিত ফুটওয়্যার রপ্তানিতে নগদ সহায়তা প্রদানের বিষয়ে মতামত প্রদান করা হয়। বর্ণিত সহায়তার ফলে বাংলাদেশের সিনথেটিক ফেব্রিক্স মিশ্রিত পাদুকা রপ্তানি বৃদ্ধি পেয়েছে।

- অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের পরিবেশক নিয়োগ আদেশ, ২০১১ মোতাবেক গঠিত 'অত্যাবশ্যকীয় পণ্য বিপণন মনিটরিং সেল' বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে কমিশন কাজ করে। এ সেলের আওতায় নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের (আন্তর্জাতিক বাজারদরসহ) দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

- অপরিশোধিত ভোজ্যতেল আমদানিতে ভ্যাট তিন স্তরের পরিবর্তে আমদানিস্তরে ১৫% নির্ধারণকরণ বিষয়ে মতামত প্রেরণের ফলে স্থানীয় বাজারে ভোজ্যতেলের সরবরাহ ব্যবস্থা স্থিতিশীল রয়েছে।

৮.২ কার্য সম্পাদনে কমিশনের প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ

- Least Developed Country (LDC) হতে উত্তরণ পরবর্তী সময়ে বাণিজ্য বিষয়ে সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণে কমিশনের চ্যালেঞ্জসমূহ নিম্নরূপ:
    - অপর্যাপ্ত জনবল;
    - বিদ্যমান জনবলের বিশেষায়িত দক্ষতার অপর্যাপ্ততা;
    - বিদ্যমান বাণিজ্য ব্যবস্থার সাথে কমিশন আইন/বিধি যুগোপযোগী নয়;
    - কমিশনের নিজস্ব কর্মকর্তার নিয়মিত পদোন্নতি প্রদান নিশ্চিতকরণ;

- কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অবসরোত্তর পেনশন ও গ্রাচুয়িটি সুবিধা প্রদানে অনিশ্চয়তা;
- অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক কমিশনের সুপারিশসমূহ যথাযথ বিবেচিত না হওয়া;
- বাণিজ্য সংক্রান্ত বিভিন্ন নেগোসিয়েশনে বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান হিসেবে কমিশনের নূন্যতম সংখ্যক কর্মকর্তার অংশগ্রহণ;
- আমদানি শুল্ক ছাড়াও অন্যান্য বাণিজ্য অনিরপেক্ষ শুল্ক আরোপের কারনে সৃষ্ট বাণিজ্য প্রতিবিধান ব্যবস্থা (এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং ও সেইফগার্ড) গ্রহণে কমিশনে আবেদন প্রদানে অনীহা;
- অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের (Essential Commodities) শুল্ক বিষয়ে কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়ন ও এসআরও জারির ক্ষমতা না থাকায় মূল্য ও সরবরাহ স্থীতিশীল রাখায় সৃষ্ট প্রতিবন্ধকতা;
- বিশ্ব বাণিজ্য ব্যবস্থার পরিবর্তনের কারণে শুল্ক নীতি ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিষয়ে কমিশনের কার্যাবলী সম্পাদন ও পরিচালনার জন্য বিশেষায়িত জ্ঞানের প্রয়োজন। তাছাড়া, স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণ পরবর্তী রপ্তানি বাণিজ্য ও প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে বর্তমান শুল্ক মুক্ত ও কোটামুক্ত সুবিধা বন্ধ হওয়ার ফলে সৃষ্ট প্রতিযোগিতামূলক বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় একটি দক্ষ ও সক্ষম প্রতিষ্ঠান হিসেবে ট্যারিফ কমিশনকে গড়ে তোলা প্রয়োজন। এ বিষয়ে কমিশনের কর্মকর্তাদের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য দেশে। বিদেশে উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা এবং প্রশিক্ষণ, সেমিনার ইত্যাদিতে অংশগ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধি ও এতৎসংক্রান্ত প্রকল্প গ্রহণ করা প্রয়োজন;
- কমিশনের কর্মকর্তাদের জন্য অফিসের স্থান সংকুলানের বিষয়টি সমাধান করা আশু প্রয়োজন। কমিশনের নিজস্ব অফিস ভবন নির্মাণ অথবা পর্যাপ্ত স্পেস বরাদ্দ দিয়ে কর্মকর্তাদের প্রাপ্যতা অনুযায়ী অফিসের স্থান সংকুলান করা প্রয়োজন;
- যৌক্তিক শুদ্ধহার নির্ধারণ ও স্থানীয় বাজারে সুষম প্রতিযোগিতা বজায় রাখার লক্ষ্যে বাজার মনিটরিং এর পাশাপাশি পণ্যের এইচ এস কোড নির্ধারণ কমিশনের কার্যপরিধির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকা দরকার। এ প্রেক্ষিতে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্তের ভাণ্ডার, সমন্বয়কারী ও সরবরাহকারী হিসেবে ট্যারিফ কমিশনের আরও ক্ষমতায়ন প্রয়োজন। বর্তমান আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে একটি সমন্বিত তথ্য কেন্দ্র হিসেবে কমিশনকে গড়ে তোলা অপরিহার্য। আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহের সাথে সম্পৃক্ত এজেন্সিসমূহ যেমন- জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বাংলাদেশ ব্যাংক, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, আমদানি রপ্তানি নিয়ন্ত্রক অধিদপ্তর ও বাণিজ্য সংগঠনসমূহের সাথে কমিশনের অনলাইন সংযোগের মাধ্যমে একটি কেন্দ্রীয় তথ্য ভাণ্ডার হিসেবে কমিশনকে গড়ে তোলা আবশ্যক।

সুপারিশমালা:

- Least Developed Country (LDC) হতে উত্তরণ পরবর্তী সময়ে বাণিজ্য বিষয়ে সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণে কমিশনের চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবিলায় নিম্নোক্ত বিষয় বিবেচনায় নেয়া প্রয়োজন;
  - জনবল কাঠামো বৃদ্ধিকরণ;
  - বিদ্যমান জনবলের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ;
  - কমিশন আইন/বিধি যুগোপযোগীকরণ;
  - কমিশনের নিজস্ব কর্মকর্তার নিয়মিত পদোন্নতি নিশ্চিতকরণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;
- কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অবসরোত্তর পেনশন ও গ্রাচুয়িটি সুবিধা নিশ্চতকরণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;
- অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক কমিশনের সুপারিশসমূহ যথাযথ বিবেচিত হওয়া নিশ্চিতকরণ;
- বাণিজ্য সংক্রান্ত বিভিন্ন নেগোসিয়েশনে বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান হিসেবে কমিশনের কর্মকর্তাগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ বৃদ্ধিকরণ;

- আবেদন প্রদান উৎসাহিতকরণে বাণিজ্য প্রতিবিধান ব্যবস্থা (এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং ও সেইফগার্ড) গ্রহণের ক্ষেত্রে বাণিজ্য অনিরপেক্ষ শুল্কারোপ নিরুৎসাহিতকরণ;
- অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের (Essential Commodities) শুল্ক সংক্রান্ত বিষয়ে কমিশনকে এসআরও জারির ক্ষমতা প্রদান বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;
- কমিশনের কর্মকর্তাদের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য দেশে-বিদেশে উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা এবং প্রশিক্ষণ, সেমিনার ইত্যাদিতে অংশগ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধি ও এতৎসংক্রান্ত প্রকল্প গ্রহণের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- কমিশনের কর্মকর্তাদের জন্য অফিসের স্থান সংকুলানের বিষয়টি সমাধানকল্পে নিজস্ব অফিস ভবন নির্মাণ অথবা পর্যাপ্ত স্পেস বরাদ্দ দিয়ে কর্মকর্তাদের প্রাপ্যতা অনুযায়ী অফিসের স্থান সংকুলানের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্তের ভান্ডার, সমন্বয়কারী ও সরবরাহকারী হিসেবে ট্যারিফ কমিশনকে একটি সমন্বিত তথ্য কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ।

THE PROTECTIVE DUTIES ACT, 1950

পরিশিষ্ট-০১

(ACT NO. LXI OF 1950).

[23rd October, 195]

An Act to enable the immediate imposition of protective duties of customs on imported goods.[1]

WHEREAS it is expedient to enable the Government to impose with immediate effect protective duties of customs on goods produced or manufactured outside Bangladesh and imported into Bangladesh where such imposition is urgently necessary in the interest of industries established in Bangladesh;

It is hereby enacted as follows:-

Short title, extent and commencement

1. This Act may be called the Protective Duties Act, 1950.
(2) It extends to the whole of Bangladesh.
(3) It shall come into force at once.

Powers of Government to impose duties of Customs

2. (1) If the Government is of the opinion that it is urgently necessary to provide for the protection of the interests of any industry established in Bangladesh the Government may, by notification in the official Gazette-

(a) impose on any goods produced or manufactured in any country outside Bangladesh and imported into Bangladesh a duty of customs of such amount and for such period as it thinks fit; or

[2][* * *]

(2) Every duty imposed under sub-section (1) shall be deemed to be a duty leviable under the 3[Customs Act, 1969], and shall be in addition to any duties imposed under that Act or any other law for the time being in force.

Power to alter rates of protective duty and to extend the duration of the protection and the continuance of certain protective duties

3. (1) If, after such enquiry as it thinks necessary the Government is satisfied that the duty imposed on any goods under sub-section (1) of section 2 (altered, where necessary, in the manner hereinafter provided) has become unnecessary or excessive or that it is too low to provide adequate

protection to the industry concerned in Bangladesh, it may, by notification in the official Gazette, reduce or raise the duty to such extent and for such period (which may be extended from time to time but by not more than three years at any one time) as it thinks fit.

(2) On the expiration of the period specified in any notification issued under sub-section (1) of section 2 or sub- section (1) of this section, whichever is the later, there shall be levied and collected on the goods referred to therein customs duty at the rates for the time being in force under the 4[Customs Act, 1969], and the provisions of the said Act and any other law for the time being in force relating to the levy and collection of the duty of customs shall apply accordingly.

(3) [Omitted by section 6 of the Finance Act, 1980 (Act No. XXIII of 1980).]

Powers of the Tariff Commission

[5][3A. The Tariff Commission shall have all the powers of a civil court while trying a suit under the Code of Civil Procedure, 1908, in respect of the following matters, namely: -

(a) summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath;

(b) requiring the supply of any information and production of any document which may be useful for the conduct of its enquir.

Power to make rules

4. (1) The Government may, by notification in the official

Gazette, make rules for the purpose of carrying into effect the provisions of this Act.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power such rules may prescribe the conditions subject to which any goods shall be deemed to be produced or manufactured in a particular country for the purposes of this

Act.

5[Repealed] 5. [Repeal.- Repealed by section 2 and 1st Schedule of the Repealing and Amending Ordinance, 1965 (Ordinance No. X of 1965).]

পরিশিষ্ট-০২

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, জুলাই ৪, ২০২৪

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ২০ আষাঢ়, ১৪৩১/০৪ জুলাই, ২০২৪

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ২০ আষাঢ়, ১৪৩১ মোতাবেক ০৪ জুলাই, ২০২৪ তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতিলাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে:—

২০২৪ সনের ০৮ নং আইন

বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন আইন, ১৯৯২ এর অধিকতর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন আইন, ১৯৯২(১৯৯২ সনের ৪৩ নং আইন) এর অধিকতর সংশোধন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু, এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল :—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।**—(১) এই আইন বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন (সংশোধন) আইন, ২০২৪ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **১৯৯২ সনের ৪৩ নং আইনের ধারা ২ এর সংশোধন।**—বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন আইন, ১৯৯২(১৯৯২ সনের ৪৩ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ২ এর দফা (চ) এ দুইবার উল্লিখিত "সচিব" শব্দের পরিবর্তে উভয় স্থানে "পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)" শব্দগুলি ও বন্ধনী প্রতিস্থাপিত হইবে।

(২০৮৯৩)
মূল্য : টাকা ৪·০০

৩। **১৯৯২ সনের ৪৩ নং আইনের ধারা ১০ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ১০ এর উপধারা (২) এ উল্লিখিত "সচিব" শব্দের পরিবর্তে "পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)" শব্দগুলি ও বন্ধনী প্রতিস্থাপিত হইবে।

৪। **১৯৯২ সনের ৪৩ নং আইনের ধারা ১১ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ১১ এর উপান্তটীকা ও উপধারা (১), (২) ও (৩) এ উল্লিখিত "সচিব" শব্দের পরিবর্তে প্রত্যেক স্থানে "পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)" শব্দগুলি ও বন্ধনী প্রতিস্থাপিত হইবে।

কে, এম, আব্দুস সালাম
সিনিয়র সচিব।

মোঃ তাজিম-উর-রহমান, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

রেজিষ্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, সেপ্টেম্বর ১১, ১৯৯৫

বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২১শে ভাদ্র ১৪০২/৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৯৫

এস, আর, ও, নং ১৫৯-আইন/৯৫—বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন আইন, ১৯৯২ (১৯৯২ সনের ৪৩ নং আইন) এর ধারা ২৩ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন, সরকার এর পূর্বানুমোদনক্রমে, নিম্নরূপ প্রবিধানমালা প্রণয়ন করিলেন? যথা :—

প্রথম অধ্যায়

প্রারম্ভিক

১। (১) এই প্রবিধানমালা বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের সাধারণ কার্য নির্বাহের পদ্ধতি-মূলক প্রবিধানমালা, ১৯৯২ বলিয়া অভিহিত হইবে।

(২) এই প্রবিধানমালা কমিশনের সকল সদস্য, কর্মকর্তা, কর্মচারী ও পরামর্শকের প্রতি প্রযোজ্য ও তাহাদের জন্য অনুসরণীয় হইবে।

(৩) এই প্রবিধানমালা সরকারী গেজেটে প্রকাশের তারিখে বলবৎ হইবে।

[টীকা:—এই প্রবিধানমালা পরিবর্তন, সংশোধন, পরিমার্জন কিংবা প্রত্যাহার করিবার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে তাহা বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন আইন, ১৯৯২ এর ২৩ ধারা (বিধান অনুসারে) করা যাইবে।]

২। বিষয় বা প্রসংগ পরিপন্থী কিছু না থাকিলে, এই প্রবিধানমালার বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন আইন, ১৯৯২ (১৯৯২ সালের ৪৩ নং আইন) এর ২ ধারা এবং একই আইনের আওতায় প্রণীত বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) চাকুরী বিধিমালা, ১৯৯৩ এর ২ বিধিতে প্রদত্ত সংজ্ঞাসমূহ এই প্রবিধানমালার সংজ্ঞা হিসাবে গৃহীত ও প্রযোজ্য হইবে।

(৯৯২১)

মূল্য : টাকা ৩.০০

দ্বিতীয় অধ্যায়

অনুরোধ ও আবেদনাদির উৎস ও স্বতঃপ্রণোদিত কর্ম

৩। বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন আইন, ১৯৯২ এর ৭ ধারার আওতাধীনে কমিশন সাধারণতঃ সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভাগ, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, শিল্প ও বণিক সমিতি, উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান এবং আমদানীকারক, রপ্তানীকারক, ভোক্তাদের প্রতিষ্ঠান বা অনুরূপ ব্যক্তিবর্গ বা ব্যক্তি হইতে ট্যারিফ, ট্যারিফ মূল্য, অ-ট্যারিফ বহির্ভূত কার্যক্রম, দেশীয় শিল্পের প্রতিরক্ষণ, বিদেশ হইতে কম মূল্যে পণ্যাদি আমদানীকরণ বিষয়ে বা এইসবের সহিত সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি সম্পর্কে আবেদন ও অনুরোধ বিবেচনা করিবেন। এই প্রক্রিয়ায় বেনামি আবেদন বা অনুরোধ পত্র সাধারণতঃ বিবেচনা করা হইবে না। ইহা ছাড়া কমিশন স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন আইন, ১৯৯২, the Protective Duties Act, 1950 (LXI of 1950) ও অন্যান্য আইন বা সরকারের নির্বাহী নির্দেশক্রমে ও প্রচলিত আইন অনুযায়ী ট্যারিফ কমিশনের এক্তিয়ারভুক্ত বা কর্ম পরিধি বা দায়িত্বের সহিত সম্পৃক্ত যে কোন বিষয়ে গবেষণা, অনুসন্ধান, নিরীক্ষণ, বিশ্লেষণ ও সুপারিশ প্রণয়নের কাজ হাতে লইতে পারিবে।

৪। প্রাপ্ত আবেদন বা অনুরোধে বিবৃত বা কমিশনের কোন বিভাগ বা শাখা কর্তৃক স্বতঃপ্রণোদিতভাবে উত্থাপিত বিষয়ে কমিশন উহার অভ্যন্তরে প্রাথমিকভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও বিশ্লেষণ করিবে। এইরূপ পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও বিশ্লেষণের পর বিষয়টি কমিশনের সংশ্লিষ্ট সদস্যের মাধ্যমে কমিশনের চেয়ারম্যানের কাছে উপস্থাপিত করা হইবে। চেয়ারম্যান উপস্থাপিত বিষয়ে নিম্নবর্ণিত যে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেনঃ

(ক) বিষয়টি তাঁহার বিবেচনায় যথাযথভাবে স্পষ্ট কিংবা জরুরী হইলে তিনি উপস্থাপিত তথ্যাদি বিশ্লেষণের আলোকে এই বিষয়ে কমিশনের অবস্থান, মতামত বা সুপারিশ চূড়ান্তভাবে নির্ধারণ করিবেন এবং ইহার আলোকে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা বিভাগের নিকট পরামর্শ নিবেন;

(খ) বিষয়টি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে কমিশনের অভ্যন্তরে গভীরতরভাবে বিবেচনা ও কমিশনের সকল বা অন্যান্য সদস্যদের সহিত আলোচনার যোগ্য হিসাবে তিনি মনে করিলে বিষয়টি কমিশনের সভায় উপস্থাপিত করিবার জন্য কমিশনের সংশ্লিষ্ট সদস্য ও সচিবকে নির্দেশ দিবেন;

(গ) বিষয়টি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে আন্তঃমন্ত্রণালয় বা বিভাগীয় পর্যায়ে আলোচনার জন্য যোগ্য বলিয়া চেয়ারম্যান বা ক্ষেত্রবিশেষে কমিশনের সভা কর্তৃক বিবেচিত হইলে কমিশনের স্থায়ী কমিটিতে তৎসম্পর্কে কমিশনের দৃষ্টিভিত্তিক নির্ধারণ বা সুপারিশ প্রণয়নের জন্য নির্দেশ দিতে হইবে;

(ঘ) বিষয়টি গুরুত্ববিশিষ্ট ও বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে বিবেচনার যোগ্য মনে করিলে চেয়ারম্যান বা কমিশনের সভা বিষয়টির উপর গণশুনানী অনুষ্ঠিত করিবার জন্য কমিশনের সচিবকে নির্দেশ দিবেন;

(ঙ) বিষয়টি সম্পর্কে কমিশন কর্তৃক অধিকতর অনুসন্ধান, নিরীক্ষণ বা বিশ্লেষণের প্রয়োজন আছে বলিয়া তাঁহার কাছে মনে হইলে চেয়ারম্যান বা কমিশনের সভা অনুরূপ অনুসন্ধান, নিরীক্ষণ বা বিশ্লেষণের জন্য সংশ্লিষ্ট সদস্যকে নির্দেশ দিবেন।

তৃতীয় অধ্যায়

কমিশনের সভা

৫। (১) কমিশনের সভা বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন আইন, ১৯৯২ এর ১০-ধারা অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হইবে। এই সভায় উপস্থাপিত বিষয়টি বিস্তারিতভাবে আলোচনার পর সাধারণতঃ মতৈক্যের ভিত্তিতে কমিশন সুপারিশ প্রণয়ন কিংবা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন। আলোচনাক্রমে মতৈক্যে পৌঁছাতে না পারিলে সুপারিশ বা সিদ্ধান্ত সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে নেওয়া হইবে। এই প্রক্রিয়ায় কোন ক্ষেত্রে সমান ভোট পড়িলে, চেয়ারম্যান অতিরিক্ত একটি ভোট বা কাষ্টিং ভোট দিতে পারিবেন। প্রয়োজনবোধে সদস্য বিশেষ তাঁহার ভিন্নমত লিপিবদ্ধ করিতে পারিবেন। এই উপস্থাপনা প্রক্রিয়ায় কমিশনের সংশ্লিষ্ট সদস্য কর্মপত্র তৈরীর দায়িত্ব পালন করিবেন।

(২) কর্মপত্র ন্যূনপক্ষে সভার ২৪ ঘন্টা আগে সকল সদস্যের কাছে পৌঁছাইয়া দেওয়া হইবে। এই সকল সভার কার্যবিবরণী কমিশনের সচিব প্রণয়ন ও রক্ষণ করিবেন।

(৩) এই সকল সভার কার্যবিবরণীর অনুলিপি ক্রম অনুযায়ী সালওয়ারী কমিশনের গ্রন্থাগারে রক্ষিত হইবে এবং উহা, কমিশন কর্তৃক এতদবিষয়ে ক্ষমতা প্রদত্ত কর্মকর্তার অনুমতি সাপেক্ষে, জনসাধারণের দেখার জন্য উন্মুক্ত থাকিবে।

চতুর্থ অধ্যায়

স্থায়ী কমিটি

৬। (১) বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন আইন, ১৯৯২ এর ১৩ ধারা অনুযায়ী নির্ধারিত ও সংশ্লিষ্ট বিষয় কমিশনকে আলোচনাভিত্তিক, পর্যবেক্ষণমূলক বা বিশ্লেষণাত্মক সহায়তা প্রদান করিবার লক্ষ্যে কমিশনের একটি স্থায়ী কমিটি থাকিবে।

(২) স্থায়ী কমিটি নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে:

(ক) কমিশনের চেয়ারম্যান	— চেয়ারম্যান
(খ) কমিশনের সদস্যগণ	— সদস্য
(গ) জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সদস্য (শুল্ক)	— সদস্য
(ঘ) বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত ১ জন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা	— সদস্য
(ঙ) শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত ১ জন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা	— সদস্য
(চ) অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ কর্তৃক মনোনীত ১ জন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা	— সদস্য
(ছ) পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত ১ জন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা	— সদস্য
(জ) বিনিয়োগ বোর্ড কর্তৃক মনোনীত ১ জন সদস্য	— সদস্য
(ঝ) কমিশনের সচিব	— সদস্য-সচিব।

(৩) উপরোক্ত সদস্যগণ ছাড়াও বিবেচনীয় বিষয় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/প্রতিষ্ঠান/অধিদপ্তর/পরিদপ্তর এর একজন প্রতিনিধিকে স্থায়ী কমিটির এড-হক সদস্য হিসাবে কমিটির সংশ্লিষ্ট সভায় উপস্থিত থাকার ও আলোচনায় অংশগ্রহণ করিতে দেওয়া যাইবে।

(৪) স্থায়ী কমিটির সভায় সংশ্লিষ্ট বিষয়ের কর্মপত্র প্রণয়নের ক্ষেত্রে কমিশনের সংশ্লিষ্ট সদস্য দায়িত্ব পালন করিবেন। কর্মপত্র সংশ্লিষ্ট সভার জন্য ধার্যকৃত সময়ের ন্যূনপক্ষে ২৪ ঘন্টা আগে সংশ্লিষ্ট সদস্যদের কাছে পৌঁছাইয়া দেওয়া হইবে।

(৫) বিস্তারিতভাবে আলোচনার পর সাধারণতঃ ঐক্যের ভিত্তিতে স্থায়ী কমিটি উহার সুপারিশ প্রণয়ন করিবে বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে। প্রয়োজনবোধে যে কোন সদস্য তাঁহার ভিন্নমত লিপিবদ্ধ করিতে পারিবেন।

(৬) স্থায়ী কমিটির কার্যবিবরণী কমিশনের সচিব লিপিবদ্ধ ও সংরক্ষণ করিবেন। বৎসরান্তে এই সকল কার্যবিবরণী ক্রম অনুযায়ী গ্রন্থনা করিয়া সচিব কমিশনের গ্রন্থাগারে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিবেন।

পঞ্চম অধ্যায়

জনমত, গণশুনানী ইত্যাদি

৭। কমিশন কর্তৃক জনমত যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে গণশুনানী অনুষ্ঠান প্রক্রিয়ায় নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি সাধারণতঃ অনুসরণ করা হইবে:—

(ক) গণশুনানীতে কমিশনের চেয়ারম্যান কিংবা তাঁহার অবর্তমানে কমিশনের জ্যেষ্ঠতম সদস্য সভাপতিত্ব করিবেন;

(খ) যে বিষয়ে গণশুনানী অনুষ্ঠিত হইবে সেই বিষয়ে গণশুনানীর তারিখ ও স্থান নির্ধারণ করিয়া ৩টি জাতীয় দৈনিকে গণশুনানী অনুষ্ঠিত হওয়ার বিজ্ঞপ্তি কমিশনের সচিবের দস্তখতে জারী ও প্রকাশিত করা হইবে; এই বিজ্ঞপ্তি গণশুনানী অনুষ্ঠিত হওয়ার ৭ কর্মদিবস আগে প্রকাশিত হইবে;

(গ) গণশুনানী বিজ্ঞপ্তি জারী ও প্রকাশনার দিন হইতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কমিশন কর্তৃক প্রণীত কর্মপত্র গণশুনানীর বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/পরিদপ্তর/শিল্প ও বণিক সমিতি/সংশ্লিষ্ট সংস্থা ও ব্যক্তিবর্গের কাছে তাহাদের তরফ হইতে লিখিত অনুরোধের বিপরীতে বিতরণ করা হইবে; এই প্রক্রিয়ায় কর্মপত্র তৈরীর ব্যয়াংক কমিশন কর্মপত্রের মূল্য হিসেবে আদায় করিতে পারিবে;

(ঘ) গণশুনানীর বিজ্ঞপ্তি জারী ও প্রকাশিত হওয়ার পরে এবং গণশুনানী অনুষ্ঠিত হওয়ার আগে গণশুনানীর বিষয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ, প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিবর্গ তাহাদের লিখিত বক্তব্য ও মন্তব্য কমিশনের সচিবের কাছে পাঠাইতে পারিবেন; গণশুনানীর দিনে এইসব বক্তব্য ও মন্তব্যের সার-সংক্ষেপ বা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিকসমূহ তাঁহারা মৌখিকভাবে উপস্থাপন করিতে পারিবেন; শুনানীর আগে লিখিত বক্তব্য ও মন্তব্য ব্যতিরেকেও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি গণশুনানীর দিনে স্ব-স্ব বক্তব্য/মন্তব্য উপস্থাপিত করিতে পারিবেন;

(ঙ) চেয়ারম্যানের অনুমোদনক্রমে ক্ষেত্রবিশেষে সংশ্লিষ্ট গণশুনানীর অনধিক ৩ কর্মদিবসের মধ্যে ঐ গণশুনানীতে উত্থাপিত বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি অনুপূরক বা সম্পূরক লিখিত বক্তব্য/মন্তব্য উপস্থাপনার সুযোগ পাইবেন;

(চ) গণশুনানীতে কমিশনের সকল সদস্য ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারী উপস্থিত থাকিবেন; গণশুনানীর কার্যবিবরণী কমিশনের সচিব লিপিবদ্ধ ও সংরক্ষণ করিবেন; সালওয়ারী গণশুনানীর কার্যবিবরণীর অনুলিপি কমিশনের গ্রন্থাগারে রক্ষিত হইবে এবং জনসাধারণের দেখার জন্য সকল কর্মদিবসে উন্মুক্ত থাকিবে;

(ছ) গণশুনানীতে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন আইন, ১৯৯২ এর ৭(২) ধারা অনুযায়ী কমিশন অন্যান্য বিষয়াবলীর মধ্যে বাজার অর্থনীতি, অর্থনৈতিক পরিবেশ, দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক বাণিজ্য ও শুল্ক চুক্তি এবং জনমত যথাযথভাবে বিবেচনা করিবে; গণশুনানীতে কমিশনের চেয়ারম্যান যথাসম্ভব সংশ্লিষ্ট সকলকে তাহাদের বক্তব্য/মন্তব্য উপস্থাপন করিবার সুযোগ দিবেন, উত্থাপিত বিষয়ে যদি বিতর্কের অবকাশ থাকে কিংবা বিতর্কের দাবী উত্থাপিত হয়, তাহা হইলে যথাসম্ভব সময়ের লভ্যতা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিবর্গের মাঝে উত্থাপিত বিষয়ে বিতর্ক পরিচালনার অবকাশও কমিশনের চেয়ারম্যান রাখিবেন;

(জ) গণশুনানী অনুষ্ঠিত হওয়ার পরবর্তী অনধিক ১০ কর্মদিবসের মধ্যে উত্থাপিত বিষয়ে বক্তব্য/মন্তব্য কমিশন বিশ্লেষণ ও বিবেচনা করিয়া উহার প্রতিবেদন ও সুপারিশ প্রণয়ন করিবেন; কমিশন উহার প্রতিবেদন ও সুপারিশ প্রণয়নে গণশুনানীতে উপস্থাপিত তথ্য ও বিষয়াবলী ছাড়াও সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সহিত সম্পৃক্ত তথ্য ও বিবেচনা করিতে পারিবে; প্রণীত প্রতিবেদন ও সুপারিশ যথাসম্ভব দ্রুততার সহিত সরকারের নিকট প্রয়োজনীয় বাস্তবায়নমূলক পদক্ষেপ গ্রহণের পরামর্শসহ পাঠানো হইবে; প্রতিবেদন ও সুপারিশের অনুলিপি গণশুনানীর কার্যবিবরণী ট্যারিফ কমিশনের গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত ও জনসাধারণের দেখার জন্য উন্মুক্ত থাকিবে;

(ঝ) গণশুনানীর কার্যবিবরণী, শুনানীতে উপস্থাপিত পত্রাদি এবং কমিশনের প্রতিবেদন ও সুপারিশ যথাসময়ে কমিশন প্রকাশ করিবে এবং যথাসম্ভব ব্যয়-মূল্যে সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য লভ্য করিবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

নিরীক্ষণ, তদন্ত, অনুসন্ধান ইত্যাদি

৮। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অধিকতর নিরীক্ষণ, তদন্ত, অনুসন্ধান বা পর্যালোচনার উচ্চতর দায়িত্ব কমিশনের সংশ্লিষ্ট সদস্য পালন করিবেন। এই ক্ষেত্রে সাধারণতঃ তিনি নিম্নেবর্ণিত সূত্রাদি অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন:

(ক) বিষয়টির প্রকৃতি ও গুরুত্বের আলোকে তিনি তাঁহার অধীনস্থ যুগ্ম-প্রধান/উপ-প্রধানকে কি প্রেক্ষিত ও দৃষ্টিকোণ হইতে নিরীক্ষণ, তদন্ত বা অনুসন্ধান বা পর্যালোচনা করা হইবে তাহা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করিয়া প্রয়োজনীয় নিরীক্ষণ, তদন্ত, অনুসন্ধান বা পর্যালোচনা সম্পন্ন করিতে নির্দেশ দিবেন; তাঁহার বিবেচনায় যথার্থ হইলে তিনি এই লক্ষ্যে দুই বা ততোধিক কর্মকর্তাসহ একটি টিম গঠন করিয়া দিতে পারিবেন;

(খ) অনুরূপভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা টিম যথাসম্ভব শীঘ্র নির্দেশিত কর্ম সমাপন করিয়া তাঁহার/তাঁহাদের প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট সদস্যের কাছে দিবেন; এইরূপ কর্ম সমাপন প্রক্রিয়ায় কোন শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান, অনুসন্ধান বা তদন্তের ক্ষেত্রে

সংশ্লিষ্ট টিম বা কর্মকর্তা বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন আইন, ১৯৯২ এর ৯ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতার অধিকারী থাকিবেন; এই কর্ম সমাপনে অনধিক ১০ কর্মদিবসের বেশী প্রয়োজন হইলে ১০ কর্মদিবসের পরপরই কি কারণে বেশী সময় লাগিবে তাহা উল্লেখ করিয়া সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা বা টিম সংশ্লিষ্ট সদস্যের অনুমতি চাইবেন; অনুমতি দেওয়ার সময়ে সংশ্লিষ্ট সদস্য অনুমোদিত অতিরিক্ত কর্ম দিবসের সংখ্যা নির্দিষ্ট করিয়া দিবেন; অধিকাংশ বিষয়ে নিরীক্ষণ, তদন্ত, অনুসন্ধান বা পর্যালোচনা ১০ কর্মদিবসের মধ্যে সম্পন্ন হইবে; অর্পিত কাজ সমাপনের জন্য ২০ কর্মদিবসের বেশী সময় প্রয়োজন হইলে অতিরিক্ত সময়ের জন্য সংশ্লিষ্ট সদস্য চেয়ারম্যানের অনুমতি গ্রহণ করিবেন; সংশ্লিষ্ট সদস্য তাঁহার বিশ্লেষণ/মতামতসহ প্রতিবেদিত বিষয়টি তাঁহার পর্যায়ে নিষ্পন্ন করিবেন বা প্রয়োজন হইলে চেয়ারম্যানের কাছে সিদ্ধান্ত/নির্দেশের জন্য উপস্থাপন করিবেন।

(গ) অনুরূপ নিরীক্ষণ, তদন্ত, অনুসন্ধান বা পর্যালোচনার ভিত্তিতে গৃহীত সুপারিশ বা মতামত যথাসম্ভব সত্বর বাস্তবায়ন বা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের লক্ষ্যে সরকারের নিকট প্রেরণ করা হইবে।

সপ্তম অধ্যায়

কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়ন

৯। (১) প্রবিধান ৭(জ) বা ৮(গ) এর অধীনে কোন সুপারিশ বা মতামত সরকারের নিকট প্রেরণের সময় কমিশন এইমর্মে অনুরোধ করিবে যে, অনধিক ১৫ দিনের মধ্যে সরকার যেন উহার সিদ্ধান্ত কমিশনকে অবহিত করে এবং উক্ত সুপারিশ বা মতামত গ্রহণ না করিবার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কারণও উল্লেখ করে। কমিশন ও কোন মন্ত্রণালয় বা বিভাগের মধ্যে দ্বিমতের ক্ষেত্রে, কমিশনসহ আন্তঃমন্ত্রণালয় বৈঠক বা প্রয়োজনে চূড়ান্ত বিবেচনা ও সিদ্ধান্তের জন্য মন্ত্রিপরিষদের অর্থ বিষয়ক উপ-কমিটির নিকট পেশ করিবার জন্য এবং উক্ত কমিটিতে কমিশনের প্রতিনিধিকে প্রেরণের জন্য কমিশন সরকারের নিকট অনুরোধ করিবে।

(২) প্রতি বছর কমিশন সরকারের কাছে দেয় প্রতিবেদনে কোন্ কোন্ মন্ত্রণালয়, বিভাগ বা কর্তৃপক্ষ কমিশনের কি কি সুপারিশ গ্রহণ করিয়াছে বা না করিয়াছে এবং কি কি সুপারিশের উপর মন্ত্রী পরিষদের অর্থ বিষয়ক কমিটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দিয়াছে তাহা উল্লেখ করিবে।

অষ্টম অধ্যায়

গবেষণামূলক কার্যাবলী

১০। বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন আইন, ১৯৯২, এর ৭ ধারায় বিবৃত কার্যাবলী বা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গবেষণার কাজ কমিশন প্রয়োজন ও সময় অনুযায়ী সম্পন্ন করিবে। এই কর্ম সম্পাদন প্রক্রিয়ার নিম্নেবর্ণিত পদ্ধতি সাধারণভাবে অনুসরণ করা হইবে :

(ক) প্রতি বছরের জুন ও ডিসেম্বর মাসে কমিশন উহার সভায় সংশ্লিষ্ট ৬ মাসের মধ্যে সমাপনীয় গবেষণামূলক কাজ নির্ধারণ করিবে এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ কর্তৃক তাহা যথাসময়ে সমাপনের নিমিত্তে তাঁহাদের মধ্যে বিভাজন করিয়া দিবে;

(খ) কমিশনে কর্মরত সকল পর্যায়ের কর্মকর্তার তরফ হইতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গবেষণা কর্ম সম্পন্ন করিবার প্রস্তাব দফা (ক) তে উল্লেখিত সভায় বিবেচনা করিবার জন্যে উপস্থাপিত করা হইবে;

(গ) গবেষণা কর্মের প্রস্তাব প্রক্রিয়াজাতকরণ, গবেষণা কর্ম তত্ত্বাবধান ও উপস্থাপনা সমন্বয় করিবার জন্য কমিশনের চেয়ারম্যান একজন সদস্যকে সুনির্দিষ্টভাবে দায়িত্ব দিবেন;

(ঘ) কমিশনের সভায় সমাপ্ত গবেষণা কর্ম জনস্বার্থে প্রকাশনীয় বলিয়া বিবেচিত হইলে কমিশন উক্ত কর্ম সংশ্লিষ্ট লেখক/গবেষককে স্বীকৃতি দিয়া মুদ্রণ ও প্রকাশের ব্যবস্থা করিবে; সকল গবেষণা কর্ম মুদ্রিত বা প্রয়োজনে চিত্রায়িত আকারে কমিশনের গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত করা হইবে; কমিশনের গ্রন্থাগারে যে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি এই গবেষণা কর্ম দেখার সুযোগ পাইবেন;

(ঙ) প্রকাশিত গবেষণা কর্মের অনুলিপি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর/পরিদপ্তর/স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা/বাণিজ্য ও শিল্প সমিতির অবগতি ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য উহাদের নিকট বিতরণ করা যাইতে পারে।

নবম অধ্যায়

অন্যান্য সাধারণ বিধানাবলী

১১। (১) কমিশনের সংশ্লিষ্ট সদস্য তাঁহার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে তাহাকে সহায়তা করিবার লক্ষ্যে, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের মধ্যে কমিশনের বিভাজিত কাজের আলোকে বন্টন করিবেন।

(২) সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীর জন্য জব কার্ড প্রস্তুত করা হইবে। অর্পিত দায়িত্ব পালনে ইপ্সিত দ্রুততা ও উৎকর্ষ অর্জনের লক্ষ্যে প্রত্যেক সদস্য তাঁহার অধীনস্থ কর্মকর্তাদের সংগে প্রতি সপ্তাহের প্রথম দিনে অনানুষ্ঠানিক সভায় মিলিত হইবেন। এই সভায় বিগত সপ্তাহের কাজের হিসাব এবং পরবর্তী সপ্তাহের কাজের বিভাজন করা হইবে; বিভাজিত কাজ ইপ্সিত সময়ে সম্পন্ন করিবার লক্ষ্যে সকল সদস্য, যুগ্ম-প্রধান, সচিব ও উপ-প্রধান অসম্পূর্ণ কাজের তালিকা রক্ষণ ও ব্যবহার করিবেন।

(৩) কমিশনের এক বিভাগ হইতে অন্য বিভাগে সাধারণতঃ কোন পত্র লেখা হইবে না; প্রয়োজনবোধে এক বিভাগের কর্মকর্তা অন্য বিভাগের কর্মকর্তার সহিত আলোচনা করিয়া সমস্যার সমন্বয় করিবেন এবং প্রয়োজনবোধে সংশ্লিষ্ট নথিতে তাহা লিপিবদ্ধ করিবেন।

(৪) কমিশনের কার্যাবলীর সহিত সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/পরিদপ্তর/প্রতিষ্ঠানের নিকট অনানুষ্ঠানিক পত্র লেখার ব্যাপারে সহকারী প্রধান এবং তদূর্ধ্ব কর্মকর্তাগণ কমিশনের তরফ হইতে আনুষ্ঠানিক পত্র লেখার বা কমিশনের অবস্থান জানানোর জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত অফিসার হিসাবে (Authorised Officer) বিবেচিত হইবেন। অনানুষ্ঠানিকভাবে চিঠি গবেষণা কর্মকর্তা পদস্থ কর্মকর্তাগণ লিখিতে পারিবেন।

(৫) কমিশনের সকল কর্মকর্তা টাইপ রাইটার ও কম্পিউটার ব্যবহারে পারদর্শী হইবেন। এই লক্ষ্যে কমিশন কর্তৃক সময় সময় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হইবে। কমিশনের উচ্চতর কর্মকর্তাবৃন্দ নবনিযুক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ ব্যক্তিগতভাবে তত্ত্বাবধান করিবেন। কমিশনের কোন বিভাগ/উপ-বিভাগ/শাখায় কর্মকর্তা/কর্মচারী নিযুক্ত বা বদলি হইয়া আসিলে ঐ বিভাগ/উপ-বিভাগ/শাখার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ তাহাকে ঐ বিভাগ/উপ-বিভাগ/শাখার কার্যাবলী সম্পর্কে অবগত করিবেন।

(৬) কমিশনের কর্মকর্তাদিগকে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো, বিনিয়োগ বোর্ড, রপ্তানী প্রক্রিয়াজাতকরণ এলাকা, বাংলাদেশ ব্যাংক, উন্নয়ন অর্থায়ন প্রতিষ্ঠান, বিনিয়োগ কোম্পানী এবং শিল্প ও বাণিজ্য ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের কার্যাবলী সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ দেওয়া হইবে। এই উদ্দেশ্যে প্রশিক্ষণ বা সংশ্লিষ্ট কর্মসূচী হাতে নেওয়া যাইতে পারে। ইহাছাড়া সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদিগকে কমিশনের অনুসন্ধানের আওতায় নির্বাচিত কৃষি উৎপাদন ইউনিট ও শিল্প ইউনিটে পাঠানোর সুযোগ ও সুবিধাদি দেওয়া হইবে।

(৭) নতুন গবেষণা পদ্ধতি বা গবেষণার নির্যাস সম্পর্কে কমিশনের কর্মকর্তাদিগকে অবহিত করিবার লক্ষ্যে কমিশন সময়ে সময়ে সেমিনার, আলোচনা ও কর্মশালার আয়োজন করিবে; ইহাছাড়া কমিশনের কর্মকর্তাগণ কর্তৃক সম্পাদিত অনুসন্ধান বা গবেষণামূলক কর্ম উপস্থাপনার আয়োজনও কমিশন করিবে।

(৮) কমিশনের সকল বিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ সার্বিকভাবে টিম হিসাবে যথাযথ উৎসাহ ও উদ্দীপনার সহিত সকল দায়িত্ব পালন করিবেন; এই প্রেক্ষিতে কমিশনের যে কোন কাজ সমাপন করিবার দায়িত্ব যে কোন কর্মচারী-কর্মকর্তাকে দেওয়া যাইতে পারে।

(৯) কমিশনের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী জনসাধারণের সহিত সুশীল ব্যবহার করিবেন ও নিজেদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব ও সৌহার্দ্যপূর্ণ কর্মপরিবেশ গড়িয়া তুলিবেন ও প্রসারিত করিবেন।

বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের আদেশক্রমে

আবদুল হামিদ চৌধুরী

চেয়ারম্যান।

মোঃ মিজানুর রহমান, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আব্দুর রশীদ সরকার, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরমস্ ও প্রকাশনী অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-২ শাখা
ঢাকা।

নং বাম/প্র-২/টিসি/৫(৬)/৯০(অংশ-১)/ তারিখ: ০৪-০২-১৯৯৩ইং / ২২-১০-১৩৯৯বাংলা

প্রেরক : মোঃ আবদার আলী খান,
সহকারী সচিব।

প্রাপক : প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা,
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়,
৩১/বি, তোপখানা রোড, ঢাকা।

বিষয় : বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন এর জনবলের মঞ্জুরী।

মহোদয়,

উপরোক্ত বিষয়ে আদিষ্ট হইয়া এই মন্ত্রণালয়ের ১৭/৭/৮৩ইং তারিখের আদেশ নং ২৩/৮৩/প্রঃ-৩/৭৩৪ অতিক্রম পূর্বক এই মন্ত্রণালয়ের ১৩/১২/৯২ইং তারিখের প্রজ্ঞাপন নং বাম/প্র-৩/৫(১)/৯৩/১০৭ মারফত পুনর্গঠিত বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন এর নিম্নলিখিত পদগুলি পার্শ্বে বর্ণিত সংখ্যা ও বেতনক্রমে স্থায়ীভাবে সৃজনে সরকারী মঞ্জুরী জ্ঞাপন করিতেছি :-

ক্রমিক নং	পদের নাম	পদসংখ্যা	বেতনক্রম
১	২	৩	৪
১।	চেয়ারম্যান (সরকারের সচিব পদমর্যাদা)	১ (এক)	১০,০০০ (নির্ধারিত)
২।	সদস্য (অতিরিক্ত সচিব পদমর্যাদা/ যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদা)	৩ (তিন)	৭৮০০-৬X২০০-৯০০০
৩।	যুগ্ম-প্রধান	৪ (চার)	-ঐ-
৪।	সচিব	১ (এক)	৬৩০০-১০X১৭৫-৮০৫০
৫।	সিস্টেম এনালিস্ট	১ (এক)	-ঐ-
৬।	উপ-প্রধান	৮ (আট)	-ঐ-
৭।	সহকারী প্রধান	৮ (আট)	৪৮০০-১৪X১৭৫-৭২৫০
৮।	গবেষণা কর্মকর্তা	৮ (আট)	২৮৫০-৭X১২৫-৩৭২৫-ইবি-১১X১৩০-৫১৫৫
৯।	একান্ত সচিব	১ (এক)	-ঐ-
১০।	সহকারী সচিব (প্রশাসন)	১ (এক)	-ঐ-
১১।	হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	১ (এক)	-ঐ-

(চলমান পাতা-২)

=: ২ :=

ক্রমিক নং	পদের নাম	পদসংখ্যা	বেতন স্কেল
১	২	৩	৪
১২।	লাইব্রেরিয়ান	১ (এক)	২৮৫০-৭X১২০-৩৭২৫-ইবি-১১X১০০-৫১০০
১৩।	পাবলিক রিলেশন এন্ড পাবলিকেশন অফিসার	১ (এক)	-ঐ-
	মোট=৩৯ (উনচল্লিশ) টি		
১৪।	প্রধান সহকারী	১ (এক)	১৫৫০-৭X১০০-২২৫০-ইবি-১১X১০:-৩৪০০
১৫।	একাউন্ট সহকারী	৪ (চার)	১০৭৫-৭X১০-২১০০-ইবি-১১X১৫-১১৫০
১৬।	সাঁটলিপিকার	৫ (পাঁচ)	-ঐ-
১৭।	সাঁটমুদ্রাক্ষরিক	৪ (চার)	১০৭৫-৭X৮০-১৬৩৫-ইবি-১১X৮৫-২৫৭০
১৮।	উচ্চমান সহকারী	২ (দুই)	-ঐ-
১৯।	উচ্চমান সহকারী কাম-হিসাব রক্ষক	১ (এক)	-ঐ-
২০।	ক্যাশিয়ার/কোষাধ্যক্ষ	১ (এক)	-ঐ-
২১।	কেয়ারটেকার	১ (এক)	-ঐ-
২২।	অভ্যর্থনাকারী	১ (এক)	১২০০-৭X৬০-১৬২০-ইবি-১১X৬৫-২৩৩৫
২৩।	হিসাব সহকারী /	২ (দুই)	-ঐ-
২৪।	এলডিএ-কাম-টাইপিস্ট	৯ (নয়)	-ঐ-
২৫।	মুদ্রাক্ষরিক	৪ (চার)	-ঐ-
২৬।	গাড়ী চালক( )	৮ (আট)	-ঐ-
২৭।	ডেসপাচ রাইডার	১ (এক)	১০৫০-৭X৫৫-১৪৩৫-ইবি-১১X৫০-১৯৯০ ✓
২৮।	দারোয়ান	২ (দুই)	৯০০-১৮X৩৫-১৫৩০
২৯।	এমএলএসএস	২৬ (ছাব্বিশ)	-ঐ-
৩০।	নৈশ প্রহরী	২ (দুই)	-ঐ-
৩১।	ঝাড়ুদার/ফরাশ	২ (দুই)	-ঐ-

মোট=৭৬ (ছিয়াত্তর) টি

সর্বমোট =(৩৯+৭৬) =১১৫ (একশত পনের) টি

(চলমান পাতা-৩)

=: ৩ :=

২। আলোচ্য পদগুলির ব্যয় ১৩০-অর্থ ও বাণিজ্য-৬ বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন খাত হইতে মিটানো হইবে।

৩। অর্থ ও সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের সম্মতিক্রমে এই আদেশ জারী করা হইল।

আপনার অনুগত,

(মোঃ আনোয়ার আলী খান)
সহকারী সচিব।

অর্থ মন্ত্রণালয়
ব্যয় নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ
শাখা-৪।

নং অম/অবি/ও:নি:৪/ ৮-২২/৭২/২৮ তারিখ: ২০-২-৭৩ ইং

প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করিবার জন্য হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, ৩১/বি, তোপখানা রোড, ঢাকা বরাবরে পৃষ্ঠাংকন করা হইল।

(মোঃ আরিফুর রহমান)
সহকারী সচিব।

অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হইল:-

১। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।

২। যুগ্ম-সচিব, স ও বা অনুবিভাগ, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

৩। বাণিজ্য মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

৪। বাণিজ্য সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

(মোঃ আনোয়ার আলী খান)
সহকারী সচিব।

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, আগস্ট ১০, ২০২৩

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

ডব্লিউটিও অনুবিভাগ

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২২ শ্রাবণ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/ ০৬ আগস্ট ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

নং ২৬.০০.০০০০.১৩৫.৯৩.০০৫.২১.১৬৫—নির্দেশক্রমে জানানো যাচ্ছে যে, সরকার Rules of Business, 1996 এর rule 4 এর sub-rule (ix) (a)- তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার "ন্যাশনাল ট্যারিফ পলিসি, ২০২৩" অনুমোদন করেছেন, তা এতদ্বারা প্রকাশ করা হলো।

০২। "ন্যাশনাল ট্যারিফ পলিসি, ২০২৩" অবিলম্বে কার্যকর হবে।

মোহাম্মদ ইলিয়াস মিয়া
উপসচিব।

(১০৭২৯)
মূল্য : টাকা ১৬·০০

প্রথম অধ্যায়
প্রারম্ভিক

১.১ শিরোনাম, প্রবর্তন ও প্রয়োগ:

১.১.১ এই পলিসি "ন্যাশনাল ট্যারিফ পলিসি, ২০২৩" নামে অভিহিত হইবে।

১.১.২ ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

১.১.৩ ভিন্নরূপ কিছু উল্লেখ না থাকিলে, এই পলিসি বাংলাদেশে আমদানিযোগ্য এবং বাংলাদেশ হইতে রপ্তানিযোগ্য সকল পণ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়
পটভূমি ও প্রেক্ষাপট

২.১ পটভূমি ও প্রেক্ষাপট:

২.১.১ বাঙালি জাতির হাজার বছরের শোষণ বঞ্চনার অবসান ঘটাইয়া একটি সুখী সমৃদ্ধশালী দেশ গঠনের জন্যই জাতির পিতা ও সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এ দেশের স্বাধীনতার সূর্য ছিনাইয়া আনেন। স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশে 'জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তি' ও 'স্বনির্ভরতা অর্জন'-এর মূলমন্ত্রকে সামনে রাখিয়া জাতির পিতার নেতৃত্বে অর্থনৈতিক অবকাঠামো বিনির্মাণে প্রণীত প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মাধ্যমে অর্থনীতি ও বাণিজ্য ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যকে সামনে লইয়া বাংলাদেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রা শুরু হয়। স্বাধীনতা পরবর্তী প্রথম দুই দশক আমদানি সংক্রান্ত নিয়মনীতি এবং শুল্ক কাঠামো প্রণয়নের ক্ষেত্রে আমদানি-বিকল্প শিল্পায়ন নীতিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। আশির দশকের প্রথম দিকে বিশ্ববাজারে তৈরি পোশাক শিল্প খাতে বাংলাদেশের রপ্তানি সম্ভাবনা সৃষ্টি হইবার শুরুতেই বন্ডেড ওয়্যারহাউস সুবিধা চালুসহ তৈরি পোশাক শিল্পের কাঁচামালের শুল্কমুক্ত আমদানি নীতি গ্রহণ করা হয়। পরবর্তীতে আশির দশকের মাঝামাঝি আমদানি লাইসেন্স পদ্ধতি বাতিল পূর্বক আমদানি নীতি শিথিল করা হয়। নব্বই দশকের শুরুতে শুল্কহার যৌক্তিকীকরণের প্রক্রিয়া শুরু করিয়া বেসরকারি খাতের উদ্যোগকে উৎসাহিতকরণের মাধ্যমে রপ্তানি নির্ভর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।

২.১.২ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন সময়োপযোগী পদক্ষেপের ফলে অর্থনীতিতে বেসরকারি খাতের ক্রমবর্ধমান অংশগ্রহণে বাংলাদেশে গত এক দশক ধরিয়া গড়ে প্রায় ৭ (সাত)[১] শতাংশ হারে জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জিত হইয়াছে। দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নতির ফলে বাংলাদেশ ২০১৫ সালে নিম্ন আয়ের দেশ হইতে নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হইয়াছে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির এই ধারায় বাংলাদেশ স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীর বছর অর্থাৎ ২০২১ সালে স্বল্পোন্নত দেশ হইতে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের সকল প্রযোজ্য শর্ত পূরণে সক্ষম হইয়াছে এবং ২০২৬ সালে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের জন্য জাতিসংঘ কর্তৃক অনুমোদন পাইয়াছে। উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের পরবর্তী চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করিয়া রপ্তানি প্রবৃদ্ধির হার অব্যাহত রাখিতে রপ্তানি পণ্য ও বাজার বহুমুখীকরণ বর্তমানে বাংলাদেশের জন্য অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয়।

[১] বাজেট বক্তৃতা, ২০২৩-২৪, Finance Division, Ministry of Finance, https:// mof.gov.bd/ site/ page/9ea7529b-c8ef-49b5-8b8e-87ef72a2b3ec

২.১.৩ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ধারাবাহিকতায় সম্প্রতি প্রণীত প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-৪১ (রূপকল্প ২০৪১) এ ২০৩১ সালের মধ্যে উচ্চ-মধ্যম আয় ও ২০৪১ সনের মধ্যে উচ্চ-আয়ের দেশের মর্যাদায় আসীন হইবার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হইয়াছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে ২০২৫ সালের মধ্যে ৮.৫১% (আট দশমিক একান্ন শতাংশ) হারে জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করিয়া ইতঃমধ্যে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হইতেছে। বিগত দশকসমূহে শুল্কহার পরিবর্তন, পুনর্বিন্যাস ও যৌক্তিকীকরণের ক্ষেত্রে সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করায় আমদানি, রপ্তানিসহ সকল উন্নয়ন সূচকে অভূতপূর্ব অর্জন পরিলক্ষিত হইয়াছে। তবে রপ্তানি বহুমূখীকরণ, বৈদেশিক বিনিয়োগ আকর্ষণ ও বাণিজ্য অংশীদারগণের সাথে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরের প্রয়োজনে একটি সুনির্দিষ্ট ও পরিকল্পিত ট্যারিফ পলিসি প্রণয়ন করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়াছে।

২.১.৪ অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও স্থানীয় শিল্পের সুষম বিকাশে ট্যারিফ পলিসির গুরুত্ব অপরিসীম। বিনিয়োগ উৎসাহিতকরণ, পণ্যের প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা আনয়নে একটি সুনির্দিষ্ট ও সুপরিকল্পিত ট্যারিফ পলিসির ভূমিকা অনস্বীকার্য। এতদুদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সরকারের দপ্তরসমূহের কার্যবণ্টন (Allocation of Business)-এর আওতায় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের উপর অর্পিত দায়িত্ব অনুযায়ী ন্যাশনাল ট্যারিফ পলিসি প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হইয়াছে। টেকসই শিল্প উন্নয়ন, দেশীয় শিল্পের প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বৃদ্ধি, রপ্তানি পণ্য ও বাজার বহুমুখীকরণ, বিনিয়োগ উৎসাহিতকরণসহ অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য ব্যবস্থা ও মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিতে অংশগ্রহণের লক্ষ্যে ট্যারিফ কাঠামো পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে স্বল্পোন্নত দেশ হইতে উত্তরণ পরবর্তী চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা ন্যাশনাল ট্যারিফ পলিসির প্রধান প্রতিপাদ্য। দীর্ঘমেয়াদে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং স্থিতিশীলতার লক্ষ্যকে সামনে লইয়া বাংলাদেশের অগ্রযাত্রার এই পথে একটি যুগোপযোগী এবং সমন্বিত ট্যারিফ পলিসি বাংলাদেশকে তাহার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাইয়া দিবে।

তৃতীয় অধ্যায়
বাংলাদেশে বিদ্যমান ট্যারিফ ব্যবস্থা

৩.১ বাংলাদেশে বিদ্যমান ট্যারিফ ব্যবস্থা:

৩.১.১ বর্তমানে বাংলাদেশে আমদানি পর্যায়ে আমদানি শুল্ক, নিয়ন্ত্রণমূলক শুল্ক (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে), সম্পূরক শুল্ক (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে), মূল্য সংযোজন কর, অগ্রিম কর ও অগ্রিম আয়কর আরোপ করা হয়। ইহা ছাড়াও আমদানীকৃত পণ্যের শুল্কায়নের নিমিত্ত বেশ কিছু পণ্যের ট্যারিফ মূল্য বা ন্যূনতম আমদানি মূল্য নির্ধারণ করা হইয়া থাকে। এই সকল শুল্ক ও কর Customs Act, 1969, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২, আয় কর আইন, ২০২৩ এর অধীনে আরোপ করা হইয়া থাকে। তবে, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ বিভিন্ন সময়ে প্রজ্ঞাপন জারির মাধ্যমে শুল্ক ও কর রেয়াত প্রদান করিয়া থাকে। রপ্তানি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে রপ্তানির উপর করভার লাঘবের উদ্দেশ্যে বন্ডেড ওয়্যারহাউজ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে শুল্ক ও করমুক্ত কাঁচামাল আমদানির সুযোগ প্রদানের পাশাপাশি আংশিক রপ্তানির ক্ষেত্রে শুল্ক প্রত্যার্পণ সুবিধাও প্রদান করা হয়। সুনির্দিষ্ট ট্যারিফ পলিসির আওতায় ট্যারিফ কাঠামোয় বেশ কিছু পরিবর্তন আনয়নের সুযোগ রহিয়াছে, যাহা প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক হইবে।

৩.১.২ আমদানি পর্যায়ে আরোপিত এই সকল শুল্ক ও করসমূহের মধ্যে মূল্য সংযোজন কর, অগ্রিম কর ও অগ্রিম আয়কর সমভাবে দেশীয় পণ্য উৎপাদন ও সরবরাহের উপর আরোপ করা হয় বিধায় এই করসমূহ বাণিজ্য নিরপেক্ষ। গত কয়েক দশকে বিভিন্ন সময়ে রাজস্ব ক্ষতি রোধকল্পে ও স্থানীয় শিল্পকে সংরক্ষণ দেওয়ার জন্য আমদানি পর্যায়ে সম্পূরক শুল্ক ও নিয়ন্ত্রণমূলক শুল্ক আরোপের পরিধি বৃদ্ধি করা হয়। ফলশ্রুতিতে, বেশ কিছু খাতে উচ্চ হারে শুল্ক প্রতিরক্ষণ সৃষ্টি হয়, যাহা নিচের টেবিলে উপস্থাপিত হইয়াছে। ইহার ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে স্থানীয় শিল্পের প্রতিযোগিতামূলক অবস্থায় পৌঁছানোর প্রয়াস ব্যাহত হয়।

টেবিল: ১৯৯১-৯২ অর্থ বৎসর হইতে বাংলাদেশের ট্যারিফ কাঠামোর বিবর্তন

অর্থ বৎসর	গড় আমদানি শুল্ক	গড় প্রতিরক্ষণ শুল্ক (CD+RD+SD+LF+ IDSC) (%)
১৯৯১-৯২	৭০.৬৪	৭৩.৫৮
১৯৯৬-৯৭	২৮.২৪	৩১.৬৫
২০০১-০২	২১.০২	২৯.৮৩
২০০৬-০৭	১৪.৮৭	২৪.০৪
২০১১-১২	১৪.৮৩	২৮.১৪
২০১৬-১৭	১৪.৬১	২৬.৯৭
২০২১-২২	১৪.৭৫	২৯.৪২
২০২২-২৩	১৫.০৯	৩০.৫৮

উৎস: বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ও বাংলাদেশের অপারেটিভ ট্যারিফ সিডিউল হইতে প্রাক্কলিত

৩.১.৩ রপ্তানিতে প্রবৃদ্ধি অর্জন ও অভ্যন্তরীন শিল্প সম্প্রসারণে আমদানি পণ্য ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। প্রাকৃতিক সম্পদের অপ্রতুলতার কারণে দেশের শিল্প এমনকি কৃষিখাতও আমদানি পণ্যের উপর নির্ভরশীল। শতভাগ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান ও রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলে অবস্থিত শিল্প কারখানা সম্পূর্ণভাবে আমদানীকৃত কাঁচামালের উপর নির্ভরশীল। একই সাথে অভ্যন্তরীণ বাজারের চাহিদা পূরণের জন্য দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ পণ্য উৎপাদনের উদ্দেশ্যে বিপুল পরিমাণে মূলধনী যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল আমদানি করিয়া থাকে, যাহা দেশের শিল্পায়নে মূখ্য ভূমিকা পালন করিতেছে। আমদানির পরিসংখ্যান হইতে দেখা যায় যে, দেশীয় ভোগের জন্য মোট আমদানির ৮৫ (পঁচাশি) শতাংশ মূলধনী যন্ত্রপাতি শিল্প ও কৃষি খাতে ব্যবহৃত কাঁচামাল। স্বাভাবিকভাবে আমদানি পর্যায়ে আরোপিত শুল্ক ও করসমূহ যৌক্তিকীকরণ টেকসই শিল্পোন্নয়ন ও কৃষি উন্নয়নের প্রধান নিয়ামক।

৩.১.৪ পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, বিগত বছরসমূহে সরকারের রাজস্ব আদায় উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পাইলেও অর্থনৈতিক উন্নয়নের দিক হইতে সমপর্যায়ের দেশসমূহের কর-জিডিপি অনুপাত (Tax GDP Ratio) বাংলাদেশের তুলনায় অধিক, যেমন: ভিয়েতনামের কর-জিডিপি অনুপাত ১৩.৩১ শতাংশ (২০২০)[২]। এইক্ষেত্রে বাংলাদেশে এই অনুপাত মাত্র ৮.৪২ শতাংশ (২০২১)[৩]। বিপরীতে এই সকল দেশের আমদানি পর্যায়ে আরোপিত শুল্ক ও করের গড় হার এবং মোট রাজস্ব আয়ে আমদানি শুল্ক ও কর বাবদ আহরণকৃত রাজস্বের অংশ বাংলাদেশের তুলনায় অনেক কম। অর্থাৎ, সমপর্যায়ের অন্যান্য দেশের রাজস্ব আদায়ের মাধ্যম হিসাবে আমদানি শুল্কের ব্যবহার এবং নির্ভরতা বর্তমান সময়ে কোনো প্রচলিত চর্চা নয়।

৩.১.৫ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সদস্য হিসাবে বাংলাদেশ সকল কৃষি পণ্য এবং কিছু অকৃষি পণ্যের ক্ষেত্রে শুল্ক হার বাউন্ড (Bound) করিয়াছে, যাহার সংখ্যা ৯৫৫। ইহার মধ্যে প্রায় ৮১৪ টি এইচ এস লাইনে নিয়ন্ত্রণমূলক শুল্ক এবং ৩৪০ টি এইচ এস লাইনে সম্পূরক শুল্ক বিদ্যমান রহিয়াছে। শুধুমাত্র আমদানির উপর আরোপিত এই সব শুল্ককে অন্যান্য শুল্ক ও চার্জ (Other Duties and Charges-ODC) হিসাবে বিবেচনা করা হইলে তাহা বাউন্ড ODC কে অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে।

৩.১.৬ World Customs Organisation কর্তৃক প্রস্তুতকৃত HS Nomenclature এর মূল উদ্দেশ্য আমদানি শুল্ক নির্ধারণ ও পরিসংখ্যান সংরক্ষণ। HS Nomenclature-এ এইচ এস ৪-ডিজিট লেভেলে মূলত একই জাতীয় পণ্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এইচ এস ৪-ডিজিট লেভেলের বিভাজন মূলত একই জাতীয় পণ্যের অন্তর্ভুক্ত কোনো নির্দিষ্ট পণ্যের বাণিজ্য ব্যাপ্তি ও পরিসংখ্যানের উদ্দেশ্যে করা হইয়া থাকে। বাংলাদেশে বিদ্যমান শুল্ক কাঠামোয় একই জাতীয় পণ্যের উপর ভিন্ন ভিন্ন শুল্ক হার থাকায় এবং ৮-ডিজিট লেভেলে অপ্রয়োজনীয় বিভাজনের কারণে আমদানীকৃত পণ্যের এইচ এস কোড নির্ধারণে বিরোধ সৃষ্টি হয়। ফলশ্রুতিতে আমদানি পণ্য খালাস বিলম্বিত এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হইয়া থাকে।

৩.১.৭ বর্তমানে বাংলাদেশে বিশেষ বিবেচনায় ব্যবহারকারী-ভিত্তিক শুল্ক ও কর রেয়াত প্রদান করা হইয়া থাকে, যাহার সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। বর্তমানে এইরূপ ব্যবহারকারী-ভিত্তিক শুল্ক রেয়াত সুবিধার সংখ্যা ১৫০ এর অধিক। ফলশ্রুতিতে, রেয়াতের আওতা বহির্ভুত আমদানির পরিমাণ শুল্ক ও কর রেয়াতপ্রাপ্ত আমদানির পরিমাণের চাইতে কম। ব্যবহারকারী-ভিত্তিক শুল্ক আরোপের মাধ্যমে একই পণ্যের উপর ভিন্ন ভিন্ন আমদানিকারকদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় শুল্ক ও কর আরোপের কারণে বাজার বিকৃতি (Market distortion) ঘটে। এইক্ষেত্রে মূলত ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (Small and Medium Enterprise) বৈষম্যের শিকার হয়, উৎপাদন শিল্প খাতে যাহার অবদান ৫০ (পঞ্চাশ) শতাংশেরও অধিক।

[২] World Development Indicator, World Bank

[৩] http://www.mof.gov.bd/site/view/budget_mof/Budget-in-Brief, 2023-24, Finance Division, Ministry of Finance

৩.১.৮ শুল্ক ও কর কাঠামোর মাধ্যমে দেশীয় শিল্পসমূহকে দীর্ঘ সময়ের জন্য প্রতিরক্ষণ প্রদান করা হইলে অনেক সময় শিল্পসমূহ কর্তৃক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে উৎপাদিত পণ্যকে প্রতিযোগিতামূলক অবস্থানে পৌঁছানোর উদ্যোগ গ্রহণে অনীহা দেখা দেয়। বাংলাদেশে বর্তমানে বহুমুখী পণ্য উৎপাদিত হওয়া সত্ত্বেও রপ্তানিতে উহার উল্লেখযোগ্য প্রতিফলন পরিলক্ষিত হয় না। উক্ত কারণে সরকার কর্তৃক রপ্তানি পণ্য বহুমুখীকরণের নানাবিধ প্রচেষ্টা গ্রহণ স্বত্ত্বেও বহুমুখীকরণ হইতেছে না বলিয়া অর্থনীতিবিদগণের অভিমত। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ শুল্ক ও কর কাঠামো পুনঃবিন্যাসের মাধ্যমে দেশে উৎপাদিত পণ্যকে প্রতিযোগিতামূলক অবস্থানে পৌঁছানো ও রপ্তানি বহুমুখীকরণের মাধ্যমে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

৩.১.৯ শুল্ক ও কর কাঠামো যৌক্তিকীকরণের মাধ্যমে দেশীয় পণ্যের প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি আমদানি পর্যায়ে শুল্ক আরোপের মাধ্যমে নূতন শিল্প স্থাপন উৎসাহিতকরণ ও শিশু শিল্পের (Infant Industry) সময়াবদ্ধ প্রতিরক্ষণ একটি বহুল প্রচলিত চর্চা। Protective Duties Act, 1950 এ এই ধরনের সময়াবদ্ধ প্রতিরক্ষণের বিধান রহিয়াছে। বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন (সংশোধন) আইন, ২০২০ এর আওতায় সময়াবদ্ধ প্রতিরক্ষণ প্রদানের বিষয়টি কমিশনের কার্যাবলির অন্তর্ভুক্ত। উল্লেখ্য যে, দেশীয় শিল্প বিকাশের স্বার্থে এবং প্রতিযোগিতা সক্ষমতা অর্জনের লক্ষ্যে সময়াবদ্ধ প্রতিরক্ষণ প্রদান করা বাঞ্ছনীয় হইবে।

৩.১.১০ সম্পূরক শুল্ক মূলত একটি অভ্যন্তরীণ কর, যাহা মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর আওতায় আরোপ করা হয়। বাংলাদেশে প্রবর্তিত সম্পূরক শুল্কের মূল উদ্দেশ্য ছিল বিলাস পণ্য, অত্যাবশ্যক নয় ও সামাজিকভাবে অনভিপ্রেত পণ্যের ব্যবহার নিরুৎসাহিত করা এবং সেই কারণে মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এ এইরূপ দেশীয় ও আমদানীকৃত পণ্যের উপর সমভাবে সম্পূরক শুল্ক আরোপ করিবার বিধান ছিল। প্রাথমিকভাবে কিছু কিছু দেশীয় পণ্যের উপর সম্পূরক শুল্ক হ্রাস বা মওকুফ করা হয়। পরবর্তীতে আইনের বিধান সংশোধনপূর্বক যে কোনো পণ্যের উপর আরোপ করিবার সুযোগ সৃষ্টিসহ ব্যাপক সংখ্যক পণ্যের উপর সম্পূরক শুল্ক আরোপসহ দেশীয় পণ্যের ক্ষেত্রে সম্পূরক শুল্ক মওকুফ করা হয়। অভ্যন্তরীণ কর আইনের আওতায় দেশীয় ও আমদানিকৃত পণ্যের উপর ভিন্ন ভিন্ন কর আরোপ GATT চুক্তির মূলনীতি 'ন্যাশনাল ট্রিটমেন্ট'-এর পরিপন্থি।

৩.১.১১ Customs Act, 1969 এর section 18 এ সরকারকে, প্রয়োজনবোধে, নিয়ন্ত্রণমূলক শুল্ক আরোপের ক্ষমতা অর্পণ করা হইয়াছে। আইন অনুযায়ী এই শুল্ক সম্পূর্ণভাবে সাময়িক এবং ইহার স্থায়িত্ব অর্থবৎসরের শেষ পর্যন্ত। তবে, অনেক ক্ষেত্রে এই ধরনের শুল্ক অর্থবৎসরের শুরুতেই ধারাবাহিকভাবে আরোপ করা হইয়া থাকে এবং প্রতি অর্থবৎসরে বিপুল সংখ্যক পণ্যের উপর ৩ (তিন) শতাংশ হইতে ৩০ (ত্রিশ) শতাংশ পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণমূলক শুল্ক আরোপ করা হইয়া থাকে। ফলশ্রুতিতে, নিয়ন্ত্রণমূলক শুল্কের সাময়িক প্রকৃতি ক্ষুণ্ন হইতেছে।

৩.১.১২ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার শুল্কায়ন সম্পর্কিত চুক্তি অনুযায়ী ন্যূনতম আমদানি মূল্য নির্ধারণের মাধ্যমে শুল্কায়ন না করিবার বাধ্যবাধকতা রহিয়াছে। উক্ত চুক্তি অনুযায়ী ২০০০ সনে শুল্কায়ন সম্পর্কিত একটি বিধিমালা জারি করা হয়। বিধিমালায় ন্যূনতম আমদানি মূল্য নির্ধারণের মাধ্যমে শুল্কায়ন নিরুৎসাহিত করিবার বিধান থাকিলেও Customs Act, 1969 এর section 25 অনুযায়ী অনেক ক্ষেত্রে ন্যূনতম আমদানি মূল্য নির্ধারণের মাধ্যমে শুল্কায়ন করা হয়। বাংলাদেশ ২০২৬ সালে উন্নয়নশীল দেশে পদার্পণ করিবে বিধায় ন্যূনতম আমদানি মূল্য নির্ধারণের ব্যবস্থা পর্যায়ক্রমে রহিত করিতে হইবে।

৩.১.১৩ ন্যূনতম আমদানি মূল্য নির্ধারণের মাধ্যমে শুল্কায়নের প্রধান উদ্দেশ্য হইল আন্ডারইনভয়েসিং-এর মাধ্যমে শুল্ক ফাঁকির প্রবণতা হ্রাস করা। শুল্ক ফাঁকির এই প্রবণতা বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার বিভিন্ন চুক্তির সহিত সংগতিপূর্ণ মিশ্র শুল্ক আরোপের মাধ্যমে রোধ করা যাইতে পারে। এই ক্ষেত্রে কোনো পণ্যের উপর একই সাথে স্পেসিফিক ডিউটি এবং অ্যাডভ্যালোরেম ডিউটি আরোপ করা যায়। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ এই ধরনের শুল্ক আরোপ করিয়া থাকে। ইহা ছাড়াও, বিশ্বের বিভিন্ন দেশ স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত কৃষি পণ্যের উপর সিজনাল শুল্ক আরোপ করিয়া থাকে। যেহেতু অনেক কৃষি পণ্যের উৎপাদন মৌসুম-ভিত্তিক, সেইহেতু কৃষকদের স্বার্থ প্রতিরক্ষণের জন্য উৎপাদন মৌসুমে অন্যান্য মৌসুমের তুলনায় অধিক হারে শুল্ক আরোপ অনেক দেশেই একটি প্রচলিত পদ্ধতি। বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত এই ধরনের শুল্ক আরোপ করা হয়নি। তবে, সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন মৌসুমে আমদানি ও দেশীয় সরবরাহের ক্ষেত্রে হ্রাস-বৃদ্ধির প্রবণতা পরিলক্ষিত হইয়াছিল, যাহা সিজনাল শুল্ক আরোপের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।

৩.১.১৪ আমদানি পর্যায়ে এই নীতিতে প্রস্তাবিত শুল্ক ও কর হ্রাসের কারণে দেশীয় শিল্পের প্রতিরক্ষণের হার হ্রাস পাইলেও বিদেশ হইতে ডাম্পিং ও রপ্তানিকারক দেশ কর্তৃক ভর্তুকি প্রদানের কারণে আমদানি বৃদ্ধির প্রবণতা দেখা দিলে দেশীয় শিল্পের স্বার্থ রক্ষার জন্য বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার বিধি অনুযায়ী যথাক্রমে এন্টি ডাম্পিং ও কাউন্টারভেইলিং শুল্ক আরোপ করা যাইবে। ইহা ছাড়া, কোন পণ্যের আকস্মিক আমদানি বৃদ্ধি রোধ করিবার জন্য সেইফগার্ড ডিউটি আরোপ করা বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার চুক্তির সহিত সংগতিপূর্ণ। Customs Act, 1969 এ এই ধরনের শুল্ক আরোপের বিধান রহিয়াছে এবং এতৎসংক্রান্ত বিধিমালাও জারি করা হইয়াছে। এতৎসংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণে দায়িত্বপ্রাপ্ত বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করিয়াছে। দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে এই বিষয়ে অবহিত করা ও তথ্য উপাত্ত সহজলভ্য করিবার উদ্যোগ গ্রহণ করা হইলে দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানকে যথাযথ প্রতিরক্ষণ দেওয়া সম্ভব।

৩.১.১৫ রপ্তানি বাণিজ্য পরিচালনা ও আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে রপ্তানির জন্য রপ্তানি পণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত কাঁচামাল ও মধ্যবর্তী পণ্যের শুল্ক ও করভার বিলোপ অত্যাবশ্যক। এই কারণে দেশে রপ্তানিমুখী শিল্পের জন্য বন্ডেড ওয়্যারহাউজ ও শুল্ক প্রত্যার্পণ ব্যবস্থা বিদ্যমান। এই সকল ব্যবস্থা সকলের জন্য উন্মুক্ত, সহজতর ও স্বচ্ছ করা হইলে রপ্তানি বহুমুখীকরণ ও সম্প্রসারণ করা সম্ভব হইবে।

চতুর্থ অধ্যায়

মেয়াদ, পরিধি ও সংজ্ঞা

৪.১ মেয়াদ ও পরিধি:

৪.১.১ আমদানি শুল্ক, নিয়ন্ত্রণমূলক শুল্ক, সম্পূরক শুল্ক, রপ্তানি শুল্ক ও সরকার কর্তৃক আরোপিত অন্য কোনো কর বা শুল্ক, যাহা বাণিজ্য নিরপেক্ষ নয় এমন সকল শুল্ক ও কর এই পলিসির আওতাভুক্ত হইবে।

৪.১.২ আমদানি ও রপ্তানি পর্যায়ে আরোপযোগ্য শুল্ক ও কর সংক্রান্ত সকল বিধি-বিধান এই পলিসির আওতাভুক্ত হইবে।

৪.১.৩ Customs Act, 1969 এর section 20 এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার কর্তৃক বিশেষ বিবেচনায় ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে প্রদত্ত শুল্ক রেয়াত এবং আমদানি ও রপ্তানি পর্যায়ে প্রদত্ত পরিষেবা মূল্য এই পলিসির আওতা বহির্ভূত থাকিবে।

৪.১.৪ এই পলিসি প্রতি ৫ (পাঁচ) বৎসর অন্তর অথবা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সময়, পর পর, হালনাগাদ করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্তরূপ সময় অতিক্রান্ত হইবার পর নূতন ট্যারিফ পলিসি জারি না হওয়া পর্যন্ত বিদ্যমান ট্যারিফ পলিসির কার্যক্রম অব্যাহত থাকিবে।

৪.২ সংজ্ঞা:

৪.২.১ "**আমদানি**" অর্থ বাংলাদেশের বাহির হইতে বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমার অভ্যন্তরে কোনো পণ্য আনয়ন;

৪.২.২ "**আমদানি শুল্ক**" অর্থ Customs Act, 1969 এর section 18 (1) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বিদেশে উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী দেশের অভ্যন্তরে আমদানির উপর আরোপিত শুল্ক;

৪.২.৩ "**অ্যাডভ্যালোরেম শুল্ক**" অর্থ আমদানীকৃত বা রপ্তানীকৃত পণ্যের মূল্যমানের উপর শতকরা হারে আরোপিত শুল্ক;

৪.২.৪ "**এন্টি-ডাম্পিং শুল্ক**" অর্থ Customs Act, 1969 এর section 18B-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে আমদানীকৃত পণ্যের উপর সরকার কর্তৃক আরোপিত এন্টি-ডাম্পিং শুল্ক;

৪.২.৫ "**কমিশন**" অর্থ বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন;

৪.২.৬ "**কাউন্টারভেইলিং শুল্ক**" অর্থ Customs Act, 1969 এর section 18A-তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে আমদানীকৃত পণ্যের উপর সরকার কর্তৃক আরোপিত কাউন্টারভেইলিং শুল্ক;

৪.২.৭ "**ট্যারিফ**" অর্থ আমদানি ও রপ্তানি পর্যায়ে আরোপিত যে কোনো শুল্ক বা কর, যাহা বাণিজ্য নিরপেক্ষ নয়;

৪.২.৮ **“নিয়ন্ত্রণমূলক শুল্ক”** অর্থ Customs Act, 1969 এর section 18 (2) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বিদেশে উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী দেশের অভ্যন্তরে আমদানির উপর সরকার কর্তৃক আরোপিত নিয়ন্ত্রণমূলক শুল্ক;

৪.২.৯ **“প্রচ্ছন্ন রপ্তানি”** প্রচ্ছন্ন রপ্তানি অর্থে নিম্নবর্ণিত এক বা একাধিক সরবরাহ অন্তর্ভুক্ত হইবে, যথা:—

(ক) বাংলাদেশের বাহিরে ভোগের জন্য অভিপ্রেত কোনো পণ্য বা সেবার উপকরণ নির্ধারিত পদ্ধতিতে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে সরবরাহ;

(খ) কোনো আন্তর্জাতিক দরপত্রের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে কোনো পণ্য বা সেবার সরবরাহ; এবং

(গ) স্থানীয় ঋণপত্রের বিপরীতে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে কোনো পণ্য বা সেবার সরবরাহ;

৪.২.১০ **“বাণিজ্য নিরপেক্ষ কর”** অর্থ আমদানি পণ্যের উপর আরোপিত শুল্ক বা কর যাহা সমভাবে স্থানীয় উৎপাদনের উপর আরোপিত হয়;

৪.২.১১ **“বোর্ড”** অর্থ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড;

৪.২.১২ **“মিশ্র শুল্ক”** অর্থ আমদানীকৃত বা রপ্তানীকৃত পণ্যের উপর যুগপৎভাবে আরোপিত অ্যাডভ্যালোরেম ও স্পেসিফিক শুল্ক;

৪.২.১৩ **“মূল্য সংযোজন কর”** অর্থ মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর ধারা ১৫-তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে করযোগ্য আমদানি ও করযোগ্য সরবরাহের উপর আরোপিত মূল্য সংযোজন কর;

৪.২.১৪ **“রপ্তানি”** অর্থ বাংলাদেশের অভ্যন্তর হইতে বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমার বাহিরে কোনো পণ্যের সরবরাহ এবং প্রচ্ছন্ন রপ্তানি;

৪.২.১৫ **“রপ্তানি শুল্ক”** অর্থ Customs Act, 1969 এর section 18 (1) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে দেশে উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী বিদেশে রপ্তানির উপর আরোপিত শুল্ক;

৪.২.১৬ **“শিশু শিল্প”** অর্থ সেই সকল স্থানীয় নবীন শিল্প, যাহা বিকাশের প্রাথমিক পর্যায়ে রহিয়াছে এবং আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় টিকিয়া থাকিবার সক্ষমতা অর্জন করেনি;

৪.২.১৭ **“শুল্ক রেয়াত”** অর্থ Customs Act, 1969 এর section 19 এর আওতায় প্রাপ্ত শুল্ক অব্যাহতি বা রেয়াত;

৪.২.১৮ **“সম্পূরক শুল্ক”** অর্থ মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর ধারা ৫৫-তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে আমদানি, বাংলাদেশে প্রস্তুতকৃত পণ্য ও সেবা সরবরাহের উপর আরোপিত সম্পূরক শুল্ক;

৪.২.১৯ **"সেইফগার্ড শুল্ক"** অর্থ Customs Act, 1969 এর section 18E-তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে আমদানীকৃত পণ্যের উপর সরকার কর্তৃক আরোপিত সেইফগার্ড শুল্ক;

৪.২.২০ **"সিজনাল ট্যারিফ"** অর্থ কৃষি পণ্যের উপর বৎসরের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন হারে আরোপিত শুল্ক, যাহার হার মৌসুমকালীন সময়ে সর্বোচ্চ; এবং

৪.২.২১ **"স্পেসিফিক শুল্ক"** অর্থ আমদানীকৃত বা রপ্তানীকৃত পণ্যের পরিমাণের উপর আরোপিত শুল্ক।

পঞ্চম অধ্যায়

উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

৫.১ **ন্যাশনাল ট্যারিফ পলিসির উদ্দেশ্য:**

বাণিজ্য উদারীকরণ ও ট্যারিফ কাঠামো যৌক্তিকীকরণের মাধ্যমে দেশীয় শিল্পের প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বৃদ্ধি, রপ্তানি সম্প্রসারণ ও বহুমুখীকরণ, বিনিয়োগ উৎসাহিতকরণ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিসহ টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন।

৫.২ **ন্যাশনাল ট্যারিফ পলিসির লক্ষ্য:**

৫.২.১ প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এবং ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নির্ধারিত লক্ষ্যসমূহ অর্জন;

৫.২.২ স্বল্পোন্নত দেশ হইতে উত্তরণ পরবর্তী চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলাকরণ;

৫.২.৩ এন্টি-এক্সপোর্ট বায়াস (Anti-export bias) হ্রাসের মাধ্যমে রপ্তানি সম্প্রসারণ ও বহুমুখীকরণ;

৫.২.৪ ট্যারিফ কাঠামো যৌক্তিকীকরণ;

৫.২.৫ Predictable Tariff Regime নিশ্চিত করিবার মাধ্যমে দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগ উৎসাহিতকরণ;

৫.২.৬ কর্মসংস্থান বৃদ্ধিকরণ;

৫.২.৭ বৈশ্বিক ও আঞ্চলিক ভ্যালু চেইনে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ বৃদ্ধিকরণ;

৫.২.৮ অর্থনীতির উপর বহিঃঅভিঘাত (External Shock)-এর চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলাকরণ; এবং

৫.২.৯ স্থানীয় বাজারে পণ্যের মূল্যে অসামঞ্জস্য হ্রাস করা এবং মাত্রাতিরিক্ত প্রতিরক্ষণের বোঝা কমাইয়া ভোক্তার কল্যাণ সাধন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

সাধারণ নীতিমালা

৬.১ শুল্ক নির্ধারণের সাধারণ নীতিমালা:

৬.১.১ আমদানি ও রপ্তানি পর্যায়ে আরোপিত ট্যারিফকে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য প্রবাহের নিয়ামক হিসাবে গণ্য করিতে হইবে।

৬.১.২ আমদানি পর্যায়ে আরোপিত শুল্ক ও কর বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় বাংলাদেশের অঙ্গীকারকৃত শুল্ক হারের (Bound Rate) সহিত সঙ্গতিপূর্ণ করিতে হইবে।

৬.১.৩ শুল্ক কাঠামো সহজীকরণের এবং অপ্রয়োজনীয় জটিলতা পরিহারের উদ্দেশ্যে সমজাতীয় পণ্যের শুল্ক ও কর হার যথাসম্ভব সমান রাখিবার মাধ্যমে শুল্ক ব্যবস্থায় অধিকতর স্বচ্ছতা আনয়ন করিতে হইবে।

৬.১.৪ ভোক্তার কল্যাণ সাধনে আমদানি পর্যায়ে আরোপিত ট্যারিফ ধাপে ধাপে যৌক্তিক পর্যায়ে হ্রাস করিতে হইবে।

৬.১.৫ ব্যবহারকারী-ভিত্তিক (User-specific) শুল্ক রেয়াত পরিহার করিতে হইবে।

৬.১.৬ দেশীয় শিল্পের প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে শুল্ক প্রতিরক্ষণ হার ধাপে ধাপে হ্রাস করিতে হইবে।

৬.১.৭ Protective Duties Act, 1950 অনুযায়ী বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের গবেষণালব্ধ সুপারিশের ভিত্তিতে সম্ভাবনাময় শিল্পসমূহকে সময়াবদ্ধ প্রতিরক্ষণ প্রদান করা হইবে।

৬.১.৮ নূতন পণ্য উৎপাদনকারী শিল্প স্থাপন ও শিশু শিল্পের (Infant Industry) জন্য বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের গবেষণালব্ধ সুপারিশের ভিত্তিতে সময়াবদ্ধ প্রতিরক্ষণ প্রদান করা হইবে।

৬.১.৯ সম্পূরক শুল্ক এবং মূল্য সংযোজন করকে 'বাণিজ্য নিরপেক্ষ কর'-এ পরিণত করিতে হইবে।

৬.১.১০ আমদানি পর্যায়ে মোট শুল্ক করের আপাতন হার ক্রমান্বয়ে হ্রাস করিতে হইবে।

৬.১.১১ নিয়ন্ত্রণমূলক শুল্ক কেবল জরুরি পরিস্থিতিতে আরোপ করিতে হইবে।

৬.১.১২ প্রয়োজন সাপেক্ষে কোনো কোনো পণ্যের উপর মিশ্র শুল্ক (Mixed Duty) অথবা সিজনাল ট্যারিফ (Seasonal Tariff) আরোপ করিতে হইবে।

৬.১.১৩ আমদানির কারণে দেশীয় শিল্পের স্বার্থহানি ঘটিলে সংশ্লিষ্ট শিল্পের ক্ষতি লাঘবের উদ্দেশ্যে এন্টি-ডাম্পিং শুল্ক, কাউন্টারভেইলিং শুল্ক এবং সেইফগার্ড শুল্ক সংক্রান্ত বিধিমালার আওতায় শিল্পসমূহকে যথাযথ প্রতিরক্ষণ প্রদান করা হইবে।

৬.১.১৪ এমএসএমই (MSME) শিল্পের স্বার্থ সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

৬.১.১৫ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সহিত সংগতি রাখিয়া ন্যূনতম আমদানি মূল্য (Minimum Import Value) ব্যবস্থা বিলুপ্ত করিতে হইবে।

৬.১.১৬ শতভাগ রপ্তানিমুখী শিল্প ও প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকারকদের জন্য প্রদত্ত বন্ড সুবিধা ব্যবস্থাকে অধিকতর স্বচ্ছ ও সহজ করিতে হইবে।

৬.১.১৭ রপ্তানি বহুমুখীকরণের উদ্দেশ্যে রপ্তানি নীতি ২০২১-২৪ এর ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের অনুচ্ছেদ ৬.৮.২ এবং আমদানি নীতি আদেশ ২০২১-২৪ এর চতুর্থ অধ্যায়ের অনুচ্ছেদ ২০ (৮) (য) অনুযায়ী আন্তর্জাতিক ও স্থানীয় উভয় বাজারে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে পণ্য উৎপাদনকারী শিল্পসমূহকে শুধুমাত্র রপ্তানির উদ্দেশ্যে উৎপাদিত পণ্যের কাঁচামাল আমদানির নিমিত্ত নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কাঁচামাল বাবদ আরোপযোগ্য শুল্ক ও করের বিপরীতে শতভাগ ব্যাংক গ্যারান্টির মাধ্যমে বন্ড সুবিধা প্রদান করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, এই ক্ষেত্রে রপ্তানি মূল্যের সর্বাধিক ৭০ (সত্তর) শতাংশ পর্যন্ত কাঁচামাল আমদানির বন্ড সুবিধা প্রাপ্য হইবে:

আরও শর্ত থাকে যে, এইরূপ ক্ষেত্রে কোনো রপ্তানি পণ্যের উৎপাদনে ব্যবহৃত কাঁচমাল ৭০ (সত্তর) শতাংশের অধিক হইলে অতিরিক্ত অংশের জন্য প্রচলিত নীতি অনুযায়ী শুল্ক প্রত্যার্পণ (Duty Drawback) প্রাপ্য হইবে।

৬.১.১৮ দ্রুততম সময়ের মধ্যে কাঁচামালের উপর প্রদত্ত সমুদয় শুল্ক ও কর ফেরত প্রদানের উদ্দেশ্যে রপ্তানির জন্য কার্যকর শুল্ক প্রত্যার্পণ (Duty Drawback) স্কিমকে স্বচ্ছ ও সহজতর করিতে হইবে।

সপ্তম অধ্যায়

ন্যাশনাল ট্যারিফ পলিসির প্রাতিষ্ঠানিক রূপরেখা

৭.১ ন্যাশনাল ট্যারিফ পলিসির প্রাতিষ্ঠানিক রূপরেখা:

৭.১.১ ন্যাশনাল ট্যারিফ পলিসি বাস্তবায়ন:

অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের সহায়তায় ন্যাশনাল ট্যারিফ পলিসি বাস্তবায়ন করিবে এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ড পলিসি প্রণয়নের ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে এই পলিসির ষষ্ঠ অধ্যায়ে বিধৃত সাধারণ নীতিমালার আলোকে শুল্কহার যৌক্তিকীকরণ করিবার লক্ষ্যে একটি সময়বদ্ধ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করিবে।

৭.২ ন্যাশনাল ট্যারিফ পলিসি মনিটরিং ও রিভিউ কমিটি:

৭.২.১ ন্যাশনাল ট্যারিফ পলিসি বাস্তবায়ন পর্যালোচনাকল্পে নিম্নবর্ণিত একটি মনিটরিং ও রিভিউ কমিটি গঠিত হইবে, যথা:—

ক্রমিক নং	পদবি	কমিটিতে অবস্থান
১।	মাননীয় মন্ত্রী, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	সভাপতি
২।	সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	সদস্য
৩।	সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ	সদস্য
৪।	সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	সদস্য
৫।	সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়	সদস্য
৬।	সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য
৭।	সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৮।	সচিব, অর্থ বিভাগ	সদস্য
৯।	সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	সদস্য
১০।	এক্সিকিউটিভ চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	সদস্য
১১।	সদস্য (কাস্টমস নীতি), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	সদস্য
১২।	চেয়ারপার্সন, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ফাউন্ডেশন	সদস্য
১৩।	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের প্রতিনিধি (অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা)	সদস্য
১৪।	বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিনিধি (অন্যূন নির্বাহী পরিচালক পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা)	সদস্য
১৫।	সভাপতি, এফবিসিসিআই	সদস্য
১৬।	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন	সদস্য-সচিব

৭.২.২ **কমিটির কার্যপরিধি:** কমিটি—

(ক) কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী ট্যারিফ পলিসি বাস্তবায়ন কার্যক্রম তদারকি করিবে;

(খ) বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন কর্তৃক শিল্প প্রতিরক্ষণ সম্পর্কিত সুপারিশসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করিবে;

(গ) ট্যারিফ পলিসি বাস্তবায়নকল্পে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করিবে; এবং

(ঘ) ট্যারিফ পলিসি পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণপূর্বক (Review and Monitoring) প্রয়োজনীয় সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করিবে।

৭.২.৩ প্রতি বৎসর অন্যূন দুইবার উক্ত কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

৭.২.৪ কমিটি প্রয়োজনে সদস্য কো-অপ্ট করিতে পারিবে।

৭.৩ **শিল্প প্রতিরক্ষণ ব্যবস্থাপনা:**

৭.৩.১ শিল্প প্রতিষ্ঠান বা সংগঠন প্রতি বৎসর বাজেট পরবর্তী সময় হইতে পরবর্তী অর্থ বৎসরের জন্য চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন বরাবর কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত প্রশ্নমালার আলোকে ষষ্ঠ অধ্যায়ের অনুচ্ছেদ ৬.১.৭ ও ৬.১.৮ নং অনুযায়ী প্রতিরক্ষণ প্রাপ্তির আবেদন করিতে পারিবে।

৭.৩.২ কমিশন সকল অংশীজনের মতামত গ্রহণপূর্বক জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নিকট প্রতি বৎসর এপ্রিল মাসের মধ্যে সুপারিশ সংবলিত প্রতিবেদন দাখিল করিবে এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ড পরবর্তী অর্থ বৎসরে বর্ণিত সুপারিশ বাস্তবায়নের জন্য বিধি মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

৭.৩.৩ শিল্প প্রতিষ্ঠানের আবেদন ব্যতিরেকে কমিশন স্বপ্রণোদিত হইয়া বিভিন্ন শিল্প খাতের উপর সমীক্ষা পরিচালনা করিতে পারিবে এবং উহা সুপারিশসহ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নিকট বিবেচনার জন্য প্রেরণ করিতে পারিবে।

৭.৪ **মানব সম্পদ উন্নয়ন ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি:**

৭.৪.১ ন্যাশনাল ট্যারিফ পলিসি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা দপ্তর তাহাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

৭.৫ ন্যাশনাল ট্যারিফ পলিসি সংশোধন, পরিবর্তন বা সংযোজন করিবার ক্ষমতা:

৭.৫.১ অনুচ্ছেদ ৪.১.৪ এ বিধান থাকা সত্ত্বেও, বিশেষ প্রয়োজনে, উপযুক্ত কারণের পরিপ্রেক্ষিতে, সরকার যে কোনো সময়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, দপ্তর বা বিভাগ ও সংশ্লিষ্ট খাতের অংশীজনদের সহিত আলোচনার ভিত্তিতে এই পলিসিতে প্রয়োজনীয় সংশোধন, পরিবর্তন বা সংযোজন আনয়ন করিতে পারিবে।

৭.৫.২ ন্যাশনাল ট্যারিফ পলিসি, ২০২৩ এ উল্লেখ নাই, এমন কোনো বিষয়ে সংশয় বা প্রশ্ন দেখা দিলে সরকারের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

তপন কান্তি ঘোষ
সিনিয়র সচিব।

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
ব্রেনজন চাম্বুগং, উপপরিচালক (উপসচিব) (অতিরিক্ত দায়িত্ব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

পরিশিষ্ট-৬

কমিশনের সাংগঠনিক কাঠামো

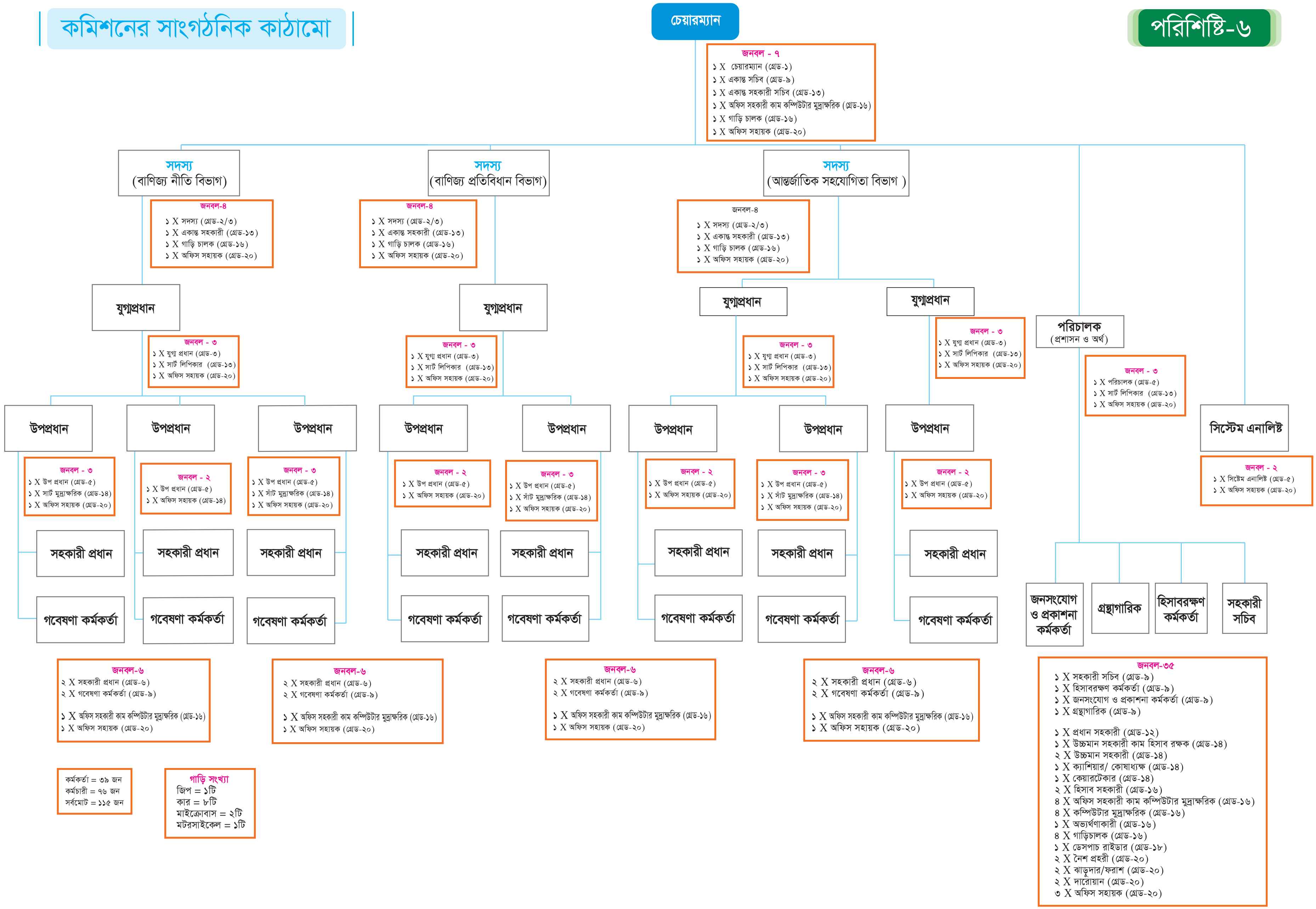

বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন
১ম ১২ তলা সরকারি অফিস ভবন (১০ ও ১২ তলা)
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
www.btc.gov.bd